পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 299 Wednesday, 30 September, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৯৯ সংখ্যা ❋ ১২ আশ্বিন ১৪৩৩, বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

অতিবামেদের উপর অ্যাসিড ঢালার নিদান দিলেন অর্জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ সোমবার বলেছিলেন, 'খানিকক্ষণ ব্ল্যাক আউট করে দিক, তারপর দেখে নেব..' আর মঙ্গলবার বললেন, অতি বামপন্থী এবং দেশদ্রোহীদের তাড়াতে দিতে হবে কার্বলিক। দু'দিন ধরে পরপর বিস্ফোরক মন্তব্য রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের। বললেন, ''মুখ্যমন্ত্রী খুব ভালো মানুষ। তাই আইনের পথেই সমাধান চাইছেন। ওঁকে অনুরোধ করব, কার্বলিক অ্যাসিড আর ব্ল্যাকআউট ছাড়া দেশদ্রোহীদের জব্দ করার আর কোনও পথ নেই।'' কাঁকিনাড়ার পাণপুর মোড়ে দলীয় কর্মীসভায় এসেছিলেন শ্রম ও

পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং। সেই সময়ই এই ধরনের মন্তব্য করতে শোনা যায় তাঁকে। প্রথমে তিনি দাবি করেন বামপন্থীরা দেশের ভালো চায়নি কোনওদিন। তাঁর বক্তব্য, এরা বাবা-মায়ের শ্রাদ্ধ করে না, শুধু কার্ল-মার্কস জিন্দাবাদ বলেন। পরিবহন মন্ত্রী বলেন, ''এরা বাবা-মাকে নমস্কার করে না। লেনিনকে নমস্কার করেন এদের কথার কী বলব।'' এরপরই অর্জুনের সংযোজন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভদ্রলোক বলেই আইনের পথে সবটা সমাধান করতে চান। বলেন, ''আমি সিএম সাহেবকে বলবো যাঁরা পাকিস্তানের স্লোগান দেয়, তাঁরা এমনি শুনবে না। কার্বলিক অ্যাসিড লাগবে। এই অ্যাসিডে যেমন সাপ পালায় তেমন অতিবামপন্থীরাও পালাবে।'' এরপর তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষকে ডিম ছোড়া নিয়ে তিনি বলেন, ''এমন কোনও ডিম আছে কি না আমার জানা নেই। যে ডিম ছুড়লে গাড়ির কাচ ভেঙে যায়, কাউকে খুন করা যায়। এটা শুনে তাজ্জব লাগছে।''

সেনাকর্মীর জমি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ রাজারহাটের জগদীশপুর মৌজায় ভারতীয় সেনাকর্মী-সহ ১৪ জনের বৈধভাবে কেনা জমি জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল একটি বেসরকারি নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ২০১৪ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে নিজেদের টাকা দিয়ে যৌথভাবে কয়েক শতক জমি কিনেছিলেন তাঁরা। জমির মালিকদের তালিকায় একাধিক কর্মরত সেনাকর্মীও রয়েছেন। অভিযোগ, সম্প্রতি তাঁদের জমিতে দেওয়া সীমানা পিলার উপড়ে ফেলা হয়েছে এবং ঝুলানো ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলে জমি দখলের চক্রান্ত চালানো হচ্ছে। অসাধু কিছু ব্যবসায়ী ও নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে জোরজুলুমের এই অভিযোগ তুলে গত ১৬ সেপ্টেম্বর রাজারহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন জমির মালিকরা। এর পাশাপাশি প্রশাসনের বিভিন্ন দফতর ও শীর্ষ কর্মকর্তাদের কাছেও বিচার চেয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। প্রতারিত এক সেনাকর্মী বলেন, ''জীবনের পুঞ্জীভূত সঞ্চয় দিয়ে কেনা সম্পত্তি এভাবে জবরদখল হতে দেওয়া যায় না। কোনও অসাধু চক্র যেন আইনসম্মত জমি কেড়ে নিতে না পারে।'' সে বিষয়ে পুলিশ ও স্থানীয় জেলা প্রশাসনের দ্রুত ও কঠোর হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। প্রতারিত সেনাকর্মী বলেন, ''আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ২০২০ সালে এই জমি কিনেছিলাম। তারপর থেকে জমির মালিকানা আমাদেরই। আমাদের দিল্লি-উত্তরপ্রদেশে পোস্টিং। ওতো খেয়াল রাখতে পারি না। আর্মি বোর্ডও লাগানো ছিল। জমির পরিমাণ ১.২ শতক। এখন সেই জমি দখল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওই সংস্থার ২৬ শতক জমি রয়েছে। তারা অর্থবলে গোটাটাই নিয়ে নিতে চাইছে।'' সংস্থার তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

'সবুজ সাথী'র নাম পাল্টে হল 'সারথী'!

'দিমাগি নকশালদের মূল মন্ত্রণাদাতা মমতা, নজর রাখুন গোয়েন্দারা'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের চালু করা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের নাম বদলে তাকে আরও আধুনিক ও উন্নত পরিষেবায় যুক্ত করে জনসমক্ষে নিয়ে এল বর্তমান রাজ্য সরকার। সোমবার সরকারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সাইকেল প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের নতুন নাম 'সারথী' এবং তার নতুন লোগো উন্মোচন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এ দিন নবম শ্রেণির ১২ লক্ষ ৫৯ হাজারেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীর হাতে সাইকেল বিতরণের কর্মসূচির সূচনা করে শুভেন্দু স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আগের সরকারের চালু করা প্রকল্প বন্ধ করা তাঁদের লক্ষ্য নয় বরং তার ত্রুটিগুলি শুধরে সামগ্রিক গুণগত মান ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করাই রাজ্য সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। শুভেন্দু বলেন, ''১৫ বছর আগেও সীমিত পরিসরে এসসি, এসটি ও সংখ্যালঘুদের জন্য এই স্কিম চালু ছিল। তবে আগের জমানায় পাঞ্জাব থেকে সাইকেলের খুচরো যন্ত্রাংশ এনে এখানে একত্রীকরণ করা হত। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তৎকালীন শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকের আত্মীয়েরা সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমরা সেই চক্র ভেঙে বের করে এনেছি। এ বার ফ্রেঞ্চ, ফর্ক, মাডগার্ড ও টায়ার তিন স্তরে গুণমান পরীক্ষা করে নিরাপদ সাইকেল তুলে দেওয়া হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে।'' তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদির 'ভোকাল ফর লোকাল' নীতিকে পাথেয় করে আগামী দিনে রাজ্যেই সাইকেল তৈরির কারখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে সংস্থাকে জমি দেওয়া ও সরকারের সাইকেল কেনার চুক্তিও করা হবে। এ দিনের সভা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের গত ১৪ আগস্ট 'কন্যারত্ন দিবসে' দেওয়া প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৭ সাল থেকে ছাত্রীদের বার্ষিক ভাতা ১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০০ টাকা করা হবে। এ ছাড়া আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম শ্রেণির পাশাপাশি অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরও 'সারথী' সাইকেল দেওয়া হবে। চলতি শিক্ষাবর্ষে ৬০০টি অনুমোদিত এবং আরও ২০০টি প্রস্তাবিত-সহ মোট ৮০০টি স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি ও খেলার মাঠ আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। বিগত সরকার ৩ বছর যে 'কম্পোজিট গ্র্যান্ট' বন্ধ রেখেছিল, বর্তমান সরকার এসে ৮০ হাজার প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে এক লপ্তে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও বলেন, নিম্নমানের খাতার কাগজ এবং ব্যাগ বদলানোর পাশাপাশি স্কুলের পোশাকের রঙ ও ব্র্যান্ড নির্বাচন করার চূড়ান্ত অধিকার স্কুলের হাতেই ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে দীর্ঘদিনের শিক্ষক-সংকট মেটাতে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) প্রথম ধাপে ১০ হাজারের বেশি নির্ভেজাল ও ত্রুটিমুক্ত তালিকা প্রকাশ করেছে বলে জানান শুভেন্দু। তিনি আরও জানা, প্রাথমিক স্তরে মিড-ডে মিলের পুষ্টি বাড়াতে বরাদ্দ ৬.৭৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা করা হয়েছে। কলকাতায় ইসকনের মাধ্যমে ৪৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে দেওয়া শুদ্ধ পুষ্টিকর আহার আগামী এক মাসের মধ্যে ২.৪৫ লক্ষ শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। ইসকন সম্পূর্ণ নিরামিষ হওয়ায় এসএইচজি গ্রুপের মাধ্যমে সপ্তাহে দু'দিন সিদ্ধ ডিম সরবরাহের বিকল্প ব্যবসাও চালু রাখা হয়েছে। রাঁধুনীদের চাকরি যাওয়ার বিভ্রান্তি উড়িয়ে তাঁদের মাসিক ভাতা ২,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩,০০০ টাকা করা হয়েছে। পড়ুয়াদের স্রেফ পুথিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ না থেকে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে আপন করে নেওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৪২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রেড রোডে স্বাধীনতা সংগ্রামী মাতঙ্গিনী হাজরার

● এরপর ৬ পাতায়...

'তদন্ত কোন পর্যায়ে?'

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-এর সিট ভাঙার আর্জিতে সাড়া দিল না হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যে প্রাথমিক, উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর ভূমিকা নিয়ে ফের তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। সিবিআই গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট ভেঙে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে করা আবেদনের শুনানিতে মঙ্গলবার এজলাসে একগুচ্ছ প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। পাশাপাশি সিবিআই-এর আবেদনটিকে কলকাতা হাইকোর্টের কার্যতালিকা থেকে ডিলিস্ট বা তালিকাচ্যুত করে দেন তিনি। একই সঙ্গে সিবিআই-কে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দেন। মঙ্গলবার শুনানির শুরুতেই অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ধীরজ ত্রিবেদী আদালতে সিট ভেঙে দেওয়ার স্বপক্ষে সওয়াল করেন। সিবিআই যুক্তি দেয় যে, বিগত পাঁচ বছর ধরে চলা এই তদন্তে বেশিরভাগ মূল মামলার চার্জশিট জমা পড়ে গিয়েছে এবং তদন্তের সিংহভাগ কাজ শেষ। তাই এখন পৃথক সিট বজায় না রেখে বাকি সাধারণ তদন্তের কাজ সংস্থার স্থায়ী দুর্নীতিদমন শাখা-র হাতে তুলে দেওয়া হোক। এর সঙ্গে যুক্ত বহু সিবিআই আধিকারিকের পদোন্নতি আটকে থাকা এবং অনেকের অবসর নেওয়ার বিষয়টিও আদালতের সামনে তুলে ধরা হয়। সিবিআই-এর যুক্তি শুনে উষ্মা প্রকাশ করে বিচারপতি অমৃতা সিনহা সরাসরি প্রশ্ন করেন, ''তদন্ত এখন ঠিক কোন পর্যায়ে রয়েছে? এতদিন ধরে যে সমস্ত বিষয়ে আপনারা তদন্ত করছিলেন, তাতে আদৌ ঠিক কী বেরিয়ে এসেছে? এই এত বড় নিয়োগ দুর্নীতির ভবিষ্যৎ বা কী? সিটের এতগুলি বছর ধরে তদন্তের পর আসল ফল কী দাঁড়াল?'' হাইকোর্টের সিট ভেঙে দেওয়া বা আধিকারিকদের রিলিজ দেওয়ার এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিচারপতি স্মরণ

● এরপর ৬ পাতায়...

'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, কিছুই মেলেনি'

কলকাতা হাইকোর্টে পুলিশ বলার পর খারিজ শুভেন্দুর মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে শুভেন্দু অধিকারীর ভাড়াবাড়ি তথা দলীয় কার্যালয়ে পুলিশি তল্লাশি সংক্রান্ত মামলাটি অবশেষে খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০২৪ সালের মে মাসে লোকসভা নির্বাচনের সময় ওই বিতর্কিত অভিযান প্রসঙ্গে কোলাঘাট থানার তরফে আদালতে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে জানানো হয়েছে, তল্লাশিতে সন্দেহজনক কিছুই মেলেনি এবং সিজার লিস্টও সম্পূর্ণ ফাঁকা তৈরি করা হয়েছিল। ফলে বিষয়টি নিয়ে নতুন করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনও আইনি প্রাসঙ্গিকতা না থাকায় মামলাটির নিষ্পত্তি করল সর্বোচ্চ আদালত। ঘটনাটি ঘটেছিল চব্বিশের লোকসভা ভোটের মুখে। তৎকালীন বিরোধী দলনেতা তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তখন একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে জেলা সফরে ছিলেন। সেই সুযোগে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ জন পুলিশকর্মী আচমকাই তাঁর কোলাঘাটের ভাড়াবাড়ি ঘিরে ফেলে তল্লাশি শুরু করে। পুলিশের দাবি ছিল, এক দাগি অপরাধীকে ধরতেই তারা ওই এলাকায় অভিযানে গিয়েছিল। কিন্তু অতর্কিত এই পুলিশি অভিযানের খবর পেয়েই স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা সেখানে উপস্থিত হন এবং পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। খবর পেয়ে নিজের রাজনৈতিক কর্মসূচি শেষ করেই সরাসরি কোলাঘাট থানায় গিয়ে হাজির হন তৎকালীন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। কিন্তু সেখানে থানার কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে পাননি বলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন তিনি। সেই সময়েই শুভেন্দু স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, উচ্চ আদালতের বিশেষ আইনি সুরক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুপস্থিতিতে এভাবে হানা দেওয়া সম্পূর্ণ

● এরপর ৬ পাতায়...

অরুণাচলে মায়ানমার সীমান্তে জঙ্গি হামলায় ১ জওয়ান নিহত, আহত ৪

সংবাদ সংস্থা, ইটানগর, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ অরুণাচল প্রদেশের চ্যাংলং জেলায় ভারত-মায়ানমার সীমান্তের কাছে সন্দেহভাজন জঙ্গিদের হামলায় অসম রাইফেলসের এক জওয়ান নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন চারজন। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে ওই এলাকায় সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে। মনে করা হচ্ছে জঙ্গি ও মাফিয়া গোষ্ঠীগুলি সেই কাজ ভেস্তে দিতে এই হামলা চালিয়েছে। ঘটনাটি চ্যাংলং জেলার নামপং সার্কেলের নামপং নালার কাছে ঘটেছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ২১ অসম রাইফেলসের জওয়ানরা ওই এলাকায় নিয়মিত টহল দেয়। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে সন্দেহভাজন জঙ্গিরা হঠাৎ করে টহল দলের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। এই হামলায় ৪২ বছর বয়সি হাবিলদার জানখোকাই কুকি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আরও চারজন সেনা আহত হয়েছেন। এই হামলার পর নিরাপত্তা বাহিনী ওই এলাকায় তল্লাশি ও চিরুনি অভিযান জোরদার করেছে। সেনারা সীমান্তের চারপাশের বন, নালা এবং পথঘাট পরীক্ষা করছে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলো এও জানার চেষ্টা করছে যে হামলাকারীরা টহল দলের কতটা কাছে এসেছিল, কোন দিক থেকে তারা গুলি চালিয়েছিল এবং হামলার পর কোন পথে পালিয়ে গিয়েছিল। প্রাথমিক তথ্য থেকে এনএসসিএন (কে-ওয়াইএ) বা ইয়ুং অং গোষ্ঠীর জঙ্গিদের জড়িত থাকার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। কিছু গোয়েন্দা রিপোর্টে উলফা-আই-এর জড়িত থাকার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদীদের বোঝাপড়া রয়েছে বলে খবর। দুই দেশের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী সীমান্তের ওই এলাকায় চোরাচালান এবং জঙ্গি তৎপরতা চালিয়ে আসছে বহু বছর ধরে। গোয়েন্দারা সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী গুলির ভারতের জঙ্গি সংগঠনগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ততার বিষয়ে সতর্ক করে আসছিল। এদিকে, আসাম রাইফেলসের মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিকাশ লাখেরা এবং বাহিনীর সকল পদমর্যাদার সদস্য হাবিলদার জানখোকাই কুকিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন যে, তিনি কর্তব্যরত অবস্থায় সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন। বাহিনী তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছে এবং জানিয়েছে যে সমগ্র আসাম রাইফেলস পরিবার তাঁদের পাশে আছে।

বুধে ইন্ডিয়া ব্লকের বৈঠকে থাকছেন না অখিলেশও সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমোর সিদ্ধান্তে অস্বস্তি বিরোধী জোটে

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ আগামীকাল বুধবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দেবে না ডিএমকে এবং আম আদমি পার্টি। মঙ্গলবার জানা গিয়েছে বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন না সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। ডিএমকে এবং আপ আগেই ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে। দুই দলই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের দ্বিপাক্ষিক সমস্যার কারণে। সমাজবাদী পার্টি অবশ্য বুধবারের বৈঠকে অংশ নেবে। তবে অখিলেশ যাদবের বৈঠকে না যাওয়ার সিদ্ধান্তের পেছনেও রয়েছে কংগ্রেসের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়টি। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে আলোচনা এবং বিরোধী জোটের পরবর্তী কর্মসূচির বিষয় চূড়ান্ত করতে বুধবারের বৈঠকটি ডাকা হয়েছে। ইন্ডিয়া জোট নতুন করে বর্তমান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সংসদে ইমপিচমেন্টের প্রস্তাব

আনতে চায়। অখিলেশ যাদবের বৈঠকে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিষয়ে সমাজবাদী পার্টি সরকারিভাবে কিছু জানায়নি। তবে দলীয় সূত্র বলছে উত্তরপ্রদেশে রাজ্যসভার পাঁচটি আসনে ভোট আসন্ন। অখিলেশ যাদব ওই পাঁচ আসনের প্রার্থী বাছাই এর কাজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত আছেন। এছাড়া বিধানসভা নির্বাচনের ব্যস্ততা তো আছেই। উত্তরপ্রদেশে আর কিছুদিনের মধ্যেই বিধানসভার নির্বাচন হওয়ার কথা। ওই নির্বাচনে আসন সমঝোতার বিষয়ে এখনই চূড়ান্ত ফয়সালা চায় কংগ্রেস। অখিলেশ মনে করছেন বুধবারের বৈঠকে বিরোধী ঐক্যের ইস্যুতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জন খাড়্গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি আসন সমঝোতার বিষয়টি উত্থাপন করবেন। অখিলেশ যাদব এখনই এই বিষয়ে আলোচনা চান না। রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন চলছে যে, কংগ্রেস উত্তর প্রদেশে যত দ্রুত সম্ভব আসন ভাগাভাগির বিষয়টি চূড়ান্ত করতে চায়। দল মনে করে যে, এই বিষয়ে বিলম্ব করা ক্ষতিকর হবে। ইমরান মাসুদসহ বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেতা এই মনোভাব প্রকাশ করছেন। ডিএমকে ইন্ডিয়া জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় বুধবারের বৈঠকে তামিলনাড়ুর ওই দলটির কোনও প্রতিনিধি থাকছেন না। তবে ডিএমকে সুপ্রিমো এমকে স্ট্যালিন বিরোধী নেতাদের সুরেই নির্বাচন কমিশনের তীব্র সমালোচনা করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার

● এরপর ৬ পাতায়...

একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগ!

জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অন্দরে একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দুই নির্বাচন কমিশনারের মতামতকে তোয়াক্কা না করার গুরুতর অভিযোগে এবার আরও অস্বস্তিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। অন্য দুই নির্বাচন কমিশনারকে পাশ কাটিয়ে তাঁর একচ্ছত্র সিদ্ধান্ত নেওয়ার ইস্যুতে দায়ের করা মামলায় সম্মতি দিল বিরত রাখা হোক। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতে প্রবীণ আইনজীবী বিকাশ সিং জরুরি ভিত্তিতে মামলাটি শুনানির জন্য আর্জি করেন। তিনি দাবি করেন, সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের মতো সংস্থায় যে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠের নিরিখে হতে হয়। কিন্তু যেভাবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন পরিচালিত হয়েছে, তা গভীর সন্দেহের জন্ম

সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ আগামী সপ্তাহে এই জনস্বার্থ মামলার শুনানি করতে চলেছে বলে জানা গেছে। মামলায় আর্জি জানানো হয়েছে, অভিযোগের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে তাঁর সমস্ত প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন থেকে দিচ্ছে। যদি সিইসি এককভাবে একতরফা নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে তা অত্যন্ত গম্ভীর ও সাংবিধানিক বিপর্যয়ের ইঙ্গিত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত আইনজীবীর যুক্তি শোনার পর আগামী সপ্তাহেই মামলাটির শুনানির আশ্বাস দেন। সমাজকর্মী রাকেশ কুমার সিংয়ের তরফে দায়ের করা এই জনস্বার্থ

● এরপর ৬ পাতায়...

নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের আগে বড় স্বস্তি!

৬টি মামলায় অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন কংগ্রেস প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ ৬টি মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেলেন নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। ২০ অক্টোবর পর্যন্ত জেলের বাইরে থাকবেন তিনি। ২১ অক্টোবর তাঁকে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে আইও-দের। ২০ অক্টোবর পর্যন্ত রোজ দু'বার তাঁকে ফোন করতে পারবেন পুলিশ আধিকারিকরা। খেজুরি থানার দু'টি এবং নন্দীগ্রাম থানার চারটি মামলায় এই অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া হয়েছে। মিলনের আইনজীবীরা আদালতে

হবে। আগামী উপনির্বাচন জেলের বাইরে থেকেই লড়বেন তিনি। বিচারপতি তির্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে এদিন মামলাটি ওঠে। বিচারপতি কংগ্রেস প্রার্থীর আবেদন শুনে ২০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেন। বেশ কিছু নির্দেশ এক্ষেত্রে আদালত দিয়েছে। যেমন জামিন পেলেও তাঁর মোবাইল নম্বর দিতে হবে থানার জানিয়েছেন, উপনির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার কারণে জামিন প্রয়োজন এবং দ্রুত শুনানির প্রয়োজন রয়েছে। গত সপ্তাহে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে প্রথমে এই আবেদন করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার শুনানিতে বিচারপতি জানিয়েছিলেন, মিলনকে নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া হোক এবং তিনি

● এরপর ৬ পাতায়...

'কাফেলা' যোগে এনআইএ-র তল্লাশি!

মঙ্গলকোট থেকে নরেন্দ্রপুর, ধৃত ৪ সন্দেহভাজন জঙ্গি

নিজস্ব প্রতিবেদন

বাংলাদেশের নিষিদ্ধ আল কায়েদা অনুগামী জঙ্গি সংগঠন 'ইমাম মাহমুদের কাফেলা'-র জাল উপড়ে ফেলতে তিন রাজ্য জুড়ে একযোগে অভিযান চালিয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। মঙ্গলবার ভোররাত থেকে পশ্চিমবঙ্গ, অসমের ১০টি স্থান এবং কেরলের নির্দিষ্ট এলাকায় চলে এনআইএ নজরদারি। এর মধ্যে জায়গায় অভিযান চালিয়ে এদের গ্রেফতার করা হয়। অন্যদিকে দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারিতে এক পলাতক যুবকের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি। মঙ্গলবার ভোরে অসম পুলিশের নথিভুক্ত একটি মামলার সূত্র ধরে শুরু হয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের এই ম্যারাথন হানা। এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি অসমে ধৃত বেশ কিছু জঙ্গির মোবাইল থেকে উদ্ধার হওয়া

বাংলা থেকেই এনআইএ গোয়েন্দাদের জালে ধরা পড়েছে চার জন সন্দেহভাজন জঙ্গি সহযোগী, যাদের মধ্যে মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে অ্যাপ-বাইক চালকও রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ, নরেন্দ্রপুর এবং পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটসহ একাধিক এনক্রিপ্টেড চ্যাট অ্যাপের সূত্র ধরেই এই চার জনের নাম সামনে আসে। ধৃতরা হলেন, (১) পিয়ার মহম্মদ শেখ- পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের পালিশগ্রামের শিমুলিয়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি মসজিদের ইমাম। (২) জুম্মান শেখ- দক্ষিণ

● এরপর ৬ পাতায়...

এসআইআর থেকে বাদ পড়া হজযাত্রীদের আবেদনের দ্রত শুনানি করুক ট্রাইব্যুনালঃকলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা হাইকোর্ট সোমবার এসআইআর অ্যাপিল ট্রাইব্যুনালকে নির্দেশ দিয়েছে যে, যাদের নাম এসআইআর তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, সেইসব হজযাত্রীদের আবেদন যেন অবিলম্বে শুনানি করা হয়। মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ট্রাইব্যুনালকে পরামর্শ দেন যে, তারা যেন এই আবেদনগুলি যথাসম্ভব দ্রুত বিবেচনা করেন এবং সম্ভব হলে দুই সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।আবেদনকারী হজযাত্রীদের দাবি, ভোটার তালিকায় নাম না থাকার কারণে তারা পাসপোর্ট ও হজ ভিসা পেতে চরম সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। আবেদনকারীদের বক্তব্য অনুযায়ী, ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সমস্ত বৈধ ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তারা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো শুনানি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। ফলে তাদের আসন্ন হজ যাত্রা অনিশ্চয়তার মুখে প।ছে এবং বাধ্য হয়ে তাদের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়েছে।উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় যাদের নাম বিবেচনাধীন (পেন্ডিং) তালিকায় রাখা হয়েছিল, তাদের মামলা নিষ্পত্তির জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের অন্তর্ভুক্ত করে 'এসআইআর অ্যাপিল ট্রাইব্যুনাল' গঠন করা হয়েছিল। তবে ট্রাইব্যুনালের ধীরগতির কাজকর্ম নিয়ে ক্রমাগত প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া পরিসংখ্যানে ট্রাইব্যুনালের এই ধীরগতির নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের কাছে ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন বা বিযোজনের সাথে সম্পর্কিত মোট ৩৮ লক্ষ ৩১ হাজার ৪২৯টি আবেদন জমা পড়েছিল। এর মধ্যে মাত্র ১ লাখ ২৬ হাজার ১৯৪টি আবেদন নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে, যেখানে ৩৭ লক্ষ ৫ হাজার ২৩৫টি আবেদন এখনও বকেয়া পড়ে রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, ট্রাইব্যুনাল যদি এই গতিতেই কাজ চালিয়ে যায়, তবে বকেয়া পড়ে থাকা এই সমস্ত আবেদন নিষ্পত্তি করতে ১২ বছরেরও বেশি সময় লেগে যাবে।

মাসআর্ট সোসাইটি মামলায় কলকাতার ১৫টি স্থানে অভিযান ইডি-র

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপূজার একটি 'প্রিভিউ শো'-তে তথাকথিত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে মঙ্গলবার অভিযান চালালো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। মাসআর্ট (মহানির্বাণ রোড মাসআর্ট) সোসাইটির আয়োজনে দুর্গাপূজার একটি 'প্রিভিউ শো'-তে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সেই তদন্তের অংশ হিসেবে মঙ্গলবার অভিযান চালায়. এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র কলকাতা শাখা। এ দিন সকালে কলকাতার ১৫টি স্থানে তল্লাশি অভিযান শুরু করে ইডি। ২০০২ সালের প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ)-এর ১৭ নম্বর ধারার অধীনে এই তদন্ত প্রক্রিয়া বলে জানা গেছে।ইডি সূত্রের খবর, মাসআর্ট সোসাইটি নিজেদের ইউনেস্কো-স্পনসরড সংস্থা হিসেবে দাবি করে জনসাধারণের থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেছিল বলে অভিযোগ। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, সেই অর্থ ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী-সহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার ঠিকানা এই তল্লাশি অভিযানের আওতায় রয়েছে বলে জানা গেছে।

ব্যালট পেপারে ভোটের দাবি মায়াবতীর, নির্বাচন কমিশনকে তুলোধোনা বিএসপি প্রধানের

লখনউ, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে অবিলম্বে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন-এর ব্যবহার বন্ধ করে ব্যালট পেপারে ফিরে যাওয়ার জোর দাবি জানালেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সুপ্রিমো মায়াবতী। একই সঙ্গে জাতীয় রাজধানী দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং নির্বাচন কমিশনের উদাসীনতা নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। সোমবার সকালে লখনউয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে মায়াবতী বলেন, দিল্লি, প্রতিবেশী পঞ্জাব এবং দেশের অন্যান্য রাজ্যে প্রতিনিয়ত যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে, তা দেশের জন্য অত্যন্ত গভীর উদ্বেগের বিষয়। জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির উচিত অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরিস্থিতির সংশোধন করা।নির্বাচন সংক্রান্ত বিতর্ক নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে একহাত নিয়ে বিএসপি নেত্রী বলেন, নির্বাচন ও ভোট সংক্রান্ত যে সমস্ত সংশয় ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, তা যথাসময়ে নিরসন করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ছিল। তিনি অভিযোগ করেন, কমিশন সময়মতো পদক্ষেপ না নেওয়ায় আজ গোটা বিরোধী দল ক্ষুব্ধ। এই অনভিপ্রেত পরিস্থিতি এড়ানো যেত। আমি আশা করব, নির্বাচন কমিশন আমার উত্থাপিত বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে। গণতন্ত্র রক্ষার তাগিদ দিয়ে মায়াবতী জোর দিয়ে বলেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে অবিলম্বে ইভিএম বন্ধ করতে হবে। দেশে আবারও ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ চালু করা উচিত। ভোটারের মনে যদি সামান্যতম সন্দেহও থাকে যে তাঁর ভোট অন্য কোনও প্রার্থীর ঝুলিতে চলে গেছে, তবে তা কার্যত গণতন্ত্রের হত্যার শামিল এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর থেকে মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে যাবে।ইভিএম ইস্যুতে বিজেপি ও কংগ্রেসের অতীত ভূমিকার সমালোচনা করে বিএসপি প্রধান মনে করিয়ে দেন, স্বাধীনতার পর প্রায় পাঁচ দশক ধরে দেশে ব্যালট পেপারেই সুষ্ঠুভাবে ভোট হয়েছে। কেন্দ্রে যখন কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল, তখন বিজেপিই প্রথম ইভিএমের বিরোধিতা করে দাবি করেছিল যে মেশিনের অপব্যবহার করে কংগ্রেস নির্বাচনে জিতছে। মায়াবতীর কটাক্ষ, আশ্চর্যের বিষয় হলো, কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি সেই ইভিএম বাতিল তো করলই না, বরং সেই মেশিনের মাধ্যমেই ভোট ও গণনা চালু রাখল।

৯।১১ সন্ত্রাসবাদী হামলার পঁচিশ বছর নিহতদের পরিবারের প্রতি মন কি বাতে সমবেদনা জ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিলেন। এটি ছিল প্রধানমন্ত্রী নরে ন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাতের ১৩৮-তম পর্ব।এ দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন কি বাত অনুষ্ঠানে বলেন, এই বছর ৯১১ সন্ত্রাসবাদী হামলার পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে যেসব নির্দোষ মানুষ মারা গিয়েছিলে২ন তার মধ্যে আমেরিকার পরে সবথেকে বেশি মানুষ ছিলেন ভারতের। আমার মনে আছে, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে যখন আমি আমেরিকা গিয়েছিলাম তখন এইসব নির্দোষ মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে আমি নিউইয়র্ক পৌঁছে গিয়েছিলাম। আর আজ আবার একবার আমি ভারতের কোটি-কোটি নাগরিকদের পক্ষ থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবারদের প্রতি আমার সমবেদনা জানাচ্ছি।

এফবিআই-এর ' মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকায় গোল্ডি ব্রার, মাথার দাম ১০ লক্ষ ডলার ঘোষণা

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ কুখ্যাত গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা মোস্ট ওয়ান্টেড অপরাধী সতিন্দরজি সিং ওরফে গোল্ডি ব্রারকে নিজেদের ' শীর্ষ দশ পলাতক' তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করল মার্কিন তদন্তকারী সংস্থা এফবিআই। একই সঙ্গে ব্রারকে গ্রেফতারের জন্য কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে পারলে ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮ কোটি টাকারও বেশি) পুরস্কার ঘোষণা করেছে সংস্থাটি।মঙ্গলবার এফবিআই-এর তরফে জারি করা এক সতর্কবার্তায় জানানো হয়, লরেন্স বিষ্ণোই আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত গোল্ডি ব্রার। উত্তর আমেরিকার মাটি থেকে গ্যাংয়ের কাজকর্ম পরিচালনা এবং দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া-সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাজুড়ে একাধিক হিংসাত্মক কার্যকলাপ, তোলাবাজি ও মাদক পাচারের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।এফবিআই জানিয়েছে, আমেরিকা ও কানাডায় নিজের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে লাগাতার নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছিল এই কুখ্যাত অপরাধী। লস অ্যাঞ্জেলেসের ফেডারেল কোর্টে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। জনসাধারণকে সতর্ক করে গোয়েন্দা সংস্থাটি জানিয়েছে, ব্রার অত্যন্ত হিংস্র এবং তার কাছে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র থাকতে পারে। তাকে গ্রেফতারে সহায়তা করতে বা তার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য দিতে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে এই বিরাট অঙ্কের আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করল মার্কিন প্রশাসন।

জম্মু ও কাশ্মীরের ডোদায় তুষারপাত, বরফের চাদর ঢেকে গেল উপত্যকা

ভাদেরওয়াহ, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই জম্মু ও কাশ্মীরের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে শুরু হয়েছে মরসুমের প্রথম তুষারপাত। ডোডা জেলার ভাদেরওয়াহর প্রায় ১৪,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত পবিত্র কৈলাশ কুণ্ড পর্বতমালা এবং সংলগ্ন চ্যাটারগলা বাইপাস এলাকা নতুন বরফের চাদরে ঢেকে গেছে।মঙ্গলবার উচ্চ পার্বত্য শৃঙ্গগুলিতে দফায় দফায় তুষারপাতের ফলে গোটা এলাকা এক অপরূপ শ্বেতশুভ্র রূপ ধারণ করেছে। এই তাজা তুষারপাতের ফলে পার্বত্য অঞ্চল-সহ সংলগ্ন সমতলে তাপমাত্রার পারদ উল্লেখযোগ্যভাবে নেমে গেছে। হঠাৎ আবহাওয়া ঠান্ডা হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা গরম পোশাক বের করতে শুরু করেছেন। একদিকে তীব্র ঠান্ডার প্রকোপ বাড়লেও, অপরূপ এই তুষারাবৃত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পর্যটকদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হচ্ছে বলে জানি।

নয়ডাঃনির্মীয়মান ভবনে কাঁচ লাগাতে গিয়ে পঞ্চম তলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নয়ড়া, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃউত্তর প্রদেশের নয়ডায় নির্মীয়মান ভবনে কাজ করার সময় মৃত্যু এক শ্রমিকের। ঘটনাটি ঘটেছে থানা এক্সপ্রেসওয়ের অন্তর্গত সেক্টর ১২৯-এলাকায়। একটি নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময়, পঞ্চম তলায় কাঁচ লাগাতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে নিচে পড়ে মৃত্যু এক শ্রমিকের। মঙ্গলবার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, মৃতের নাম নারদ কুমার (২৭)। সে বিহারের বেগুসরাইয়ের বাসিন্দা। পেশার খাতিরে সে নয়ড়ায় থাকত।মঙ্গলবার ওই পুলিশ আধিকারিক আরও জানান, সোমবার সন্ধ্যায় নারদ সেক্টর ১২৯-এর পারাস অ্যাভিনিউ নামক একটি ভবনে কাঁচের কাজ করছিল। কাঁচ লাগানোর সময় সে ভারসাম্য হারিয়ে পঞ্চম তলা থেকে পড়ে যায় এবং উপর থেকে তার উপর কাঁচ এসে পড়ে। গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সুন্দরবনে জলবায়ু-সহনশীল জীবিকা গড়তে নারী নেতৃত্বাধীন নতুন প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর ঃজলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সু ন্দরবনের মানুষের জীবন জীবিকা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে।বিশেষ করে সু ঃদরবনের মহিলাদের জীবিকা, আয় ও স্বাস্থ্য নানা ঝুঁকির মুখে পড়তে হচছে। এই পরিস্থিতিতে সুন্দরবনের মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় সক্ষম করে তুলতে চালু হলো একটি নতুন উদ্যোগ। ' নারী নেতৃত্বাধীন জলবায়ু-সহনশীল জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প'-এর মাধ্যমে গোসাবা ব্লকের দুটি গ্রামে ১৫০ জন মহিলাকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিকল্প ও জলবায়ু-সহনশীল জীবিকার সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে সাচি ওয়াটার্স এবং সহযোগিতায় করে এইচ পি সি এল। গোসাবা ব্লকের চাঁদিপুর ও হেতালবাড়ি-এই দুটি গ্রামকে প্রকল্পের আওতায় নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল পরিবেশ, জীবিকা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বিত এবং জলবায়ু-স্মার্ট উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি মহিলাদের নেতৃত্বে সমষ্টিগত উদ্যোগ গড়ে তোলা।প্রকল্প সূত্রে জানা গিয়েছে, সুন্দরবনের মহিলাদের জীবিকা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে। ঘনঘন বন্যা, সীমিত জীবিকার সুযোগ, কম আয়, ভূমিহীনতা বা প্রান্তিক কৃষক পরিবারের উপর নির্ভরশীলতা-এই সমস্ত সমস্যার কারণে বহু মহিলা আর্থিকভাবে পিছিয়ে রয়েছেন।সেই

কারণে জলবায়ু-সহনশীল জীবিকা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাঁদের কারিগরি দক্ষতা বাড়ানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।প্রকল্পের আওতায় মোট সাতটি জীবিকা ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে কম্পোস্টযোগ্য স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরি ও বাজার জাতকরণ, সৌরশক্তি চালিত সবজি শুকানো ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ,ঔষধি ও ভেষজ উদ্ভিদ চাষ, মাড ক্র্যাব চাষ ও মোটাতাজাকরণ, ম্যানগ্রোভ নার্সারি তৈরি ও রোপণ পদ্ধতি, মৌমাছি পালন এবং টেরাকোটা কাটলারি ও পরিবেশবান্ধব সামগ্রী তৈরি। প্রতিটি প্রশিক্ষণ ট্র্যাকে প্রায় ৩০ জন করে মহিলা প্রশিক্ষণ নেন।প্রকল্প বাস্তবায়নে কয়েকটি বিশেষ নীতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাজার সমীক্ষা এবং মহিলাদের আগ্রহের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণ করা হয়।পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গেমোকাবিলা করতে সক্ষম জীবিকা, বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ, ক্রেতা নেটওয়ার্ক ও ন্যায্য মূল্যের বাজার তৈরির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।গোসাবারচাঁদিপুরে দুদিনের এই কর্মশালায় গ্রামভিত্তিক কমিউনিটি মিটিং এবং ইনসেপশন ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছিল।সেখানে উপকারভোগী মহিলা, স্থানীয় কমিউনিটি নেতা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা জানেন। এর মাধ্যমে প্রকল্প সম্পর্কে স্বচ্ছতা তৈরি, স্থানীয় মানুষের মতামত যাচাই এবং প্রশিক্ষণ ও উদ্যোগে কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়।কর্মশালার শেষে দুটি গ্রামের চূড়ান্ত ১৫০ জন উপকারভোগীর তালিকা, সাতটি আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত এলআইজি স্বাক্ষরিত কমিউনিটি চুক্তি এবং প্রশিক্ষণের সময়সূচি তৈরি করা হয়।পাশাপাশি অংশীজনদের মতামত-সহ একটি মোবিলাইজেশন রিপোর্টও প্রস্তুত করা হয়।প্রকল্পের সময়রেখা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকল্পের সূচনা ও ইনসেপশন ওয়ার্কশপের পাশাপাশি কমিউনিটি মোবিলাইজেশন এবং গ্রামভিত্তিক সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত চলবে বিভিন্ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ। এরপর মার্চ ২০২৭-এ প্রকল্পের সমাপ্তি পর্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের শংসাপত্র প্রদান এবং স্বনির্ভর উদ্যোগ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সুন্দরবনের মতো জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মহিলাদের নিজস্ব দক্ষতা ও স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি করাই এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। এর ফলে একদিকে যেমন মহিলাদের আয় ও স্বনির্ভরতার সুযোগ তৈরি হতে পারে, অন্যদিকে পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু সহনশীল উদ্যোগের মাধ্যমে সু ন্দরবনের স্থানীয় অর্থনীতিতেও নতুন সম্ভাবনা তৈরি হওয়ার লক্ষ্য রয়েছে।

আমেরিকায় মেগা বিনিয়োগ এসারের, আইওয়াতে তৈরি হচ্ছে সুবিশাল ইস্পাত কারখানাঃট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঐতিহাসিক বিনিয়োগর ঘোষণা করল ভারতীয় বহুজাতিক সংস্থা এসার গ্রুপ। তাদের সহযোগী সংস্থা 'মেসাবি মেটালিক্স'-এর মাধ্যমে দেশটিতে মোট ১,৮০০ কোটি মার্কিন ডলার (প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডলার) বিনিয়োগ করতে চলেছে সংস্থাটি। সোমবার হোয়াইট হাউসে দাঁড়িয়ে স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই মেগা প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন।এই বিপুল বিনিয়োগের একটি সিংহভাগ অংশ দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া অঙ্গরাজ্যে একটি সর্বাধুনিক ও সুবিশাল ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলা হবে। স্থানীয় শিল্প ও উৎপাদনকে চাঙ্গা করতে ট্রাম্প প্রশাসনের ' মেক ইন আমেরিকা' নীতির আওতায় এটি হতে চলেছে অন্যতম বৃহ বিদেশি বিনিযগে।হোয়াইট হাউসের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মেসাবি মেটালিক্সের চেয়ারম্যান রেওয়ান্ত রুইয়া। ট্রাম্পের শিল্পনীতির ভূয়সী প্রশংসা করে রুইয়া বলেন, আমেরিকায় পণ্য উৎপাদনের গুরুত্ব ও ঐতিহ্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আইওয়াতে এই নতুন স্টিল কমপ্লেক্স গড়ে তোলার মাধ্যমে আমরা খনি থেকে মিল পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি আমেরিকান সাপ্লাই চেইন তৈরি করতে সক্ষম হব।শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠীর এই নজিরবিহীন বিনিয়োগ আমেরিকায় হাজার হাজার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি দেশটির নিজস্ব ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এটি ভারত ও আমেরিকার মধ্যে কৌশলগত অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে।

উত্তরকাশীর কালিন্দী থেকে নিরাপদে উদ্ধার ১৯ জন ট্রেকার

দেহরাদূন, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃউত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলার কালিন্দী খাল ট্রেক অঞ্চলে আটকে পড়া ট্রেকারদের নিরাপদে উদ্ধার করার জন্য মঙ্গলবার সকালে আবারও উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। জানা গেছে, এখানে আটকে পড়া ১৯ জন ট্রেকারকেই নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। এসডিআরএফ-সহ বিভিন্ন উদ্ধারকারী সংস্থা যৌথ অভিযান চালিয়ে নিরাপদে ট্রেকারদের হর্ষিল হেলিপ্যাডে নিয়ে আসে।জানা গেছে, মঙ্গলবার উদ্ধার অভিযানে বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করা হয় কালিন্দী খাল এলাকা থেকে। এই নিয়ে এই অঞ্চলে আটকে পড়া মোট ১৯ জন ট্রেকারকেই উদ্ধার করা হয়েছে। ১৯ জনকে হেলিকপ্টারে করে নিরাপদে হর্ষিল হেলিপ্যাডে পৌঁছে দেওয়া হয়।উল্লেখ্য, উত্তরকাশীর উচ্চ হিমালয় অঞ্চলে ট্রেকিং করতে গিয়ে ১৩৭ জন আটকে পড়েছিলেন। এদের মধ্যে সোমবার ৪০ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছিল। বাকি ৪০ জন তাঁদের যাত্রা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বাকিদের নিরাপদে উদ্ধারের জন্য মঙ্গলবার পুনরায় অভিযান শুরু হয়। তার মধ্যে কালিন্দী খাল ট্রেক অঞ্চলে আটকে পড়া সকল ট্রেকারকেই উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

দিল্লি উদ্যোগ মিত্র পোর্টালের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃমুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা সোমবার দিল্লি সচিবালয়ে 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর অধীনে ' দিল্লি উদ্যোগ মিত্র পোর্টাল'-এর সূচনা করেছেন। ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত এই পোর্টালে ২১টি বিভাগের ১০০টিরও বেশি পরিষেবা এখন একটি একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাবে। এই উপলক্ষে দিল্লির শিল্পমন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসাও উপস্থিত ছিলেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন উদ্যোক্তারা প্রয়োজনীয় অনুমতি, আবেদনের স্থিতি (স্ট্যাটাস) এবং প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যও এক জায়গাতেই পাবেন। 'ইজ অফ ডুইং বিজনেস'-কে বাস্তবে রূপ দিয়ে.আমাদের সরকার দিল্লিকে ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য আরও সহজ ও সুগম করে তুলছে।

রবি মরসুমে সারের কোনও ঘাটতি নেই, খাদ্যশস্য উৎপাদনে নতুন লক্ষ্যের ঘোষণা কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ রবি মরসুমের শুরুতে দেশে সারের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং কোনও ধরনের সারের ঘাটতি হবে না বলে আশ্বস্ত করলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। সেই সঙ্গে ২০২৬-২৭ রবি মরসুমের খাদ্যশস্য উপাদনের লক্ষ্যমাত্রাও ঘোষণা করেন তিনি।মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী জানান, চলতি রবি মরসুমের শুরুতে দেশের কাছে উদ্বোধনী মজুত হিসেবে ১৬৩ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি সার মজুত রয়েছে। গত বছর রবি মরসুমের শুরুতে এই মজুত ছিল প্রায়.১২২ লক্ষ মেট্রিক টন। ফলে গত বছরের তুলনায় মজুত অনেকটাই বেশি থাকায় কৃষকদের সার নিয়ে কোনও সমস্যায় পড়তে হবে না।খাদ্যশস্য উৎপাদনের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের রবি মরসুমে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৬২.৬০ মিলিয়ন টন। তবে প্রকৃত

উৎপাদন সেই লক্ষ্যমাত্রাকে ছাপিয়ে রেকর্ড ৩৭৬.৫৬ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছিল। তিনি আরও জানান, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে এল নিনোর সম্ভাব্য প্রভাব ও বিরূপ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কথা মাথায় রেখেও খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩৭৩ মিলিয়ন টন নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনে কৃষকদের প্রয়োজনীয় বীজ, সার ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্র পুরোপুরি প্রস্তুত বলে জানান তিনি।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ একটি দিন হবে। আপনি দ্রুত আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবেন এবং প্রবল আত্মবিশ্বাস অনুভব করবেন।
বৃষঃ আজকে আপনি উসাহ ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকবেন। আপনার মজা করতে আর নিজের সঙ্গে সঙ্গে বাকিদের মনোরঞ্জন করারও ইচ্ছে হবে। সংসারে শান্তি
মিথুনঃ আপনি সম্ভবত বিশাল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করবেন, সম্ভবত কোনও বেসরকারি উদ্যোগ থেকে। আজকের দিনটি কোষাধ্যক্ষ, মহাজন ও খুচরো ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই লাভজনক হবে। সাফল্য।
কর্কটঃআজকে আপনি কিসে স্বস্তি পান, তা খুঁজে বার করতে চাইবেন এবং সেভাবেই দিন কাটাতে সময় যাবে। সম্ভবত আপনি আপনার নিকট বন্ধুদের সঙ্গে দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাবেন। শুভদিন হবে
সিংহ ঃ গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
কন্যাঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে
তুলাঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে।
বৃশ্চিকঃ তেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কোলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ধনুঃ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে। আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার ফল মোটামুটি স্বাভাবিক হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে।
মকরঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা কিছু নতুন সুযোগের দরজা খুলে দেবে। সংসারে শান্তি হবে।
কুম্ভঃ ে আজকে আপনি কাঙ্খিত বস্তু পাওয়ার জন্য নিজের সীমা পার করে যাবেন। বিহারের যোগ হবে।
মীনঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য সংবেদনশীলতা ও সহমর্মিতার। সংসারে শান্তি ফিরতে পারে আজ। সন্তান হতে পারে আজকে।শুভদিন

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আপাতত আগামী চার-পাঁচ দিন ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় সামান্য হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এমনিতে রোদ ঝলমলে আবহাওয়া থাকবে রাজ্যে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী ৫ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে গরম সামান্য বাড়বে।মঙ্গলবার সকাল থেকেই দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় রোদ ঝলমলে আকাশ দেখা যাবে। অবশ্য দিনের কোনও কোনও সময় মেঘলা হতে পারে আকাশ। এমনকী কোথাও কোথাও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। যদিও সেই বর্ষণের তেমন একটা দাপট থাকবে না। মোটামুটি আগামী ৪ থেকে ৫ দিন আবহাওয়া এমনই থাকবে। ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় নেই। যদিও বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ থাকবে বেশি। যার জন্য গরম লাগবে। কলকাতার আকাশেও রোদের দেখা মিলবে। ঝলমল করবে আকাশ। কিন্তু কোনও কোনও সময় আকাশে মেঘের দেখা মিলতে পারে। এমনকী স্থানীয়ভাবে অল্প বৃষ্টিও হতে পারে। যদিও বাতাসে আর্দ্রতা থাকবে বেশি। যে কারণে অস্বস্তিকর গরম বজায় থাকবে।এদিকে, আগামী চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। তবে পাহাড়ি জেলাগুলির মধ্যে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ির দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য হালকা বৃষ্টি হতে পারে। পূর্বাভাস অনুযায়ী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জেলাগুলিতে কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টি হতে পারে। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস,সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৭ শতাংশ শতকরা এবং ৫২ শতাংশ শতকরা হতে পারে আজকে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৪০মিনিট এবংরাত ১১টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ২৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩৫মিনিটে হতে পারে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

কর্পোরেট সংস্থা - রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক সরকারের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পে কর্পোরেট সংস্থাগুলির অংশগ্রহণ বাড়াতে রাজ্য সরকার আগামী কাল বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসছে। একাধিক মন্ত্রী, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল এবং রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তাদের কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন সিবিলিটি (সিএসআর) খাতে রাজ্যে প্রায় ১৭৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এই অঙ্ক উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর লক্ষ্যেই শিল্প ও কর্পোরেট সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় বাড়াতে এই বৈঠকের আয়োজন বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

ডিজে নিয়ে কড়া বারুইপুর পুলিশ

বারুইপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর ঢাকে কাঠি প।ার আগেই ডিজে ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কড়া বার্তা দিল বারুইপুর পুলিশ জেলা। মঙ্গলবার বারুইপুরের সোনারতরী কমপ্লেক্সে ডেকোরেটার সংস্থা, সোনার দোকানের ব্যবসায়ী এবং পেট্রোল পাম্পের মালিকদের নিয়ে বৈঠক করে পুলিশ। সেখানেই স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়, শব্দদূষণ সংক্রান্ত নিয়ম অমান্য করে ডিজে ব্যবহার করলে সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটির বিরুদ্ধে যেমন ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তেমনই ডিজে ভাড়া দেওয়া ব্যক্তি বা সংস্থাকেও আইনি পদক্ষেপের মুখে পড়তে হবে। পুজোর মরশুমে মণ্ডপে ডিজে বা উচ্চ শব্দের যন্ত্র ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ে। সেই পরিস্থিতিতে উসবের আনন্দের নামে যাতে সাধারণ মানুষের সমস্যা না হয়, সে বিষয়ে পুজো কমিটি গুলিকে সতর্ক করেছে পুলিশ।

শহর ও শহরতলী

ছাগলের গলায় সুদীপ্ত-নির্মলের ছবি, মেডিক্যাল কাউন্সিলের দফতরের সামনে বিজেপিপন্থী চিকিৎসকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ চিকিসক নিয়োগের অভিযোগকে কেঃদ্র করে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি এবং চিকিসক মহল। মঙ্গলবার সল্টলেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলের দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি-মনোভাবাপন্ন চিকিসকদের একাংশ। সরকারি এবং বেসরকারি, দুই ক্ষেত্রের চিকিসকরাই এই বিক্ষোভে যোগ দেন। তাঁদের মূল দাবি, রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতি সুদীপ্ত রায় এবং সহ-সভাপতি সুশান্ত রায়কে পদত্যাগ করতে হবে। বিক্ষোভ চলাকালীন কাউন্সিলের প্রাক্তন সভাপতি নির্মল মাজির বিরুদ্ধেও স্লোগান দেন আঃেদালনকারীরা। এমনকি দফতরের সামনে দু'টি ছাগলের গলায় সুদীপ্ত রায় এবং নির্মল মাজির ছবি ঝুলিয়ে প্রতিবাদ জানাতেও দেখা যায় তাঁদের। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, রাজ্যে ভুয়ো চিকিসকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পিছনে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের বর্তমান ও প্রাক্তন কর্তাদের ভূমিকা রয়েছে। তাঁদের দাবি, কাউন্সিলের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা যথাযথভাবে সক্রিয় হলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভুয়ো চিকিসকদের এ ভাবে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ তৈরি হত না। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতি সুদীপ্ত রায়। ২০২২ সাল থেকে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন সুদীপ্ত রায়। তাঁর আগে ২০১৩ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল মাজি। এই দুই সময়কালের দায়িত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন মঙ্গলবারের বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের অভিযোগের কেঃদ্র রয়েছেন সুদীপ্ত রায়, সুশান্ত রায় এবং নির্মল মাজি। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, কাউন্সিলের নথিভুক্তির প্রক্রিয়ায় আরও কঠোর নজরদারি থাকলে ' চিকিসকদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ সামনে আসত না। ইতিমধ্যে পাঁচ জন চিকিসকের বিরুদ্ধে ' চিকিসক হিসেবে

অভিযোগ দায়ের হয়েছে বিধাননগর দক্ষিণ থানায়। সম্প্রতি শেখ ইউনুস হাসান, উত্তম মাইতি, হাফিজুর হালদার, জুলফিকার মণ্ডল এবং সাইদুল হকের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে বলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। সেই বিজ্ঞপ্তিকে ঘিরেই নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায়, জুলফিকার মণ্ডল এবং সাইদুল হকের রেজিস্ট্রেশন নম্বর একই। দু'জনের ক্ষেত্রেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ৩৬৪৪২। একই রেজিস্ট্রেশন নম্বর কীভাবে দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিক্ষোভকারীরা। এই ঘটনার পর রাজ্যে চিকিসকদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া নিয়ে আরও বিস্তৃত যাচাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে স্বাস্থ্যভবন সূত্রের খবর। ২০১০ সাল থেকে যাঁরা ভিন্নরাজ্যের মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশনের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন, তাঁদের নথিপত্র ফের যাচাই করা হচ্ছে। রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল সূত্রের খবর, এই সংখ্যাটি অন্তত ছ'হাজার। ফলে আগামী দিনে আরও কোনও অনিয়ম সামনে আসে কি না, তা নিয়েও নজর রয়েছে। মঙ্গলবারের বিক্ষোভে চিকিসক মহলের একাধিক পরিচিত মুখ উপস্থিত ছিলেন। অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট হসপিটাল অ্যান্ড নার্সিংহোমের সম্পাদক রাজীব পাণ্ডে, রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলে বিজেপি সরকার মনোনীত সদস্য কল্যাণাশীষ মুখোপাধ্যায় এবং মৃন্ময় অধিকারী বিক্ষোভস্থলে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন গোপীবল্লভপুরের প্রাক্তন বিধায়ক খগেন মাহাতো, যিনি বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। সরকারি চিকিসকদের পক্ষ থেকেও কয়েকজন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন চিকিসক সোমনাথ ভট্টাচার্য এবং আরজি করের মেডিক্যাল অফিসার তাপস প্রামাণিক। বিক্ষোভের পাশাপাশি স্বাস্থ্যভবনে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। চিকিসকদের অভিযোগ, ' চিকিসকদের চিহ্নিত করা এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন। বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন চিকিসক রাজীব পাণ্ডে এবং চিকিসক কমলেশ বিশ্বাস। তাঁদের বক্তব্য, চিকিসকদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট নন।

তবে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সভাপতি সুদীপ্ত রায়। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই অভিযোগ ওঠা পাঁচ জন চিকিসকের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে। অর্থা বিষয়টি নিয়ে কাউন্সিল কোনও নিষ্ক্রিয়তা দেখাচ্ছে না বলেই তাঁর দাবি। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, গত দশ বছরে ভিন্নরাজ্য থেকে চিকিসাবিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে এ রাজ্যে রেজিস্ট্রেশন করানো চিকিসকদের নথিও খতিয়ে দেখা হবে। সেই যাচাইয়ের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কোনও অনিয়ম ধরা পড়ে কি না, সেটিই এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ' চিকিসক নিয়ে অভিযোগের জেরে একদিকে যেমন চিকিসকদের একাংশ কাউন্সিলের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন, অন্যদিকে কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই কয়েকটি রেজিস্ট্রেশন বাতিল এবং নথি যাচাইয়ের উদ্যোগের কথা জানানো হয়েছে। ফলে এই বিতর্কের পরবর্তী পর্যায়ে ছ'হাজারেরও বেশি চিকিসকের নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়া থেকে কী তথ্য সামনে আসে, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে চিকিসক মহল থেকে সাধারণ মানুষের।

পূর্ব রেল আরও তিনটি পূজা স্পেশাল ট্রেন চালাবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯শে সেপ্টেম্বরঃ আসন্ন দুর্গাপূজা, দীপাবলি ও ছট পূজার সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে পূর্ব রেল শিয়ালদহ ও খুরদা রোড, শিয়ালদহ ও বিশাখাপত্তনম এবং মালদা টাউন ও হরিদ্বারের মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।০৩১০১ শিয়ালদহ - খুরদা রোড স্পেশাল ট্রেনটি ১৭.১০.২০২৬ থেকে ২৮.১১.২০২৬ পর্যন্ত (৭টি ট্রিপ) প্রতি শনিবার রাত ২৩.৩৪ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে ছেড়ে পরের দিন সকাল ০৮.২০ মিনিটে খুরদা রোডে পৌঁছাবে এবং ০৩১০২ খুরদা রোড - শিয়ালদহ স্পেশাল ট্রেনটি বিকেল ১৬৪০ মিনিটে খুরদা রোড থেকে ছাড়বে। ১৮.১০.২০২৬ থেকে ২৯.১১.২০২৬ পর্যন্ত প্রতি রবিবার (৭টি ট্রিপ) ট্রেনটি পরের দিন ০২.০০ ঘটিকায় শিয়ালদহ পৌঁছাবে। ট্রেনটিতে জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস, স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা থাকবে। ০৩১০৩ শিয়ালদহ - বিশাখাপত্তনম স্পেশাল ট্রেনটি ১৬.১০.২০২৬ থেকে ২৭.১১.২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার (৭টি ট্রিপ) ২৩.৫০ ঘটিকায় শিয়ালদহ থেকে ছেড়ে পরের দিন ১৭.১৫ ঘটিকায় বিশাখাপত্তনম পৌঁছাবে এবং ০৩১০৪ বিশাখাপত্তনম - শিয়ালদহ স্পেশাল ট্রেনটি ১৭.১০.২০২৬ থেকে ২৮.১১.২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শনিবার (৭টি ট্রিপ) ২০.১০ ঘটিকায় বিশাখাপত্তনম থেকে ছেড়ে পরের দিন ১২.৩০ ঘটিকায় শিয়ালদহ পৌঁছাবে। ট্রেনটিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা থাকবে।০৩৪৩৭ মালদা টাউন - হরিদ্বার স্পেশাল ট্রেনটি ১৭.১০.২০২৬ থেকে ২৮.১১.২০২৬ পর্যন্ত (৭টি ট্রিপ) প্রতি শনিবার সকাল ১০.০০ টায় মালদা টাউন থেকে ছেড়ে পরের দিন বিকাল ৫.০০ টায় হরিদ্বার পৌঁছাবে এবং ০৩৪৩৮ হরিদ্বার - মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেনটি ১৮.১০.২০২৬ থেকে ২৯.১১.২০২৬ পর্যন্ত (৭টি ট্রিপ) প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৬.৪৫ টায় হরিদ্বার থেকে ছেড়ে পরের দিন রাত ১১.৫৫ টায় মালদা টাউন পৌঁছাবে। পূর্ব রেলওয়ের আওতাধীন এলাকায় উভয় দিকে যাওয়ার পথে ট্রেনটি নিউ ফারাক্কা, বারহারওযা, সাহেবগঞ্জ, কাহালগাঁও, ভাগলপুর, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর এবং অভয়পুর স্টেশনে থামবে। ট্রেনটিতে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা থাকবে। উপরোক্ত বিশেষ ট্রেনগুলোর বুকিংয়ের তারিখ শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং. ২১৭_২০২৬-২৭ তারিখ ২৫.০৯.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১। কর্তৃক সেচ/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস বা যেকোনো পাবলিক সেক্টর উদ্যোগে নিবন্ধিত ব্যক্তিসহ অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ-[সিনি.ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধিক্ষত্রে]। **এনআইটি নং. ২১৭_২০২৬-২৭।** কাজের বিবরণ হাওড়া ডিভিশন - সেস মেরামতের কাজ -মোট ২৭০৭০২ কিউবিক মিটার - এইএন/লিলুয়া-এর অধীনে এবং সিনি.ডিইএন/১/হাওড়-এর এখতিয়ারভুক্ত নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে - এসএইচই - ভিএসইউ এসএল ৩৭.০০০ - ৩৮.৫৬৩ = ৯৪০০ কিউবিক মিটার, ৩৯.৫০০ - ৪৪.০৫০ = ২৭৩০০ কিউবিক মিটার, ৪৬.২০০ - ৫০.৫০০ = ২৫৮০০ কিউবিক মিটার, ৫১.১৫০ - ৫২.২৫০ = ৬৬০০ কিউবিক মিটার, ৫৪.৫০০ - ৫৫.৩০০ = ৪৮০০ কিউবিক মিটার, ৫৬.৪০০ - ৫৭.৪০০ = ৬০০০ কিউবিক মিটার, ৬১.২০০ - ৬১.৯২০ = ৪৩২০ কিউবিক মিটার, ৬২.৪০০ - ৬৪.৮৭৩ = ১৪৮৫০ কিউবিক মিটার, ১০৬.০০০ - ১০৬.৯০০ = ৫০০০ কিউবিক মিটার, ৩৭.০০০ - ৩৮.৫৬৩ = ৯৩৭৮ কিউবিক মিটার, ৩৯.০৩৩ - ৪১.৩৬৬ = ১৩৯৯৮ কিউবিক মিটার, ৪২.০০০ - ৪৭.৫১৪ = ৩৩০৮৪ কিউবিক মিটার, ৪৮.০৫০ - ৪১.৪৫৭ = ২০৪৪২ কিউবিক মিটার, ৫১.৫৪৮ - ৫৮.৬১০ = ৪২৩৭২ কিউবিক মিটার, ৬০.১৯৪ - ৬২.০৩১ = ১১০২২ কিউবিক মিটার, ৬২.৪৯৩ - ৬৪.৮৭৩ = ১৪২৮০ কিউবিক মিটার, ৬২.৪৯৩-৬৪.৮৭৩ = ২২০৫৬ কিউবিক মিটার। **আনুমানিক খরচঃ** ₹ ৮,৮৫,৫৮,০২৫.২০; **বায়না অর্থ(টাকা)ঃ** ₹ ১৭,৭১,২০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য; **সমাপ্তির মেয়াদ ১২(বারো)ঃ** মাস। নোটিশ আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমাপ্তির তারিখটি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনটি টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজ পরবর্তী কার্যদিবসে করা হবে। **টেন্ডারের শেষ তারিখ ও সময়ঃ** ০৭.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি-এর অর্থ প্রদান - বায়না টাকা জমার অর্থ প্রদান [ইএমডি] এবং টেন্ডার ডকুমেন্টের মূল্য [টিডিসি] ই.টেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নেট ব্যাংকিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-358/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ডোমজুড়ে বেপরোয়া লরির তাণ্ডব

সুমন আদক, হাওড়া, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ ডোমজুড়ের বাঁকড়ায় বেপরোয়া লরির তাণ্ডব, মৃত্যু পথচারীর। আহত একাধিক, আঘাত গাড়িতে ভাঙচুর ক্ষুব্ধ জনতার। সোমবার রাতে হাওড়া-আমতা রোডে বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা ওই লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক পথচারীর। গুরুতর দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একাধিক জন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় ডোমজুড় থানার বাঁকড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে লোহার ছাঁট বোঝাই ওই লরি বাঁকড়া থেকে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের দিকে যাচ্ছিল। অভিযোগ, দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় জাপানি গেট, বাঁকড়া বাজার ও কবরপাড়া এলাকার রাস্তায় একের পর এক পথচারীকে ধাক্কা মারে লরিটি। এরপর কবরপাড়া মোড়ের কাছে একটি বালিবোঝাই লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা মেরে দাঁড়িয়ে যায় সেটি। দুর্ঘটনায় এক পথচারীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরপর পথচারীদের ধাক্কা মারার ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘাতক লরিটিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি গাড়িটিতে ভাঙচুর চালান উত্তেজিত জনতা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডোমজুড় থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ।

Government of West Bengal
Irrigation & Waterways Directorate

EOI. No. 2/EE/MDD-I/2026-27

EOI. No. 2/EE/MDD-I/2026-27 under MDD-I is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible bonafied contractors for 1 (One) No. work related to Supplying installation of custom made full modular kitchen at 1st floor of Irrigation Bungalow at SALT LAKE.

Details of EOI and documents may be downloaded from https://iwd.wb.gov.in on and from 30/09/2026 at 10:00 Hrs. and last date and time of application of EOI 08/10/2026 upto 15:00 Hrs.

Sd/-
Executive Engineer
Metropolitan Drainage Division No.-I.
Jalasampad Bhavan, 4th Floor, Kol. -91

Government of West Bengal
Irrigation & Waterways Directorate

EOI. No. 3/EE/MDD-I/2026-27

EOI. No. 3/EE/MDD-I/2026-27 under MDD-I is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible bonafied contractors for 1 (One) No. work related to Supply of kitchen utensil, mattress, linen, pillow, blanket, window curtain, carpet etc. at Irrigation Bungalow at SALT LAKE.

Details of EOI and documents may be downloaded from https://iwd.wb.gov.in on and from 30/09/2026 at 10:00 Hrs. and last date and time of application of EOI 08/10/2026 upto 15:00 Hrs.

Sd/-
Executive Engineer
Metropolitan Drainage Division No.-I.
Jalasampad Bhavan, 4th Floor, Kol. -91

লোকোমাতা রানী রাসমনির ২৩৩ তম শুভ জন্ম বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার লবিতে তার পটচিত্রের উপর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন , দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের ট্রাস্টি কাম সেক্রেটারি কুশল চৌধুরী এবং বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সৌমেন্দ্রনাথ দাস ও বিধানসভার বিধায়ক এবং আধিকারিকবৃন্দদ। ছবি সুবল সাহা

সারথি' প্রকল্পের শুভ সূচনা হাওড়ায়, পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানে জোর মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ 'সারথি প্রকল্পের শুভ সূচনা হাওড়ায়, পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানে জোর মুখ্যমন্ত্রীর। সাইকেলের মান যাচাইয়ে ত্রিস্তরীয় পরীক্ষা, বাংলাতেই আগামী দিনে কারখানা গড়ার পরিকল্পনা। পড়ুয়াদের হাতে উন্নত মানের সাইকেল তুলে দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যেই সাইকেল উপাদনের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগী হচ্ছে সরকার। মঙ্গলবার হাওড়ার ব্যাঁটরার মধুসূদন পাল চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে রাজ্য সরকারের সাইকেল বিতরণ কর্মসূচি 'সারথি' সূচনা করে এমনই পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, আগে সাইকেলের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পাঞ্জাবের জলন্ধর থেকে এনে রাজ্যে সেগুলি সংযোজন করা হতো। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গেই সাইকেল তৈরির কারখানা গড়ে তুলতে আগ্রহী সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনীয় জমি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে রাজ্যে উপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হতে পারে। নতুন প্রকল্পে সাইকেলের গুণগত মান নিশ্চিত করতে ত্রিস্তরীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, খারাপ রাস্তা দিয়েও যাতে পড়ুয়ারা নিরাপদে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে পারে, সেই বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। সাইকেলে উন্নত মানের টায়ার ও উপযুক্ত আলো ব্যবহারের উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। এদিন পূর্ববর্তী সরকারের ' প্রকল্পের নাম ও লোগো পরিবর্তন করে ' প্রকল্প চালুর ঘোষণা করা হয়। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে রাজ্যের সরকারি ও সরকার-পোষিত বিদ্যালয়ের ১২ লক্ষ ৫৯ হাজার পড়ুয়ার হাতে

সাইকেল তুলে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির জন্য প্রায় ৫০৮ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানানো হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম শ্রেণির বদলে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়ারাও এই সুবিধা পাবে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দাবি করেন, সাইকেল সরবরাহের পুরনো ব্যবস্থায় অনিয়মের অবকাশ ছিল। তাঁর অভিযোগ, আগের ব্যবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয়দের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সাইকেল সংযোজনের কাজ করতেন। বর্তমান সরকার সেই ব্যবস্থা বন্ধ করেছে বলে দাবি করেন তিনি। এদিন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, প।ুয়াদের মোবাইল থেকে কমপক্ষে ক্লাস টুয়েল্‌ভ পর্যন্ত দূরে থাকা উচিত। আগে ইলেভেনের ছাত্রদের দশ হাজার টাকা করে দিত ট্যাবের জন্য। আমরা ভালো ট্যাবলেটের জন্য দশ হাজার এক্সট্রা দিয়ে.দেব, ওতে কোনও অসুবিধা নেই, কিন্তু অবশ্যই তা এডুকেশন ওরিয়েন্টে ড হওয়া.উচিত। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আজ যে 'সারথি' প্রকল্পে সাইকেল ডিস্ট্রিবিউশন হলো এটা আগের সরকারের আমলে পাঞ্জাবের জলন্ধর থেকে সব ইউনিট এখানে আসত। কিন্তু এখানে তার অ্যাসেম্বল কে করত আপনারা জানেন ? চিফ মিনিস্টারের ভাইপো এবং তার আত্মীয় পবন অরোরা, অঙ্কুশ অরোরা। আমরা এসব বন্ধ করে দিয়েছি। চুরি হবে না, চুরি করতে দেব না। প্রসঙ্গতঃ পড়ুয়াদের নিরাপদ যাতায়াত, সাইকেলের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং রাজ্যে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিকে সামনে রেখেই এদিন ' প্রকল্পের সূচনা হল হাওড়া থেকে।

স্বচ্ছতাই সেবা ও স্বচ্ছতা পক্ষ-২০২৬

কলকাতা, ২৯শে সেপ্টেম্বর ঃ ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত পালিত স্বচ্ছতাই সেবা-২০২৬-এর অংশ হিসেবে, দক্ষিণ পূর্ব রেল তার এখতিয়ারভুক্ত এলাকা জুড়ে পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। স্বচ্ছতা সে সমৃদ্ধি এই মূলভাবের অধীনে, বিভাগগুলি সক্রিয়ভাবে পরিচ্ছন্নতা, স্থায়িত্ব এবং জন অংশগ্রহণকে উসাহিত করছে।২৮.০৯.২০২৬ তারিখে, খড়গপুর বিভাগ বিভিন্ন রেললাইনে ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করে। কাবাড় সে কাবাড় সে কালা উদ্যোগটির মূল লক্ষ্য ছিল পুরনো সিগন্যালিং সরঞ্জাম, কোচের যন্ত্রাংশ এবং ধাতব বর্জ্যসহ রেলের বাতিল জিনিসপত্রকে দরকারী সামগ্রী এবং সৃজনশীল স্থাপনায় রূপান্তরিত করা। রামরাজাতলা, গোকুলপুর, টিকিয়াপাড়া, সাঁতরাগাছি, আবাদা, শালিমার রেলওয়ে কলোনি, হলদিপাড়া, আন্দুল, মৌরিগ্রাম এবং দিঘা স্টেশনে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছিল।২৮.০৯.২০২৬ তারিখে, আদ্রা ডিভিশন পুরুলিয়া, জয়চণ্ডী পাহাড়, আদ্রা টেলিকম এক্সচেঞ্জ, বিষ্ণুপুর টেলিকম সাইট এবং আনারা টেলিকম সাইটে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে। রেলকর্মী, ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি, জল সংরক্ষণ, বৃষ্টির জল সংগ্রহ এবং পরিবেশগত সচেতনতা প্রচারের এই উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন।রাঁচি ডিভিশন ২৮.০৯.২০২৬ তারিখে বিভিন্ন স্টেশনে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল রেল চত্বর জুড়ে পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি এবং সম্মিলিত দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও তার প্রচার করা। খড়গপুর ডিভিশন ২৮.০৯.২০২৬ তারিখে রেল প্ল্যাটফর্ম এবং চত্বর জুড়ে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে। এই উদ্যোগটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর রেল পরিবেশ বজায় রাখা এবং একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও অধিক টেকসই রেল পরিবেশ গড়ে তোলার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর আলোকপাত করেছে। এই উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং দায়িত্বশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি তার অঙ্গীকারকে আরও জোরদার করছে। রেলকর্মী, শিক্ষার্থী এবং অংশীজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্মিলিত দায়িত্ববোধের বার্তাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে একটি প্রধান অবৈধ পারাপারের স্থান সফলভাবে বন্ধ করা হলো

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ বর্ধিত নিরাপত্তা এবং নিরাপদ রেল পরিচালনার লক্ষ্যে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে, পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে স্টেশন প্রাঙ্গণের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত অবৈধ পারাপারের স্থান সফলভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। পূর্ব রেলের সাধারণ প্রবন্ধক শ্রীমতী গীতিকা পান্ডের নেতৃত্ব ও নির্দেশনায়, এই গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা মাইলফলকটি এমন একটি দীর্ঘদিনের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানকে দূর করেছে যা সাধারণ মানুষ অননুমোদিতভাবে রেললাইন পারাপারের জন্য ঘন ঘন ব্যবহার করতো যা জীবন, ট্রেন চলাচল, যাত্রী, রেলকর্মী এবং সাধারণ জনগণের জন্য গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করছিল। যদিও রেলকর্মীদের দ্বারা এই অননুমোদিত পথটি বন্ধ করার আগের কয়েকটি প্রচেষ্টা স্থানীয় জনগণের তীব্র প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের কারণে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি, তবুও এই স্থানটিকে এখন নিরাপদ করা হয়েছে। শিয়ালদহ বিভাগের বিভাগীয় রেলওয়ে প্রবন্ধক শ্রী রাজীব সাক্সেনার নেতৃত্বে, অননুমোদিত প্রবেশ স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে উক্ত স্থানটিতে একটি শক্তিশালী ব্যারিকেড ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। সক্রিয় প্রচেষ্টা, আরপিএফ আধিকারিকদের সাহায্য ও সমন্বয়ের পাশাপাশি অননুমোদিত পারাপার রোধে উপযুক্ত ব্যারিকেড ব্যবস্থার মাধ্যমে এই বন্ধ করার কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই দীর্ঘদিনের বকেয়া নিরাপত্তা সমস্যাটি সমাধানের জন্য স্থানীয় চ্যালেঞ্জগুলো অতিক্রম করার এই নিবেদিত প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এই উদ্যোগের ফলাফল তুলে ধরে পূর্ব রেলের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন,দীর্ঘদিনের এই অবৈধ পারাপারের স্থানটির সফল সমাপ্তি কাঁচড়াপাড়া স্টেশন এলাকার নিরাপত্তার অভিমুখে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। বিপজ্জনকভাবে রেললাইন পারাপার বন্ধ করার মাধ্যমে, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সার্বিক যাত্রীদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে এবং দৈনিক নিত্যযাত্রীদের জন্য ট্রেন ভ্রমণকে আরও নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ ও সুবিধাজনক করে তুলবে।

আলিপুরদুয়ারের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প সাধারনের জন্যে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ বাঘ ছাড়ার সরকারি অনুষ্ঠানের কর্মসূচী থাকায় পর্যটকদের সুরক্ষায় রাজ্য সরকার আগামীকাল থেকে চারদিন উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প সাধারনের জন্যে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সময়ে ব্যাঘ্র প্রকল্পের কোথাও পর্যটকরা প্রবেশ এবং রাত্রিবাস করতে পারবেন না বলে বন দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। শনিবার পর্যন্ত জিপসি সাফারিও বন্ধ থাকবে। পাশাপাশি জয়ন্তী এলাকায় বসবাসকারীদের বনছায়া বস্তিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ থেকে একটি বাঘিনীকে এনে আগামী শুক্রবার আনুষ্ঠানিক ভাবে তাকে বক্সায় ছাড়ার কথা। বাঘের জন্যে তৈরি করা হয়েছে এনক্লোজার।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Br-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

1) NIT No.: KMC/EE-III/31/8/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Uregent repairing of concrete, IPS passage and footpath at 2C, 17 Motilal Basak Lane P56 CIT Scheme VI M Jogodyan Lane and different location in Ward No.-031 before Puja Festival.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **₹ 2,00,392.00.** Earnest Money : **₹ 4,050.00.** Period of Completion: **30 Days.**

2) NIT No.: KMC/EE-III/34/17/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of IPS passage & footpath at 1/H/8/1 R. B. Road, 82D R. R. M. Road, 18 Barwaritala Road, Chaulpatty Road & different location in Ward No.-034 disturbed by CESC.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **₹ 2,80,007.00.** Earnest Money : **₹ 5,700.00.** Period of Completion: **45 Days.**

3) NIT No.: KMC/EE-III/33/11/26-27/US (1st Call)
Name of the work: **Repairing of Uttaran sanitary latrine at 70, 91, 106 B. M. Road, 4 R. M. M. G. Lane and surrounding area in Ward No.-033.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **₹ 2,98,862.00.** Earnest Money : **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

4) NIT No.: KMC/EE(C)-III/29/5/26-27/US (1st Call)
Name of the work: **Supplying fitting and fixing PIT cover at 6/H/2, 10/H/3 etc. K. B. 1st Lane, 15/H/31, 15/H/37, 95 etc. N. N. Road, 3/48, 3/13 N. M. Road and others Uttaran places in Ward No.-29.** Estimated Cost : **₹ 1,63,778.00.** Earnest Money : **₹ 3,500.00.** Period of Completion: **30 Days.**

5) NIT No.: KMC/EE-III/32/9/26-27
Name of the work: **Repairing of footpath at P-67, P-75 CIT Scheme VIIM and their surrounding areas in Ward No.-32.** Estimated Cost : **₹ 2,99,635.00.** Earnest Money : **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

6) NIT No.: KMC/EE-III/014/10/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of passage at 38/H/3, 1/1D, Satin Sen Sarani and its surrounding areas in Ward No.-14 excavated by W. S. Deptt.** Estimated Cost : **₹ 2,99,063.00.** Earnest Money : **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid : **07.10.2026 upto 12 noon (for Sl. No. 1 to 3), 08.10.2026 upto 12 noon (for Sl. No. 4)** and **09.10.2026 upto 12 noon (for Sl. No. 5 & 6).** Date and Time of opening of Bid : **09.10.2026 after 12 noon (for Sl. No. 1 to 3)** and **12.10.2026 on or after 12 noon (for Sl. No. 4 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **29.09.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 6).** The website : **https://wbetender.nic.in (for Sl. No. 1 to 3), https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 4 & 5)** and **https://wbetenders.gov.in (for Sl. No. 6).**

The Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/019/06/2026-2027/UTTARAN (3rd Call)
Name of the work: **Repairing of Uttaran IP., paver block surface at 127, 143/6, M. D. Road, 17, 10, Beniatola St., 6 Ramdhan Khan Lane, 18, 20, NB St., 5 NB Lane etc. in Ward No.-19.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **₹ 1,54,631.22.** Earnest Money : **₹ 3,100.00.** Period of Completion: **45 Days.**

2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/015/07/2026-2027/UTTARAN
Name of the work: **Repairing of Uttaran Toilet and Privies at 242, 243 APC Road, 3, 5 NBM Road, 4/1 HZ Lane etc. in Ward No.-15.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **₹ 2,93,907.83.** Earnest Money : **₹ 5,900.00.** Period of Completion: **60 Days.**

3) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/015/08/2026-2027
Name of the work: **Providing and fixing MH Cover, GP Cover, CP Cover inspection PIT Cover according to requirement as and when required within 24 hours in Ward No.-15.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **₹ 2,25,000.00.** Earnest Money : **₹ 4,500.00.** Period of Completion: **180 Days.**

4) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/019/011/2026-2027
Name of the work: **Providing and fixing MH Cover, GP Cover, CP Cover inspection PIT Cover according to requirement as and when required within 24 hours in Ward No.-19.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **₹ 2,25,000.00.** Earnest Money : **₹ 4,500.00.** Period of Completion: **180 Days.** Last date and time of submission of Bid : **09.10.2026 upto 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 4).** Bid will be opened on : **12.10.2026 at 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details will be available on and from **29.09.2026 at 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 4).** The website : **https://wbetenders.gov.in (for Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil), Br-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/025/26-27/UTTARAN
Name of the work: **Improvement of C. C. Road at Bye Lane of Jadav Ghosh Road slum area near Pre No.-125C/2 in Ward No.-126.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **₹ 2,97,582.20.** Earnest Money : **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid : **09.10.2026 - 12 noon.** The Tender will be opened on : **12.10.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details will be available on and from: **01.10.2026 - 5 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XV/133/011/2026-2027/R (2nd Call)
Name of the work: **Painting of Kerb Channel & repairing of paver block footpath with allied works at both side of Paharpur Road and T. G. Road in Ward No.-133, Br.-XV.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **₹ 2,96,784.60.** Earnest Money : **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **90 Days.** Last date and time of submission of Bid : **12.10.2026 - 11 a.m.** Date and Time of opening of tender : **14.10.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from: **30.09.2026 - 5 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in.**

549/26-27

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩০০ সংখ্যা, বুধবার, ১২ আশ্বিন, ১৪৩৩

নবদ্বীপে রানি রাসমণি

নবদ্বীপের বুকে লুকিয়ে থাকা রানি রাসমণির অজানা ইতিহাস! নবদ্বীপের গোকুলানন্দ ঘাট রোডের এক প্রাচীন প্রাসাদোপম স্থাপনা আজও নীরবে বহন করে চলেছে বাংলার ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়। সময়ের প্রবল স্রোত, অবহেলা আর পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকমাতা রানি রাসমণির কাছারি বাড়ি-যেখানে একদিন পরিচালিত হতো বিশাল জমিদারির প্রশাসনিক কার্যক্রম, আর যার প্রতিটি ইট যেন অতীতের অগণিত স্মৃতির কথা বলে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নদিয়ার সিংহাসনে ছিলেন মহারাজ গিরীশচন্দ্র, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র। ধর্মকর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধনায় অধিক মনোযোগী হওয়ায় রাজকার্যের ভার পড়ে রাজকর্মচারীদের ওপর। কিন্তু সেই অব্যবস্থাপনার ফলেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে বকেয়া খাজনা জমা পড়েনি। পরিণতিতে নিলামে বিক্রি হয়ে যায় নদিয়ারাজের উখড়া পরগনা। উখড়ার উত্তরাংশ প্রথমে কিনে নেন কলকাতার নবাগত জমিদার মধুসূদন সান্যাল, আর দক্ষিণাংশের মালিক হন কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সে সময় নবদ্বীপ ছিল উত্তর উখড়ার অন্তর্গত। কিন্তু মধুসূদন সান্যাল দীর্ঘদিন সেই জমিদারি রাখতে পারেননি। অবশেষে ১৮৫২ সালে তিনি তা বিক্রি করেন লোকমাতা রানি রাসমণির কাছে। এদিকে নদিয়ার সিংহাসনে তখন মহারাজ শ্রীচন্দ্র। নবদ্বীপকে পুনরায় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি আন্তরিক উদ্যোগ নিলেও সফল হননি। ফলে নবদ্বীপ স্থায়ীভাবে রানি রাসমণির জমিদারির অংশ হয়ে যায়। ইতিহাসের এই ঘটনাই নবদ্বীপের সঙ্গে রানি রাসমণির সম্পর্ককে আরও গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। জমিদারি পরিচালনার সুবিধার্থে রানি রাসমণি নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেন একটি কাছারি বাড়ি। এখান থেকেই পরিচালিত হতো রাজস্ব আদায়, জমিদারির প্রশাসন এবং প্রজাদের নানা কাজ। আজও যে ঘাটটি 'রানির ঘাট' নামে পরিচিত, প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী নবদ্বীপে এলে সেখানেই স্নান করতেন রানি রাসমণি। তাঁর নামেই ঘাটটির নামকরণ হয়। কাছারি বাড়ির অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে রাধাগোবিন্দ জিউ ও গৌরাঙ্গ জিউর মন্দির। একসময় গঙ্গার শাখা 'ছাড়া গঙ্গা' পর্যন্ত নৌকায় এসে রানি রাসমণি কিংবা তাঁর জামাতা মথুরনাথ বিশ্বাস এই ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে কাছারি বাড়িতে প্রবেশ করতেন বলে স্থানীয় জনশ্রুতি রয়েছে। আশির দশক পর্যন্ত এই কাছারি বাড়িতে নিয়মিত প্রশাসনিক কাজ চলত। শেষ সক্রিয় তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বৃন্দাবন গোস্বামী। তাঁর মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে যায় এই ঐতিহাসিক কর্মচঞ্চল কাছারি। আজ সেখানে কেবল কয়েকটি ভাড়াটিয়া পরিবার বাস করেন; কিন্তু ইতিহাস যেন এখনও নিঃশব্দে শ্বাস নেয় সেই প্রাচীন প্রাঙ্গণে। স্থানীয় ইতিহাসবিদ ও প্রবীণদের মতে, রানি রাসমণির সঙ্গে নবদ্বীপের সম্পর্ক শুধুমাত্র জমিদারির নয়-এটি ছিল ধর্ম, সমাজসেবা ও মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। তাই এই ঐতিহাসিক কাছারি বাড়ি এবং রানির ঘাটের যথাযথ সংরক্ষণের দাবি তুলছেন অনেকেই। নিঃশব্দ এই কাছারি বাড়ি আজও যেন অপেক্ষা করে-কেউ আবার ফিরে দেখুক বাংলার সেই গৌরবময় ইতিহাস, যেখানে লোকমাতা রানি রাসমণির পদচিহ্ন আজও অমলিন। রানি রাসমণি যেখানেই ধর্মীয় স্থান দেখেছেন তা কিনে নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। নবদ্বীপ তখন বাংলার ইতিহাসে বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। এখনও তাই আছে। দেশ বিদেশ থেকে বহু তীর্থযাত্রীরা নবদ্বীপ বেড়াতে আসে। সেই কারণে রানী রাসমণি একটি নবদ্বীপে মন্দির তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি রানি রাসমণির আস্থা ছিল। তিনি চৈতন্যদেবকে দেবতা বলে মনে করতেন।

গানই যার জীবন

হেড মাস্টার ক্লাস রুমে ঢুকে জানতে চাইলেন কারা গান করছিল। সবাই চুপ,ধীরে ধীরে কিশোরটি দাঁড়িয়ে বলল, আমি স্যার। সহকারী প্রধান শিক্ষক রেজিস্টার খাতা বের লাল কালি দিয়ে দুটো কি তিনটে খাতা থেকে কিশোরটির নাম কেটে দিয়ে বললেন, যাও এবার থেকে গান গেয়ে বেড়াও। সেই সিদ্ধান্ত সবাই হতবাক, কিশোরটির বন্ধুদের একজন চলে গেল সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাছে বলল, আমরা সবাই অন্যায় করেছি তাহলে আমাদের সবাইকে তাড়ান। শুধু কেন ওকে শাস্তি দিচ্ছেন? উনি বললেন গেট আউট। সেদিন অফ পিরিয়ড,ক্লাস রুমে একটু হৈ চৈ, গানের কোরাসে কেউ কেউ গাইছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী কিশোরটিও গান করছিল। মুহূর্তে বদলে গেল ক্লাস রুমের আবহ। একেবারে পিন ড্রপ সাইলেন্স। বিখ্যাত স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক অসন্তুষ্ট ঘোর। মনখারাপ করে সেদিনের কিশোরটি বাড়ি ফিরে এল। স্কুলে হাফ ফ্রীতে পড়ে। তাঁর বাবা একজন খুব সাধারণ বেতনের কর্মচারী। মনে মনে কিশোরটি ভাবছে সত্যি কথা বলায় তাঁকে এত বড় শাস্তি পেতে হল। খুব মনখারাপ হয়ে যাচ্ছে। বাড়ি ফিরে মা জননী পুত্রের পিঠে স্নেহময় হাত রাখতেই কেঁদে ফেলল কিশোরটি। সেদিনের সেই কিশোর পরবর্তী জীবনে কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন,তিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। স্কুলের ঘটনা জেনে বাবা হেমন্তকে একটু বকাবকি করে বললেন, ,ক্লাসে বসে গান করবে ঠিক নয়,অন্যায় তাঁর হয়েছে। কিন্তু এর জন্য এত বড় শাস্তি,ছেলেটা যে তিন মাস পরে ম্যাট্রিক দেবে। ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে উদ্বিগ্ন পিতা ছুটে গিয়েছিলেন প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কাছে। বুঝিয়ে বললেন, তিনি সামান্য মাইনের চাকরি করেন, ছেলেটার একটা বছর নষ্ট হয়ে যাবে। এবারটা ওকে মাপ করে দিন। প্রধানশিক্ষক মহাশয় অবশ্য সব শুনে সহানুভূতিশীল হলেন, হেমন্তের পিতাকে বললেন, তিনি শাস্তি দেননি সহকারী প্রধানশিক্ষক শাস্তিটা দিয়েছেন তাঁকে বুঝিয়ে বলুক। শেষ পর্যন্ত নরম হন সহকারী হেডমাস্টার।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

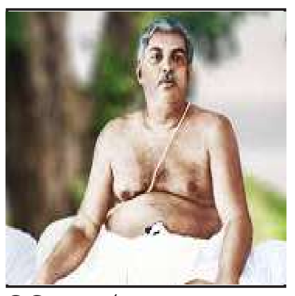

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলেন যে মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি সংগ্রহ করতে হবে।ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ভগবান সবাইকে যখন পাঠিয়েছেন তখন সবার খাদ্য দিয়েই পাঠিয়েছেন। কাজ দিয়েই পাঠিয়েছেন। কারোর খাবার কেউই নিতে পারে না। সবাই যে যার কাপলে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। বাই যে যার কপালে কাজ গ্রহণ করে থাকে। কেউই কারোর খাদ্য এবং কাজ কেড়ে নিতে পারে না। মা ভবতারিণীর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। তাকে পুজো করতে হবে। তার শক্তিকে বিশ্বাস করতে হবে। তবেই সবাই বড় হতে পারবে। মায়ের আর্শির্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। মা জগতকে ধারন করে থাকেন। জগতের শ্রীবৃদ্ধি করে থাকেন মা ভবতারিণী। তিনি শক্তিদাত্রী। তিনি ভক্তিদাত্রী। তিনি সবার মঙ্গল করেন। তিনি জ্ঞানদায়িনী। তিনি উজ্জ্বলময়ী মা। তিনি ভক্তিমতী মা। তিনি শ্রদ্ধাশীলা মা ভবতারিণী। তিনি সবার শুভ কামনা করে থাকেন। সবাই যাতে ভালোভাবে থাকতে পারে এবং খেতে পরতে পারে সেটা দেখভাল করেন। তিনি চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন না। তিনি ব সময়ে চোখ খুলে রাখেন। জগতে রক্ষা করতে হবে।

মহালয়া'র বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের আক্ষেপ

অলোকরঞ্জন চৌধুরী

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের বহু অজানা কাহিনি। ১৯৭৬ সাল। আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন চিরাচরিত 'মহিষাসুরমর্দিনী' বীরেন্দ্রকৃষ্ণর বদলে উত্তমকুমারকে দিয়ে করাবেন। তাঁদের গোপন বৈঠকে বাদ পড়লেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। এই নতুন উদ্যোগ ঘুণাক্ষরেও টের পাননি বীরেনদা। পরিবর্তিত 'মহিষাসুরমর্দিনী'র স্ক্রিপ্ট লিখেছিলেন ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। ভদ্রলোক ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের বিভাগীয় প্রধান। নির্দিষ্ট দিনে রেডিয়োয় বাজল নতুন অনুষ্ঠান 'দেবীং দুর্গতিহারিণীম্'। এবং চূড়ান্ত ফ্লপ।

সমালোচনার ঝড় উঠল। বেতার অফিস ভাঙচুর হল। অফিসের সামনে লোকে গালিগালাজ করতে লাগল। অনেকের এমনও মনে হয়েছিল যে মহালয়ার পুণ্য প্রভাত কলুষিত হল! এ বার বুঝি অমঙ্গল কিছু ঘটবে!

উত্তমকুমার কিন্তু এ দায়িত্ব নিতে চাননি। তিনি বীরেনদার কাছে গিয়ে তাঁর অস্বস্তি ও অযোগ্যতার কথাও বলেছিলেন। বীরেনদা অবশ্য তাঁকে আশ্বস্ত করে উৎসাহই দিয়েছিলেন। সম্প্রচারের দিন খাটে বসে ছেলের সঙ্গে মন দিয়ে বীরেনদা শুনেছিলেন উত্তমকুমারের মহালয়া। সবটা শোনার পরে বীরেনদা নাকি শুধু এটুকুই বলেছিলেন, লোকে যদি নেয় নিক। এ কথা শুনেছি বীরেনদার পুত্র প্রদ্যোৎকুমারের কাছে।

বেতার কর্তৃপক্ষ একেবারে গোপনে বীরেনদাকে কিছু না জানিয়ে এই নতুন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করায় খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, ওরা একবার আমায় জানালোও না। আমি কি নতুন কিছুকে কোনও দিন বাধা দিয়েছি?

বহু মানুষের চাহিদায় সে বছরই ষষ্ঠীর দিন আবার বীরেন্দ্রকৃষ্ণর মহিষাসুরমর্দিনী সম্প্রচার করা হয়। আশ্চর্যের কথা হল, এই সম্প্রচার হবে শুনে অভিমান, ক্ষোভ সব ভুলে বীরেনদা কাজে নেমে পড়েছিলেন।

প্রথম দিকে টেপরেকর্ডিং করা অনুষ্ঠানের চল হয়নি। আকাশ বাণী-তে সব অনুষ্ঠানই হত লাইভ। 'মহিষাসুরমর্দিনী'তে যাঁরা অংশ নিতেন তাঁরা অনেকেই আগে মহড়ার জন্য চলে আসতেন বেতারে। মহড়ার অবসরে চলত চা-পান, রঙ্গরসিকতা। একবার হয়েছে কী, যথারীতি কেউ আড় হয়ে শুয়ে পড়েছেন, তো কেউ বা ঘুরছেন এদিক-সেদিক। বাণীকুমার বসে আছেন রেকর্ডিং-এ।

ও দিনের আগে ভাষ্য অংশ পাঠ করা হত স্বাভাবিক কথ্যভঙ্গিতে। সুরে নয়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর নিজস্ব ধারায় চণ্ডীপাঠ করছিলেন সুরেলা কণ্ঠে। হঠাৎই অলস রসিকতার ছলে বাংলা ভাষ্যটিও স্তোত্রের সুরের অনুকরণে বলতে শুরু করলেন। তাতে চারিদিকে বেশ একটা মৃদু হাসির ভাব জাগল। ...কিন্তু বাণীকুমার দ্রুত রেকর্ডিং রুম থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, আরে আরে থামলে কেন? বেশ তো হচ্ছিল! হোক! হোক না ওই ভাবেই...। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ হেসে বললেন, আরে না না একটু মজা করছিলাম! কিন্তু বাণীকুমার গভীর আগ্রহ নিয়ে বললেন,মোটেই না! দারুণ হচ্ছিল! ওইভাবেই আবার করো তো।দ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ আবার শুরু করলেন, দেবী প্রসন্ন হলেন...। স্টাফ আর্টিস্ট হয়েই অবসর নিয়েছিলেন বীরেনদা। পেনশন জোটেনি। আসলে আখের গোছানোর কথা কখনও তো ভাবেননি। অবসরের পরে, শেষ পর্যন্ত 'মহাভারতের কথা' বলার জন্য ক'টা টাকা পেতেন। ক্রমশ স্মৃতিভ্রংশ হয়ে আসছিল। তাতে অস্বস্তিতে পড়ছিলেন তখনকার প্রোগ্রাম অফিসার। সেই অনুষ্ঠানও আর করানো গেল না! তখন অর্থাভাব মেটাতে পাড়ায় পাড়ায় অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে বেড়াতে লাগলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সেখান থেকেও যে বেশি কিছু পেতেন, তা'ও নয়। সামান্য কিছু জুটত।

বড় অভিমান ছিল তাঁর। মুখে কিছু বলতেন না, আমি বুঝতাম কেন এই অভিমান। আকাশবাণীর এমেরিটাস প্রোডিউসার-এর মতো সম্মাননার পদ জোটেনি তাঁর। বলতে গেলে কিছুই মেলেনি, না কোনও সরকারি খেতাব, না পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ। মিলেছে তো কেবল গুচ্ছের চাদর আর উত্তরীয়!

রেডিয়ো-র মস্ত দায় বয়ে বেড়িয়েছেন চাকরির শেষ দিন পর্যন্ত। অথচ এমন মানুষকেও কী ভাবে যে বারবার অপমানের মুখে পড়তে হয়েছে! একবারের কথা বলি। অবসর নেওয়ার পর রেডিও-য় কী একটা কাজে এসেছিলেন বীরেনদা। ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলেন। সিংহ নামের একজন সিকিউরিটি গার্ড বীরেনদার কাছে 'পাস' চেয়ে বসল। সেদিন মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল ওঁর, থরথর করে কাঁপছিলেন, ফর্সা চেহারায় শিরাগুলো দপদপ করছিল।

কেবলই চিৎকার করে বলছিলেন, জন্ম দিয়েছি রেডিওকে আমি! জন্ম দিয়েছি! আমিই জন্ম দিয়েছি! আমার কাছে পাস চাইছ? পাস? মনে হচ্ছিল এ শুধু চিৎকার করে ক্ষোভ উগরে দেওয়া নয়, এর গভীরে কি লুকিয়ে আছে কান্নাও? দৃশ্যটা আজও কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারি না।

আকাশবাণী-তে বীরেনদা একটা ঘোরানো চেয়ারে বসতেন। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ আমায় সেই চেয়ারটাই ব্যবহার করতে বলেছিল। শুনে আঁতকে উঠেছিলাম। অসম্ভব! এ আমি কিছুতেই পারব না। কোনও ভাবেই রাজি হইনি। তখন অন্য চেয়ার এসেছিল। আর কী আশ্চর্য দেখুন, কালে কালে কিংবদন্তি ওই মানুষটির স্মৃতি জড়ানো সেই চেয়ারটির ঠাঁই হল আকাশবাণী-র অন্ধকার স্টোররুমে!

অবসরের পরেও বীরেনদাকে দেখেছি আকাশবাণী-তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কাজ নেই....এ ঘর...ও ঘর করছেন। বড় মায়া ছিল যে বাড়িটির প্রতি! বীরেনদাকে ও ভাবে ঘুরতে দেখে আমার কেবলই মনে হত, এ কি সেই জলসাঘর-এর বিশ্বম্ভর রায়? ক্রমক্ষীয়মাণ জামিদারি জমানার শেষ প্রতিভূ! নিজের সাম্রাজ্যকে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। হারানো দিনগুলো ফিরে পেতে চাইছেন। নিজেদের পরিবার নিয়ে খুব গর্ব ছিল বীরেনদার। জন্মেছিলেন ১৯০৫-এর ৪ অগস্ট। কলকাতার আহিরীটোলায়। বলতেন, আমরা ছিলুম সুন্দর চেহারার পরিবার। আমাদের চেহারা যেমন চমৎকার ছিল, রংও ছিল টকটকে ফর্সা। বাবা সুন্দর মুখ পছন্দ করতেন। আমার বন্ধুদের মধ্যে ভাল চেহারা যাদের, তাদের ডেকে নিয়ে কথা বলতেন। যাদের চেহারা অন্যরকম, তাদের দিকে ফিরেও চাইতেন না।

৭ অগস্ট। ১৯৪১। রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন। রেডিয়োয় সে বার অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটালেন বীরেনদা। পুরো শোকযাত্রা শ্রোতাদের ধারাবিবরণী দিয়ে শোনালেন তিনি। তারই কিছু অংশ এখানে না বলে পারছি না। বীরেনদা বলছেন, ঠাকুরবাড়িতে বেশিক্ষণ শবদেহ রাখার রীতি নেই, বিশেষত মধ্যাহ্নে যিনি প্রয়াণ করেছেন বিকেলের মধ্যে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করতেই হবে। সংবাদ সংগ্রহ করতে করতে আমরাও নিমতলা শ্মশানে এসে হাজির। ও পারে দূরের ওই নীলাকাশে অস্তগামী সূর্য শেষ বিদায়ের ক্ষণে পশ্চিম দিগন্তে ছড়িয়ে দিল অগ্নিবর্ণ রক্তিম আভা, আর এপারে এই পৃথিবীর বুকে বহ্নিমান চিতার লেলিহান অগ্নিশিখায় পঞ্চভূতে বিলীন হল এক মহপ্রাণের পূত-পবিত্র শরীর। রবি গেল অস্তাচলে...।

একই ভাবে উত্তমকুমারের মৃত্যুরও শোকযাত্রার ধারাবিবরণী দিয়েছিলেন তিনি। শ্রোতা চোখের জলের বাঁধ ভেঙে পড়েছিল সেই ধারাভাষ্যে। বীরেনদার এই ধারাবিবরণীর কথা যখন উঠলই, স্টেপলটন সাহেবের জমানার কথায় ফিরে যাই। তিনি তখন রেডিয়োর বড় কর্তা। বীরেন্দ্রকৃষ্ণর ক্ষমতার ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তো একবার তিনি বললেন, দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের ধারাবিবরণী দিতে হবে। তো কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। কিন্তু এই ধারাবিবরণী দিতে গিয়ে প্রথমে বেশ বিপদে পড়ে ছিলেন বীরেনদা। তাকেও কী ভাবে বুদ্ধি করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে ছিলেন সে এক গল্প। শোনা যাক, বীরেনদার মুখেই। তিনি বলছেন, সাজসরঞ্জাম যন্ত্রপাতি নিয়ে আমাকে গঙ্গার ঘাটে যেখানে বসিয়ে দেওয়া হল, সেখান দিয়ে একটা ঠাকুরও যায় না। মাইক ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে ঠাকুর দেখে আসব। আবার ফিরে মাইকে এসে বলব এমন তো হয় না! শেষকালে ভাবলাম, লোকে তো শুনছে, দেখছে না কিছু। আরম্ভ করে দিলাম, ওই ঠাকুর আসছে...চমৎকার ডাকের সাজ...এমনি সব বলে বানিয়ে প্রতিমা বানিয়ে বিসর্জনের বর্ণনা করতে লাগলাম।

প্রতিটি মানুষের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে। যেমন মায়ের গায়ের গন্ধ,। সেই গন্ধ কাছে এলে মনে হয়, এটা আমার পরম আশ্রয়ের জায়গা। আকাশবাণী স্টুডিয়োতে মাঝে মাঝে একটা গন্ধ পেতাম।

ঠনঠনিয়াতে বহু বনেদি পুজোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'চন্দ্র বাড়ি'

দেবাশিস সমাজদার

বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজো- শ্যামলধন দত্ত বাড়ীর পুজো। আপনাদের জানিয়েছি যে, বাংলার রাজা আদিশূরের আমন্ত্রণে সুদূর কনৌজ থেকে যে পাঁচজন কায়স্থ বাংলায় এসেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম পুরুষোত্তম দত্ত। দত্ত চৌধুরী পরিবারের আদি পুরুষ হলেন এই পুরুষোত্তম দত্ত। তার অধস্তন পুরুষ বালির তেকড়ি দত্তকেই এই পরিবারের আদি পুরুষ বলে থাকেন। তারপর ক্রমান্বয়ে বংশ বিস্তারের ফলে নানা কারণে এই দত্ত চৌধুরী পরিবার নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

এদের মধ্যে কলকাতার নিমতলার মদন মোহন দত্তের পরিবার, হাটখোলার দত্ত পরিবার, বলরাম দে স্ট্রীটের দত্ত পরিবার অন্যতম। প্রতিটি পরিবারেই দুর্গাপুজো হয়ে থাকে। তবে সব বাড়ীতেই যে সাড়ম্বরে পুজো হয় তা নয়। তার পেছনে নানা কারণ আছে। ওসব কথা থাক। আমরা বরং পুজো নিয়ে গল্প করি।

এর আগে কয়েকটি বনেদী পরিবারের পুজোর কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। আজ বলবো গিরিশ পার্ক মেট্রো স্টেশনের খুব কাছেই অবস্থিত বলরাম দে স্ট্রীটের পুজোর কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। এই বাড়ীর পুজো শুরু করেন সেকালের নামকরা আইনজীবী শ্যামলধন দত্ত। তিনি হাটখোলার দত্তের বাড়ীর সন্তান। পরবর্তী কালে আইন ব্যবসায় নাম করে যাওয়ায় এবং সেই সূত্রে প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে যাওয়ায়, তিনি এই বাড়ীটি কেনেন। বাড়ীটি ১৫৯ নং বলরাম দে স্ট্রীটে অবস্থিত। অনেকটা জায়গা নিয়ে এই বিশাল বাড়ী। বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করলেই চোখে পড়বে বেশ বড়সড় উঠোন। আর চার দিকে দোতলা বাড়ি। একতলায় দক্ষিণ মুখী ঠাকুরদালান। সেখানেই হয় দুর্গাপুজো সেই ১৮৮২ সাল থেকে। সে বছর তার ছোটো মেয়ে রাজলক্ষ্মীর কোল আলো করে আসে তার নাতি। সেই আনন্দেই শুরু করেন দুর্গাপুজো। যা আজও অব্যাহত। এই বছর এই বাড়ীর পুজো ১৪৩ বছরে পদার্পন করলো। এ বাড়ীতে উল্টোরথের দিন কাঠামো পুজো হয়। জন্মাষ্টমীতে খড়ের ওপর প্রথম মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। প্রতিমা তৈরী হয় বাড়ীর ঠাকুরদালানে।

এ বাড়ীর প্রতিমার চালচিত্র একটু অন্যরকম। মাতৃমূর্তির পেছনে যে চালচিত্র থাকে তার তিনটি চূড়া থাকে। এটাকে বলা হয় মঠচৌরী চালচিত্র। দর্জিপাড়ার মিত্র বাড়ীতেও এই ধরণের চালচিত্র দেখা যায়। দুর্গামূর্তির পাশে ছোটো কুঠুরিতে থাকে মহাদেব ও রামের ছোটো মূর্তি। দুর্গার সিংহের মুখটা অনেকটা ঘোড়ার মতন দেখতে। সব মূর্তিকেই সোনার অলঙ্কারে সাজানো হয়। আর সবার হাতেই থাকে রূপোর অস্ত্র। এই মূর্তির আর একটি বৈশিষ্ট হলো মাকে আলাদা করে কাপড় পরানো হয় না, তার পরিবর্তে মাটি দিয়েই কাপড়ের আদলটা আনা হয়। আগে কৃষ্ণনগর থেকে প্রতিমা শিল্পীরা আসতেন ঠাকুর তৈরী করতে। অনেক দিন আগেই সে রীতি বন্ধ হয়ে গেছে। কৃষ্ণানবমী তিথিতে ঘট বসানো হয় এবং চণ্ডী পাঠ শুরু হয়। পুজোর আগের ১৫ দিন ধরে চলে চণ্ডী পাঠ। সপ্তমীতে নারায়ণের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে পুজো শুরু হয়। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন দিনই কুমারী পুজো ও সধবা পুজো হয়। অষ্টমীতে ধুনো পোড়ানোর রীতি চালু আছে। সন্ধিপুজোয় ১০৮ টি প্রদীপ জ্বালানো হয়।

দেবীকে মা এবং বাড়ীর মেয়ে হিসেবে পুজো করা হয়। এই বাড়ীতে অন্নভোগ দেওয়া হয়না। তাই ফল মূল, সাত রকমের মিষ্টি, তিন রকমের নোনতা পদ দেওয়া হয়ে থাকে। মিষ্টিও দেওয়া হয়।

ইম্পরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক মুগ্ধ মন্দির দেখে

অভিজিৎ ব্যানার্জি

করোনাকালে গাড়ি চেপে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে আপিস যাবার সময় রাস্তার পাশেই দেখতাম চারিদিকে গাছপালার মধ্যে মাথা উঠিয়ে থাকা এই অদ্ভুত সুন্দর মন্দিরটাকে।

আচমকা দেখলে ক্রেমলিনের প্রাসাদ বলে ভ্রম হয়। বাংলা তথা ভারতের অন্যতম সেরা স্থাপত্য হুগলী জেলার এই মন্দির। হংসেশ্বরীর মন্দির। একদিন ভিতরেও ঢুকে ঘুরে এসেছিলাম। ১৮৯৬ সালের লিস্ট অফ এনসিয়েন্ট মনুমেন্টস ইন বেঙ্গল এই মন্দির নিয়ে জানাচ্ছে " This temple...possesses architectural beauty of a very high order– and it may be considered as one of the finest Hindu temples of Bengal– if not India." ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগার জন আলেকজান্ডার চ্যাপ ম্যান সায়েব তো এই মন্দির দেখে এত মুগ্ধ হয়ে গেলেন, যে একখানা কবিতাই লিখে ফেললেন। কিছুটা বলি- "What did he doÚ
He built a temple– still
It stands and I have seen
it– but too ill
would words of mine describe it." রেভারেন্ড লং সাহেবও এই মন্দির নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন বারবার।

এই বাঁশবেড়িয়ার আদি নাম বংশবাটী। কবিরাম বিরচিত দিগবিজয়-প্রকাশ বইতে লেখা আছে এই স্থানে নাকি প্রাচীন খলাপী নদী দামদর থেকে এসে গঙ্গায় পড়ত। 'বংশবাটী প্রভৃতয়ো হুগলীমাজ্য বর্ত্ততে। খলাপি তটিনী নিত্যং বহতে বালুকাস্তরে।।' দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সুরধনী কাব্যে লিখেছেন-'পরিপাটী বংশবাটী স্থান মনোহর যেদিকে তাকাই দেখি সকলই সুন্দর!' সুধীরকুমার বিদ্যাবিনোদের লেখা হুগলী জেলার ইতিহাস বইতে পাই, বাঁশবেড়িয়া রাজপরিবার দত্তরায়দের আদি নিবাস ছিল বর্ধমানের পাটুলিতে। পরিবারটি বরাবর মুঘল সম্রাটদের বিশ্বাস ভাজন কর্মচারী হিসাবে কাজ করে এসেছে এবং ফলস্বরূপ মুঘল সম্রাট আকবরের কাছ থেকে রায় উপাধি এবং তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে মজুমদার উপাধি লাভ করে। পাটুলির দত্তরায় পরিবারের আদিপুরুষ রাঘব দত্তরায় ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে তৎকালীন সাতগাঁও-এর (বর্তমান সপ্তগ্রাম) ২১ টি পরগণার জমিদারির জায়গীর লাভ করেন। এর কিছুকাল পরে তাঁর পুত্র রামেশ্বর রায় বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্যান্য প্রায় ৩৬০ টি পরিবারকে নিয়ে এসে বংশবাটীতে বসতি স্থাপন করেন।

রামেশ্বর রায় বাঁশবেড়িয়ার জমিদার থাকাকালে গোটা বাংলা বর্গী আক্রমণে বিপর্যস্ত শ্মশানে পরিণত হয়। শোনা যায় মারাঠা শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাজা রামেশ্বর একটি বাঁশবন পরিষ্কার করে এক মাইল জায়গা জুড়ে পরিখা বেষ্টিত এক দূর্গ বানিয়েছিলেন, যা থেকে এই অঞ্চলটির নাম হয় বাঁশবেড়িয়া। দূর্গটি লোকমুখে গড়বাটী নামে প্রসিদ্ধ। রামেশ্বর রায় বাঁশবেড়িয়ায় একটি টেরাকোটার কারুকার্যখচিত বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করান, যেটি অনন্ত বাসুদেব মন্দির নামে পরিচিত এবং হংসেশ্বরী মন্দিরের পশ্চিমদিকে বর্তমান রয়েছে। এবার আসি হংসেশ্বরী মন্দিরের কথায়।

তন্ত্রমতে মানবদেহে নিঃশ্বাসের সঙ্গে 'হং' শব্দ এবং প্রশ্বাসের সময় 'সঃ' শব্দটি অবিরত উচ্চারিত হচ্ছে। একেই বলে হংস মন্ত্র বা অজপা মন্ত্র। এই মন্ত্র জপ না করলেও নিজে থেকেই প্রতিনিয়ত প্রাণবায়ুর আসা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমানে উচ্চারিত হয়ে চলেছে। তন্ত্রমতে 'হংস' স্বয়ং ভগবতী, মহাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী। হংসোপনিষদ অনুসারে, অহমিতি বীজমণ্ধ। স ইতি শক্তিঃ। সোহহমিতি কীলকমণ্ধ।' অর্থাৎ 'হং' বীজস্বরূপ, 'সঃ' শক্তিস্বরূপ, এবং 'সোহং' কীলক বা উপায়। এই মন্ত্রের সাহায্যেই হৃদয়ের অষ্টদল পদ্মের মধ্যস্থিত হংসাত্মাকে দেখা যায়। বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মূর্তিতে এই ভাবনারই প্রত্যক্ষ রূপ লক্ষ্য করা যায়।

হংসেশ্বরী মন্দিরটির নির্মান শুরু করেন রাজা রামেশ্বর রায়ের প্রপৌত্র নৃসিংহদেব রায়। ১৭৯২ সালে নৃসিংহদেব কাশী চলে যান এবং সাত বছর কাশীতে থেকে তন্ত্রচর্চা করেন ও 'উড্ডীশতন্ত্র' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এদিকে নৃসিংহদেবের পিতা গোবিন্দদেবের অকাল মৃত্যুতে জমিদারির বেশ কিছু অংশ হাতছাড়া হয়ে যায়। পরে ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিসের বদান্যতায় অপহৃত জমিদারির কিছুটা অংশ পুনরুদ্ধার করা গেলেও সম্পূর্ণটা উদ্ধার করতে হলে লন্ডনে কোর্ট অফ ডিরেক্টরের কাছে আর্জি জানাতে হত। ব্যাপারটি প্রচুর সময় ও খরচ সাপেক্ষ। কিন্তু এই সময়ে তৎকালীন রাজা । ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে নৃসিংহদেব কাশী থেকে ফিরে এসে জমিদারির মালিকানা উদ্ধারের পরিবর্তে তাঁর লন্ডন যাওয়ার উদ্দেশ্যে জমানো অর্থ দিয়ে তন্ত্রমতে একটি মন্দির স্থাপনার কথা ভাবেন। প্রপিতামহের তৈরী অনন্ত বাসুদেব মন্দিরটির ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থা দেখে তিনি ঠিক করেন পোড়ামাটির মন্দির না বানিয়ে পাথরের মন্দির বানাবেন। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৮০২ খ্রীঃ মন্দিরের কাজ অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় নৃসিংহদেব পরলোকগমন করেন। নৃসিংহদেবের প্রথম স্ত্রী সহমরণে যান। নৃসিংহদেবের দ্বিতীয় স্ত্রী রাণী শঙ্করী ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে স্বামীর অসমাপ্ত মন্দিরটির সার্থক রূপ দান করেন। শোনা যায়, মন্দির তৈরির জন্য পাথর আনা হয়েছিল উত্তর প্রদেশের চুনার থেকে এবং মন্দিরের মিস্ত্রী-কারিগরদের আনা হয়েছিল রাজস্থানের জয়পুর থেকে। মন্দিরটির স্থাপত্য-কারুকার্যে উত্তর রাজস্থানের শেখাওয়াতি হাভেলি নির্মান শৈলীর নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটি নির্মাণ করতে খরচ হয়েছিল মোট ৫ লক্ষ টাকা। মন্দিরের ফলকটিতে লেখা রয়েছে- শাকাব্দে রস বহ্নি মৈত্র গণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং।মোক্ষদ্বার চতুর্দ্দশেশ্বর সমং হংসেশ্বরী রাজিতং।। ভূপালেন নৃসিংহদেব কৃতিনারব্ধং তদাজ্ঞানুগা। তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্ম্মমে।।' (শকাব্দ ১৭৩৬।)

অর্থাৎ, চতুর্দ্দশ মোক্ষদ্বার রূপী (চতুর্দশ) শিবের সহিত হংসেশ্বরী কর্ত্তৃক বিরাজিত গৃহ এই শ্রীমন্দির যাহা কৃতী নৃসিংহদেব ভূপাল কর্ত্তৃক আরব্ধ হয় তাহা ১৭৩৬ শকাব্দে তাঁহার আজ্ঞানুগা পত্নী গুরুপাদ পদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্ম্মান করিয়াছেন।

হংসেশ্বরী মন্দিরটি দক্ষিণমুখী, উচ্চতা ৭০ ফুট। এর চারিদিকে বারান্দা ও সামনে উন্মুক্ত ইটের তৈরি বাঁধানো চত্বর রয়েছে। তন্ত্র মতে তৈরী এই পাঁচতলা মন্দিরটিতে আটকোণে ৮ টি, মধ্যস্থলে ৪ টি ও কেন্দ্রস্থলে ১ টি মিলে মোট ১৩টি মিনার বা চূড়া রয়েছে। প্রতিটি মিনারের শীর্ষভাগ মোচাকৃতি পদ্মকোরকের আদলে নির্মিত। এই মধ্যস্থলের মিনারটির নীচের তলার প্রকোষ্ঠে একটি সাদা রঙের শিবলিঙ্গ রয়েছে।

হংসেশ্বরী মন্দিরটি তান্ত্রিক সাধনার ষটচক্রভেদের তত্ত্বকে অনুসারণ করে নির্মাণ করা হয়েছে। তান্ত্রিক যোগাচার মতে মানুষের দেহে ইড়া, পিঙ্গলা, বজ্রাক্ষ, সুষুম্না ও চিত্রিণী সহ মোট পাঁচটি প্রধান নাড়ী রয়েছে, সুষুম্নাকান্ডকে কেন্দ্র করে। এই সুষুম্নাকান্ড বরাবর বিভিন্ন স্থানে ৬টি চক্র রয়েছে। এই চক্রগুলির একদম নীচের চক্রটির নাম মূলাধার চক্র যেখানে রয়েছে সর্পাকৃতি 'কুলকুণ্ডলিনী'। এই কুলকুণ্ডলিনীর একদম উপরে সহস্রারে রয়েছেন শিব অর্থাৎ ঈশ্বর। এই কুলকুণ্ডলিনীকে গুরুর দেখানো পথে যোগসাধনার মাধ্যমে জাগ্রত করে মূলাধার থেকে সহস্রারে পৌঁছে শিবের সঙ্গে মিলিত হতে পারাই একজন তন্ত্র সাধকের পরম লক্ষ্য বলে মানা হয়। তান্ত্রিক নৃসিংহদেব মানবদেহের এই কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্বকেই মন্দিরের স্থাপত্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মন্দিরের গর্ভগৃহে অর্থাৎ 'মূলাধারে' সহস্রদল পদ্মের উপরে কুণ্ডলিনী দেবী হংসেশ্বরী।

কোমাগাতামারু

বিশেষ প্রতিবেদক

ঐতিহাসিক কোমাগাতামারু হত্যাকাণ্ড পাঠক্রমে অন্তর্ভূক্তির দাবী।

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে কোমাগাতামারু হত্যা কাণ্ড অন্যতম অধ্যায়। ১৯১৪ সালে কোমাগাতামারু নামক একটি জাপানি জাহাজে অধিকাংশই পাঞ্জাবি শিখ এবং কিছু সংখ্যক হিন্দু ও মুসলিম সহ ৩৭৬ জন ভারতীয় যাত্রী কানাডা পৌঁছায়। কানাডা সরকারের তৎকালীন বর্ণবাদী ও

বৈষম্যমূলক অভিবাসন আইনে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ করায় অধিকাংশ নামতে না দিয়ে জোর করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

জাহাজ ভারতে প্রত্যাবর্তনের সময় ও বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর বজবজে এসে পৌঁছালে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের জোর করে পাঞ্জাবগামী একটি বিশেষ ট্রেনে তুলতে চায়। যাত্রীরা এতে অস্বীকৃতি জানিয়ে কলকাতার দিকে রওনা হতে গেলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী তাদের ওপর গুলি চালায়। এর ফলে ঘটনাস্থলেই ২০ জন ভারতীয় স্বাধীনতাকামী নিহত এবং বহুজন আহত হন। এই ঘটনা গদর আন্দোলনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বজবজে এক শহীদ স্তম্ভ গড়ে ওঠে। মঙ্গলবার বজবজের শহীদ স্তম্ভ প্রাঙ্গণের কর্মসূচিতে উপস্থিত হন মানবাধিকার কর্মী সুজয় দাস, সাংস্কৃতিক কর্মী কিশোর সরকার, দেবাশীষ মিত্র,বিজ্ঞান কর্মী জয়দেব দাস, বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী অমরনাথ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন হয়।

মণ্ডপ চত্বরে ফোয়ারার সঙ্গে থাকবে লেজার শো

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পুজো এবারে বালুরঘাটে বৃন্দাবনের প্রেম মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ বাঁশের কাঠামোয় তখনও চলছে শেষ মুহূর্তের কাজ। কারিগরেরা ব্যস্ত হাতে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে মন্দিরের গম্বুজ খিলান ও কারুকাজ। মণ্ডপের এক পাশে

তৈরি হচ্ছে গোবর্ধন পর্বত অন্য প্রান্তে ফুটে উঠছে কালীয় দমনের দৃশ্য। রাতের অন্ধকার নামলে সেই মণ্ডপই আলোয় বদলে যাবে বৃন্দাবনের প্রেম মন্দিরের আবহে। সঙ্গে থাকবে ফোয়ারা এবং লেজার শো। দুর্গাপুজোর আগে বালুরঘাট নিউ টাউন ক্লাব ও পল্লী পাঠাগারের মণ্ডপ ঘিরে এখন এমনই ব্যস্ততা। ৭৪ তম বর্ষে এ বার বৃন্দাবনের প্রেম মন্দিরকে সামনে রেখে মণ্ডপ তৈরি করছে নিউ টাউন ক্লাব ও পল্লী পাঠাগার। ভারত সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী এবং শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদার সভাপতি থাকা এই পুজোকে ঘিরে প্রতি বছরই শহরে আগ্রহ থাকে। উদ্যোক্তাদের দাবি এ বারও সেই আগ্রহকে মাথায় রেখে মণ্ডপ প্রতিমা এবং আলোকসজ্জায় একাধিক আকর্ষণ রাখা হচ্ছে। তবে এবারের আয়োজন শুধু বৃন্দাবনের বিখ্যাত প্রেম মন্দিরের স্থাপত্যের আদল তৈরিতে সীমাবদ্ধ থাকছে না। মণ্ডপের বিভিন্ন অংশে কৃষ্ণের গোবর্ধন লীলা এবং কালীয় দমনের দৃশ্য তুলে ধরা হবে। স্থাপত্যের সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনির দৃশ্য মিলিয়ে দর্শনার্থীদের সামনে বৃন্দাবনের একটি সামগ্রিক আবহ তৈরি করাই উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য। সন্ধ্যার পর সেই আবহ আরও জমজমাট করার পরিকল্পনা রয়েছে। মণ্ডপ চত্বরে ফোয়ারার সঙ্গে থাকবে লেজার শো। আলোর কারুকাজে ফুটিয়ে তোলা হবে প্রেম মন্দিরের রাতের রূপ। ফলে দিনের মণ্ডপ এবং রাতের মণ্ডপে দর্শনার্থীরা আলাদা অভিজ্ঞতা পাবেন বলে উদ্যোক্তাদের আশা। নিউ টাউন ক্লাব ও পল্লী পাঠাগারের পুজোর সঙ্গে সুকান্ত মজুমদারের সম্পর্ক বেশ কয়েক বছরের। সভাপতি হিসেবে পুজোর প্রস্তুতিতে তাঁর পরামর্শ থাকে বলে উদ্যোক্তাদের বক্তব্য। তাঁদের দাবি প্রতি বছরই নতুন কোনও ভাবনা নিয়ে পুজোকে সাজানোর চেষ্টা করা হয়। এ বারও বৃন্দাবনের প্রেম মন্দিরের ভাবনা এসেছে তাঁর পরামর্শেই। উদ্যোক্তাদের কথায় আমাদের সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বরাবরই পুজোর কাজে পাশে থেকেছেন। তাঁর নির্দেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী প্রতি বছর নতুন কিছু করার চেষ্টা করি। এ বারও তাঁর পরামর্শেই বৃন্দাবনের প্রেম মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। গত কয়েক বছরে এই পুজোয় রাম মন্দির, বুর্জ খলিফা এবং অপারেশন সিঁদুর এর মতো বিভিন্ন ভাবনা মণ্ডপ ও আলোকসজ্জায় তুলে ধরা হয়েছিল। এ বার সেই ধারায় সামনে এসেছে বৃন্দাবনের প্রেম মন্দির। ক্লাবের সম্পাদক অরিজিত মহন্ত বলেন, শুধু প্রেম মন্দিরের স্থাপত্যের আদল তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য নয়। দর্শনার্থীরা মণ্ডপে ঢুকে যেন বৃন্দাবনের একটি আবহ অনুভব করতে পারেন সেই ভাবনাতেই কাজ হচ্ছে। বিশেষ করে যাঁরা এখনও বৃন্দাবনে গিয়ে প্রেম মন্দির দেখার সুযোগ পাননি তাঁদের সামনে বালুরঘাটে তার একটি প্রতিরূপ তুলে ধরতে চাইছি। মণ্ডপশিল্পী বিপ্লব সরকার ওরফে বিভুর পরিকল্পনায় তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। প্রেম মন্দিরের স্থাপত্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার পাশাপাশি মণ্ডপের ভিতরে ও বাইরের অংশে কৃষ্ণের লীলাকাহিনি ফুটিয়ে তোলার কাজ চলছে। গোবর্ধন লীলা এবং কালীয় দমনের দৃশ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রতিমা তৈরি করছেন শহরের খিদিরপুর এলাকার মৃৎশিল্পী অমিত পাল। মণ্ডপের মূল ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমার সাজ ও উপস্থাপনাতেও বিশেষত্ব রাখার পরিকল্পনা রয়েছে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন জেলার ত্রিমোহিনীর আলোকশিল্পী তিলক সাহা ও তাঁর সহযোগীরা। তাঁদের আলোর কারুকাজেই রাতের মণ্ডপে ফুটে উঠবে প্রেম মন্দিরের আবহ। তার সঙ্গে ফোয়ারা ও লেজার শো যোগ হওয়ায় সন্ধ্যার পর মণ্ডপ চত্বরে দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শব্দ প্রক্ষেপণের দায়িত্বে রয়েছে জেলার বাদামাইলের মা সাউন্ড। মণ্ডপ প্রতিমা আলো ও শব্দ- চারটি দিককে মিলিয়ে পুজোর দিনগুলিতে দর্শনার্থীদের জন্য আলাদা পরিবেশ তৈরি করতে চাইছেন উদ্যোক্তারা। শুধু মণ্ডপ তৈরিই নয় দর্শনার্থীদের সামলানোর প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন উদ্যোক্তারা। গত বছরের পুজোয় বালুরঘাট শহরের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা আলোকসজ্জা দেখতে এসেছিলেন বলে ক্লাবের দাবি। এবার প্রেম মন্দিরের আদলে মণ্ডপ কৃষ্ণলীলা ফোয়ারা এবং লেজার শোকে ঘিরে ভিড় আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। তাই মণ্ডপে প্রবেশ ও বেরোনোর পথ দর্শনার্থীদের চলাচল এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আগাম পরিকল্পনা করা হচ্ছে। প্রবীণ দর্শনার্থীদের জন্যও পৃথক ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে যাতে মণ্ডপের সামনে অযথা জটলা না হয় এবং দর্শনার্থীদের চলাচল স্বাভাবিক থাকে সেই দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে বলে ক্লাব সূত্রে খবর। মণ্ডপের কাজ যত এগোচ্ছে ততই স্পষ্ট হচ্ছে এবারের ভাবনা। বৃন্দাবনের প্রেম মন্দিরের স্থাপত্যের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলা তার সঙ্গে আলোর কারুকাজ ফোয়ারা ও লেজার শো- সব মিলিয়ে ৭৪ তম বর্ষে নিউ টাউন ক্লাব ও পল্লী পাঠাগারের পুজোয় বালুরঘাটে নতুন আকর্ষণ তৈরি করার প্রস্তুতি চলছে।

রেজিনগরে উপনির্বাচনের প্রচারে মুর্শিদাবাদে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ রেজিনগর উপনির্বাচনের প্রচারে ঝড় তুলতে এবার মুর্শিদাবাদ জেলায় আসছেন শুভেন্দু অধিকারী। আগামী ১ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রেজিনগর উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী শাঁখারভ সরকারের সমর্থনে শক্তিপুর ময়দানে একটি জনসভা করবেন বলে বিজেপির তরফ থেকে জানানো হয়েছে। রাজ্যের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে আসার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিপুল উৎসাহ দেখা দিয়েছে বিজেপি কর্মীদের মধ্যে। অন্যদিকে আজ রেজিনগর বিধানসভার বিকলনগর এলাকায় মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে নির্বাচিত রাজ্যের দুই মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ ও গার্গী দাস ঘোষ এবং রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী বিজেপি প্রার্থী শাঁখারভ সরকারের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার চালাবেন। বিজেপির বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় মহাজন বলেন, রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্র তৈরি হওয়ার পর থেকে সেখানকার মানুষ বিজেপি ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক দলকে ভোট দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু রেজিনগরের কোনও উন্নতি হয়নি। এবার পুরনো সমস্ত প্রথা ভেঙে বিজেপিকে জেতানোর ব্যাপারে মনস্থ করে নিয়েছে রেজিনগরের মানুষ। নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী জিতলে রাজ্যের সরকারও পরিবর্তন হবে না, নতুন মুখ্যমন্ত্রীও আসবেনা। কিন্তু বিজেপি জিতলে এখানকার মানুষের সঙ্গে সরকারের সরাসরি যোগাযোগ তৈরি হবে। তাই দল ও মত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ বিজেপি প্রার্থীকে জেতানোর জন্য প্রস্তুত। তিনি বলেন, বিজেপি প্রার্থী জয়ী হলে রেজিনগরের মানুষ ভাগীরথী নদীর ওপর নতুন ব্রিজ পাবে, শিল্পতালুকে শিল্প হবে, কলেজ এবং রাস্তা হবে এবং সমস্ত সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষ পাবেন। মলয় মহাজন আরও বলেন, হুমায়ুন কবীরের বিতর্কিত ভাষণের পর মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদ জেলায় এসে রেজিনগরের তকিপুরে একটি সভা করেছিলেন। সেখান থেকে তিনি কথা দিয়ে গিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী জয়ী হলে দু'হাত ভরে রেজিনগরের জন্য দেবেন। তিনি আরও কথা দিয়েছিলেন এক মাসের মধ্যে তিনি এখানে ফের আসবেন। তবে একটু দেরি হলেও মুখ্যমন্ত্রী ১ অক্টোবর ফের শক্তিপুরে আসতে চলেছেন। বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে কী বলেন রেজিনগরের মানুষের জন্য তা শোনার জন্য অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন। উনি যদি নিজের মুখে উন্নয়নের কথা রেজিনগরবাসীকে শুনিয়ে যান তাহলে যে সমস্ত মানুষ এখনও বিজেপিকে ভোট দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি তাঁদের সেই সিদ্ধান্তহীনতা কেটে যাবে। মলয় মহাজন বলেন, ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে হুমায়ুন কবীর প্রচার করেছিলেন তার আঙ্গুলি হেলনে রাজ্যের সরকার চলবে। তাই অনেক মানুষ ভুল বুঝে তাঁকে ভোট দিয়েছিলেন কিন্তু ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনী ফলাফলে প্রমাণিত হুমায়ুন কবীরের এই দাবির কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। তাই এই ইস্যুটি এবারের রেজিনগর উপনির্বাচনের কাজ করবে না। তিনি আরও বলেন, গত কয়েক মাসে রেজিনগরের মানুষকে আমরা বোঝাতে পেরেছি আমরা মন্দির- মসজিদের রাজনীতি করি না। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে কাউকে মসজিদে যেতে হবে না। মসজিদে যাবেন প্রার্থনা করার জন্য। রেজিনগরে এবার উন্নয়নের ইস্যু ভিত্তিক নির্বাচন হচ্ছে। বিজেপি সংগঠনিক জেলা সভাপতি আরও বলেন, আম জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা হুমায়ুন কবীর এখন বলছেন তাঁর লোকেদেরকে 'হেনস্তা' করা হচ্ছে। কিন্তু উনিই এক সময় বলেছিলেন ১ লক্ষ লোককে নিয়ে বহরমপুর জেলে চলে যাবেন ,অত লোকের জেলেও জায়গা হবে না। কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি নির্বাচন আসার আগেই 'পুষ্পা' ঝুঁকতে শুরু করেছে। 'পুষ্পা' এবং তাঁর ছেলে এখন থেকেই নত হতে শুরু করেছে। ভোট আসার আগে তাঁরা শুয়ে পড়বেন। রেজিনগরের মানুষকে আমরা বারবার বলে এসেছি আমাদের লড়াই 'আম জনতা'র সঙ্গে নয়। আমাদের লড়াই পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে, বংশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। বিজেপি আশাবাদী এই লড়াইতে রেজিনগরের মানুষ আমাদের সঙ্গে থাকবে। মলয় মহাজন জানান, শুভেন্দু অধিকারীর সভায় বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন বিধানসভা থেকে এবং আশেপাশের কয়েকটি এলাকা থেকে আমাদের দলের সমর্থকরা যাবেন। বিজেপি সাংসদ রাহুল সিনহা, শমীক ভট্টাচার্য এবং লকেট চ্যাটার্জিও শাঁখারভ সরকারের সমর্থনে রেজিনগরে প্রচারে আসছেন বলে জানিয়েছেন মলয় মহাজন।

ভক্তদের সুবিধার্থে বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণ তারাপীঠ মন্দির কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ মা তারার দর্শনে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে কালঘাম ছোটার দিন এবার অতীত! ভক্তদের সুবিধার কথা ভেবে বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণ করল তারাপীঠ মন্দির কর্তৃপক্ষ। এখন থেকে আর দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হবে না, হাতের মুঠোয় থাকা স্মার্টফোনের মাধ্যমেই কেটে নেওয়া যাবে মা তারার দর্শনের টিকিট। পাশাপাশি অনলাইনে পুজো দেওয়ারও সুবর্ণ সুযোগ পাবেন ভক্তরা। বিশেষ একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে মা তারার দর্শনের জন্য ৫০০ টাকার ভিআইপি টিকিট বুক করা যাচ্ছে। এই টিকিটের মাধ্যমে ভক্তরা কোনওপ্রকার ঝামেলা ছাড়াই দ্রুত মায়ের দর্শন ও পুজো সম্পন্ন করতে পারবেন! ভক্তদের এই পরিষেবা দিতে চালু করা হয়েছে 'FAITH360' নামের একটি বিশেষ মোবাইল অ্যাপ। শুধু তারাপীঠই নয়, এই অ্যাপের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের আরও একাধিক প্রসিদ্ধ মন্দিরের পুজো ও দর্শনের টিকিট কাটা যাবে। এই তালিকায় রয়েছে কলকাতার ধ্যান মন্দির, মায়াপুর ইসকন মন্দিরসহ একাধিক বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। তবে কেমন ভাবে বুক করবেন টিকিট? অ্যাপটিতে টিকিট কাটার প্রক্রিয়া

অত্যন্ত সহজ ও সুবিধাজনক। প্রথমে ফোনে 'FAITH360' অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিজের মোবাইল নম্বর ও প্রাপ্ত ওটিপি দিয়ে অ্যাকাউন্ট রেজিস্টার করুন। নিজের প্রোফাইল সম্পূর্ণ করলেই আপনার আশেপাশের সমস্ত মন্দির ও ধর্মস্থানের তালিকা স্ক্রিনে ফুটে উঠবে। চাইলে সার্চ বক্সে গিয়ে পছন্দের মন্দিরের নামও খুঁজে নিতে পারেন। তারাপীঠ মন্দির অপশনে ক্লিক করলে মন্দিরটির নিজস্ব পেজ খুলবে। সেখানে 'দর্শন' বা 'পুজো' বুকিংয়ের নির্দিষ্ট বিকল্প বেছে নিয়ে অনলাইন পেমেন্ট করলেই কনফার্ম হয়ে যাবে আপনার টিকিট। অ্যাপটির সাম্প্রতিকতম আপডেটে যুক্ত হয়েছে আরও একটি দুর্দান্ত সুবিধা। এখন থেকে টিকিট কাটার সময় দর্শনের নির্দিষ্ট দিন ও তারিখ বেছে নেওয়ার অপশন থাকছে। অর্থাৎ, তারাপীঠ যাওয়ার ট্রেনের টিকিট কনফার্ম হওয়া মাত্রই ভক্তরা বাড়িতে বসে আগেভাগে মন্দির দর্শনের টিকিট কেটে নিতে পারবেন। ফলে মন্দিরে পৌঁছে ভিারে ঝক্কি পোহাতে হবে না একেবারেই! এই বিষয়ে তারাপীঠ মন্দির কমিটির সম্পাদক পুলক চট্টোপাধ্যায় জানান অনলাইনে মাধ্যমে টিকিট কেটে রাখলে শুধুমাত্র টিকিট কাটার জন্য লাইন দিতে হবে না, তবে অনলাইনে টিকিট কেটে ভিআইপি লাইনে পুজো দেওয়ার জন্য কিছুটা লাইন দিতে হবে, মূলত অনেক ভক্ত ভেবে থাকেন আমরা যে ৫০০ টাকা দিচ্ছি সে টাকা কোথায় যাচ্ছে, অনলাইনের মাধ্যমে টিকিট কাটলে ভক্তরা বুঝতে পারবেন সেই টাকা কোথায় জমা পড়ছে। সেই কারণেই এই অনলাইনে টিকিট কাটার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিন লরির সংঘর্ষ, গুরুতর আহত ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ পথচারীকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনটি লরির সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন তিন চালক-সহ ছয়জন। মঙ্গলবার নদীয়ার নাকাশিপাড়া থানার বেথুয়া ডহরি ফরেস্ট গেটের সামনে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় সড়ক পার হওয়ার সময় এক মহিলাকে বাঁচাতে গিয়ে একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারের উপর উঠে যায়। সেই সময় কলকাতা থেকে বহরমপুরগামী একটি লরি পিছন দিক থেকে এসে দাঁড়িয়ে থাকা লরিটিতে জোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার পর দ্বিতীয় লরিটিও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তৃতীয় একটি গাড়িতে ধাক্কা মারে। পরপর তিনটি গাড়ির সংঘর্ষে তিন চালক-সহ আরও তিনজন গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা এবং নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে কৃষ্ণনগরের শক্তিনগর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ইউএসএফডি সম্পন্ন করার জন্যে সাহার্য প্রদান

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৫৮-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ট্র্যাকের সুরক্ষার জন্যে এসএসই/জেই/ইউএসএফডি রঙ্গিয়ার দ্বারা রেইল রেলওয়ের ইউএসএফডি সম্পন্ন করার জন্যে সাহার্য প্রদান করা (২ বৎসর)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৮২,৩৬,৮৬০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৪১,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-১০-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

টোকাঃ টেণ্ডারের যেকোনো শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্যে জমা করার পূর্বে অনুগ্রহ করে মূল টেণ্ডার নোটিসে উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নেট/ সংবাদপত্র/সংশোধনী পরীক্ষা করুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

আমি সেখ এমাম উদ্দিন, পিতা - মরহুম সেখ জামাল উদ্দিন ও আমার স্ত্রী সেখ সেলিনা বেগম স্বামী - সেখ এমাম উদ্দিন উভয়ের নিবাস বাঁকড়া উত্তর মিশ্র পাড়া ডোমজুড় হাওড়া - ৭১১৪০৩, আমরা উভয়ে একত্রে I - 050408412015 (ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) নং দলিল মূলে মূল রায়তগন ১. করিমা বেগম ২.জামাল ওরফে রমজান আলি লস্কর ৩.আসাদার লস্কর ৪. সেখ মনুয়ারা বেগম ৫. সেখ আনোয়ারা বিবি ৬. সানোয়ারা সরদার সকলের পিতা - মরহুম গোলাম রহমান লস্কর ইহাদের পক্ষে নিযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার (পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নং - 01163/2014 DSR - I HOWRAH অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) ফিরোজ আহম্মদ সরদার পিতা - মরহুম নূর মহম্মদ সরদার নিবাস - মুন্সীডাঙ্গা সরদার পাড়া, ডোমজুড়, হাওড়া - ৭১১৪০৩ নিকট হইতে নিবড়া মৌজায় জে এল নং - ৫১ হাল খতিয়ান নং - ৬৫৯৮, ৬৫৯৯, ৬৬০০, ৬৬০১, ৬৬০২, ৬৬০৪ খতিয়ানভুক্ত আর এস ৬১৯১ নং দাগে হইতে আগত এল আর ৬২০৯ নং দাগে ডাঙ্গা ষোলো আনায় ১ একর ৯ শতক সম্পত্তির মধ্যে রায়তগনের অংশ ২০ শতকের মধ্যে মাপসুরত ১১ (এগারো) ছটাক ৫ (পাঁচ) বর্গফুট বা কমবেশী ১.১৫ শতক সম্পত্তি ভোগদখল করিতেছি, উক্ত সম্পত্তির নাম পত্তনের জন্য বিএল এন্ড এলআরও ডোমজুড় অফিসে আবেদন করিয়াছি, তাহা সকল কে অবগত করিলাম।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি সুমীতা ভট্টাচার্য পিতা- ঁকেশব চন্দ্র ভট্টাচার্য, 2023 সালে 05.0800594 নং সাফ কোবালা দলিল মূলে A.D.S.R. Bargachia অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রেতা ভোলা অধিকারী পক্ষে ইংরাজি 9.9.2016 তারিখে iv-05.0800088 নং আমোক্তারনামা পত্র দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমোক্তার শ্রী অমিত অধিকারী পিতা- ঁকেশবচন্দ্র অধিকারী, ইহার নিকট হইতে জেলা- হাওড়া, থানা- জগৎবল্লভপুর, অধীন মৌজা-রনমহল জে.এল.নং-০৪৩ সাবেক ও হাল ৪৭৬ নং দাগে মোট ৫.২৫ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া জে.বি.পুর B.L & L.R.O. অফিসে মিউটেশন কেস দাখিল করিয়াছেন। এ বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত ভূমি অফিসে যোগাযোগ করবার অনুরোধ করা হল।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সেখ রোস্তম আলি, পিতা- মরহুম সেখ লালচাঁদ আলি ২০০৯ সালে ১৬২৮ / ২০০৯ নং সাফ কোবালা দলিল মূলে ADSR বড়গাছিয়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রেতা ১) সৈয়েদুল ইসলাম মিদ্দ্যা ২) মইদুল ইসলাম উভয়ের পক্ষে আমোক্তার সেখ নিজামউদ্দিন, পিতা- মরহুম সেখ সামসুদ্দিন এর নিকট হইতে জেলা- হাওড়া, থানা- জগৎবল্লভপুর এর অধীন মৌজা-দক্ষিণ সন্তোষপুর জে.এল.নং-০৫৬ সাবেক ও হাল ১৩১৬ ও১৩১৮ নং দাগে ১০৮৪ ও ১১৭৪ নং খতিয়ান হইতে-১২ + ৩৬ +১৪=৯ শতক শালি ও ডোবা সম্পত্তি খরিদ করিয়া জে.বি.পুর B.L& L.R.O মুন্সিরহাট অফিসে মিউটেশন কেস দাখিল করিয়াছে। এ বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে অদ্য হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত ভূমি অফিসে যোগাযোগ করবার অনুরোধ করা হলো।

রঙিয়া ডিভিশনে কোয়ার্টার মেরামত

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৫৯-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ২৫-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ** ঃ ডাংতলে - নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ কোয়ার্টারের ১৫০টি ইউনিটের বিশেষ মেরামত। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৮০,৪৪,৭০২.৩৪/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৭,৬০,৯০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২২-১০-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখুন।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তাঁর হয়ে, উপ-প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী / কলোনি, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, গোরক্ষপুর নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে (ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে) একটি 'উন্মুক্ত' ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির নম্বর ও কাজের বিবরণঃ ১৪-২০২৬-কলোনি কাজের নামঃ গোরক্ষপুর এলাকায় রেলওয়ে কোয়ার্টার, বাংলো এবং বাণিজ্যিক গ্রাহকদের জন্য আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে মিটারিং ও আনুষঙ্গিক কাজের ব্যবস্থা করা (দুই বছরের জন্য)। আনুমানিক মূল্যঃ ₹ ৮,৪৮,০৮২.২৪ ই.এম.ডি. বা জামানতের অর্থঃ ₹ ১৭,০০০.০০ টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ শূন্য গ্রহণপত্র জারির তারিখ থেকে কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমাঃ ২৪ মাস। **দ্রষ্টব্যঃ** ● ১৯.১০.২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত অনলাইনে ই-টেন্ডার জমা দেওয়া যাবে। ● এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল বা হাতে-কলমে জমা দেওয়া প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয় এবং এ ধরনের কোনো প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা বিবেচনা করা হবে না। বিস্তারিত তথ্য এবং বিড বা দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুগ্রহ করে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের IREPS-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন।

উপ-প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী / কলোনি,
গোরক্ষপুর

CPRO/Elect-197

ট্রেনে বিড়ি / সিগারেট খাবেন না।

IIFL FINANCE | গোল্ড লোন

PUBLIC NOTICE

The branch of IIFL Finance Ltd. located at 90, G. T. Road, 1st Floor, South Howrah, Near Nababharat Cinema Hall, PO – Howrah, PS – Howrah, Dist. - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, will be shifting to below mentioned address with effect from 04.01.2027.

New Address: IIFL Finance Ltd., Ground Floor, 118, G. T. Road, South Fazir Bazar, PO – Howrah, PS – Howrah, Dist. - Howrah, Pin - 711101, West Bengal.

Contact No. 8657542513 / 8657542514

All existing services can be availed at the new location.

সর্বজনীন সূচনা

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর যে শাখাটি, ৯০, জি. টি. রোড, প্রথম তল, দক্ষিণ হাওড়া, নবভারত সিনেমা হলের কাছে, পোস্ট অফিস – হাওড়া, থানা – হাওড়া, জেলা – হাওড়া, পিন – ৭১১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, ০৪.০১.২০২৭ থেকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় স্থানান্তরিত হবে।

নতুন ঠিকানা: আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, নিচতলা, ১১৮, জি. টি. রোড, দক্ষিণ ফাজির বাজার, পোস্ট অফিস – হাওড়া, থানা – হাওড়া, জেলা – হাওড়া, পিন – ৭১১১০১, পশ্চিমবঙ্গ।

যোগাযোগের নম্বর: 8657542513 / 8657542514

সমস্ত বিদ্যমান পরিষেবাগুলি নতুন অবস্থানে পাওয়া যাবে।

NORTH DUM DUM MUNICIPALITY

163, M.B.ROAD, BIRATI, KOLKATA - 700051
PHONE: (033) 2514-2101/2514-2494, FAX - (033) 2514-2990
Website: http://www.northdumdummunicipality.org
E-mail ID: northdumdum@gmail.com

Notice inviting e-Quotation

Please visit Municipal Website (**http://www.northdumdummunicipality.org**) and e-Tender site (**www.wbtenders.gov.in**) for apply to the e-Quotation floted for Electrical materials under NDDM, vide Memo No. NDDM/ELEC/4494; Dated on 29.09.2026 & e-NIQ no: WBMAD/NDDM/ELEC/NIQ-305/26-27; Dated on 29.09.2026.

Date: 29.09.2026

Sd/- Executive Officer
North Dum Dum Municipality

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER

Purulia-I Development Block, Chakda, Purulia

NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-WBPUR/BDO/NIeT-01&02/26-27

E-tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **upto 01.00 PM of 06/10/2026 for 29 nos schemes for girl's toilet and 8 nos schemes for electricity at various school respectively.** For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.tenders.wb.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Block Development officer
Purulia-I Development Block

2nd CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No-WB/DKM/Admin/e-NIT-016/2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-017/2026-27 & WB/DKM/Admin/e-NIT-018/2026-27, Tender ID- 2026_MAD_5021679_1, 2026_MAD_5021692_1 & 2026_MAD_5021702_1**

Bid Submission closing date (Online)- **28/10/2026 instated of 28/09/2026** and Bid Submission opening date (Online)- **30/10/2026 instated of 01/10/2026** Details may be seen from **https://tenders.wb.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/-
Administrator
Dankuni Municipality

Office of the councilor

Dhuliyan Municipality

P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad

Notice Inviting E- Quotation & E- Tender

Ref: 1 DHLYN/Bleaching/5/2026-2027
2. DHLYN/ Sanitary/6/2026-2027
3. DHLYN/H.P/7/2026-2027

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-Quotation & E-Tender from the eligible and bonafied resourceful contractors.
Last date of Bid submission: 06.10.2026 at 18.00 Hrs.
For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyan Municipality website www.dhuliyanmunicipality.org and Office Notice Board.

Chairman
Dhuliyan Municipality

Office of The

Udaynarayanpur Panchayat Samity

Udaynarayanpur, Howrah

PRESS NOTICE

E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-02/EO/26-27, Dt-28/09/2026 for 25 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity for Tender ID-2026_ZPHD_5076070_1 to 2026_ZPHD_5076070_25. **Detail information will be available from the website https://tenders.wb.gov.in.**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ 77/W-2/APDJ, তারিখঃ 25-09-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ 21-AP-III-2026। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ডালগাঁওয়ে ১৪ বেডেড আরপিএফ ব্যারাক-এর নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৮৪,০৪,৭৯৮.০১ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,৬৮,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২২-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ২২-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২২-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমি মৌসুমী প্রামানিক স্বামী - অতনু প্রামানিক সাং- দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ, ডোমজুড়, হাওড়া -৭১১৪০৫ I-050103839/2026 (DSR -I HOWRAH অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) নং দলিল মূলে মৌজা - দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ জে এল নং - ১৫, হাল ১৮৬ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ২৩৮৮ নং দাগে হইতে আগত হাল ২৪০৯ নং দাগে ০.০৩৬৮ শতক শালি জমি মূল রায়ত অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় পিতা - শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ডোমজুড় সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪০০২৮৬ /১৯৮৬ নং দলিল মূলে দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ নিবাসী শীতল চন্দ্র পাঠক ও সমর কুমার পাঠক উভয়ের পিতা - স্বর্গীয় গোবিন্দ পাঠক মহাশয়দয়কে বিক্রি করেন, এনারা ২০১৫ সালে ডোমজুড় সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত (০৫০৪০০২৫৪ /২০১৫) নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ নিবাসী ইন্দ্রজিৎ মুখার্জি পিতা - গৌতম মুখার্জি কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, ইন্দ্রজিৎ মুখার্জি আমমোক্তার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে ডোমজুড় সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত (০৫০৪০৩৩৭২ /২০১৫) নং দলিল মূলে চন্ডীচরন দত্ত পিতা - স্বর্গীয় কপিলমুনি দত্ত নিবাস - খাঁটোরা মহাশয়কে বিক্রি করেন, বর্তমানে আমি চন্ডীচরন দত্ত মহাশয়ের থেকে খরিদ করিয়া ভোগদখল ও ব্যবহার করিতেছি এবং বিএল এন্ড এল আর ও ডোমজুড় অফিসে নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য আবেদন করিয়াছি তার সকলকে অবগত করিলাম।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting-HQ, KMC** invites e-Tender online quoted rate in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/35/26-27
Name of the Work: **Comprehensive Maintenance Contract of water purifier cum cooler machines installed at different places of Hogg Building.** Estimate Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: ₹ **3,700.00.** Period of Completion: **181 days.** Last date and time of submission of Bid: **09.10.2026 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **01.10.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/ Crematorium, KMC** invites percentage rate e-Tender online in two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/CRM/SBG/05/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Renovation of Electric Furnace No. 2 and allied works at Shanagar Burning Ghat.** Estimated Amount: ₹ **2,96,596.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of contract: **6 days.**

(2) NIT No.: KMC/NBG/LTG/CRM/e-09/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of Furnace No.-4 with Fire bricks, Heating elements etc. at Old Complex of Nimtala Burning Ghat.** Estimated Amount: ₹ **4,38,065.00.** Earnest Money: ₹ **8,800.00.** Period of contract: **7 days.**

(3) NIT No.: KMC/NBG/LTG/CRM/e-10/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of Furnace No.-3 with Fire bricks, Heating elements etc. at New Complex of Nimtala Burning Ghat.** Estimated Amount: ₹ **4,32,145.00.** Earnest Money: ₹ **8,700.00.** Period of contract: **7 days.**

(4) NIT No.: KMC/LTG/CRM/SBG/04/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of lighting arrangement and replacement of damaged items at various panels at Shanagar Burning Ghat.** Estimated Amount: ₹ **2,94,470.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of contract: **6 days.**

(5) NIT No.: KMC/LTG/CRM/SBG/07/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Renovation of Electric Furnace No. 3 and allied works at Shanagar Burning Ghat.** Estimated Amount: ₹ **2,19,401.00.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of contract: **6 days.**

(6) NIT No.: KMC/LTG/CRM/SBG/10/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Renovation of Electric Furnace No. 4, its Control panel and allied works at Shanagar Burning Ghat.** Estimated Amount: ₹ **2,75,788.00.** Earnest Money: ₹ **5,600.00.** Period of contract: **6 days.** Last date and time of submission of Bid: **07.10.2026 at 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **30.09.2026 at 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 6). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 6).

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/ Zone-IV, KMC** invites e-Tender online, percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/178/26-27
Name of the Work: **Renovation and Development works of lighting system by 200 Watt Flood light fittings at different Parks in Ward No.-101, Br.-XII.** Estimated Amount: ₹ **4,99,578.42.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/150/26-27
Name of the Work: **Supply and Delivery of street light LED fittings for maintenance works at different areas in Ward No.-101, Br.-XII.** Estimated Amount: ₹ **4,98,101.45.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/136/26-27
Name of the Work: **Renovation and Development works of lighting system by 200 Watt Flood light fittings at Tarun Sangha, Bahadur Math and D Block Parks in Ward No.-102, Br.-XII.** Estimated Amount: ₹ **4,99,036.05.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/202/26-27
Name of the Work: **Improvement of Illumination by installing LED light fittings and allied electrical works in Ward No.-101 under Br.-XII.** Estimated Amount: ₹ **2,48,461.18.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/190/26-27
Name of the Work: **Development works of lighting system by 200 Watt Flood light fittings at different Parks in Ward No.-101, Br.-XII.** Estimated Amount: ₹ **2,49,528.54.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/179/26-27
Name of the Work: **Repairing of lighting system at Patuli Upanagari Park, Birnagar Park and Bagha Jatin Park in Ward No.-101, Br.-XII.** Estimated Amount: ₹ **1,98,710.43.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **08.10.2026 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **28.09.2026 at 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 6).

(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/213/26-27
Name of the Work: **Installation of Earthing for Decorative poles installed at Patuli Jhil Par surrounding areas in Ward No.-101.** Estimated Amount: ₹ **2,45,264.36.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **08.10.2026 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.09.2026.**

(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/75/26-27
Name of the Work: **Temporary Ghat lighting arrangement on the occasion of immersion festival in different Ghat under Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **2,81,796.00.** Earnest Money: ₹ **5,700.00.** Period of completion: **5 days.** Last date and time of completion of Bid: **07.10.2026 upto 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **30.09.2026 from 5 p.m.** The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 8).

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/ Zone-V, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTGV/XIV/26-27/AC/C (1st Call)
Name of the Work: **Supply and Installation of new Air conditioning machine in the Computer Room of Civil department, S. S. Unit under Br.-XIII & XIV.** Estimated Amount: ₹ **1,71,027.14.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **20 days.** Last date and time for submission of Bid: **12.10.2026 – 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.09.2026 (4 p.m.).**

(2) NIT No.: LTG/XIV/12/26-27/121/UTTARAN
Name of the Work: **Repairing of the street lighting system at 37 No. Uttaran, 43 No. Uttaran, 47 No. Uttaran and surrounding areas in Ward No.-121.** Estimated Amount: ₹ **2,34,574.00.** Earnest Money: ₹ **4,800.00.** Period of Completion: **20 days.**

(3) NIT No.: LTG/XIV/11/26-27/127
Name of the Work: **Repairing of street lighting system at 16/1 Sarsuna Kamar Para Uttaran, Bombai Bagan Uttaran, Sarsuna Rakhitpara Uttaran and other areas in Ward No.-127.** Estimated Amount: ₹ **2,48,916.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **20 days.** Last date and time of submission of Bid: **09.10.2026 at 5 p.m.** (For Sl. No. 2 & 3). Bid opening date and time for Technical Proposals (Online): **12.10.2026 at 10 a.m.** (For Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **29.09.2026 at 5 p.m.** (For Sl. No. 2 & 3).

(4) NIT No.: UTT/SKT/BR (1st Call)
Name of the Work: **Repairing and Renovation of existing street lighting system at Uttaran areas of Silverton, Karunamoyee, Taramoni Ghat Road and other Uttaran areas in Ward No.-115, KMC.** Estimated Amount: ₹ **1,98,196.64.** Earnest Money: ₹ **3,970.00.** Period of Completion: **30 days.**

(5) NIT No.: BMR/LBL/L2 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at Buroshibtala Main Road, Lane and Bye Lane in Ward No.-118 under Br.-XIII.** Estimated Amount: ₹ **2,19,727.17.** Earnest Money: ₹ **4,400.00.** Period of Completion: **15 days.**

(6) NIT No.: SNR/APL/SR (1st Call)
Name of the Work: **Supply and Delivery of outdoor energy efficient LED street light fittings at S. N. Roy Road, Adarsha Pally, Lane and Bye Lane in Ward No.-118, KMC.** Estimated Amount: ₹ **1,99,018.60.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of Bid: **09.10.2026 – 5 p.m.** (For Sl. No. 4 to 6). Bid opening date and time for Technical Proposal (Online): **12.10.2026 – 9 a.m.** (For Sl. No. 4 to 6). The bid forms and other details are available on and from **28.09.2026 (6 p.m.)** (For Sl. No. 4 to 6).

(7) NIT No.: LTG/XIV/24/26-27/129 (1st Call)
Name of the Work: **Supply of LED luminaries of the street lighting system at Sreema Pally, G. M. Road Lane Bye Lane under Ward No.-129.** Estimated Amount: ₹ **2,21,127.42.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **30 days.**

(8) NIT No.: LTG/XIV/36/26-27/129 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of the street lighting system at J. J. Road, Sreema Pally and surrounding areas Ward No.-129.** Estimated Amount: ₹ **2,21,481.00.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **30 days.**

(9) NIT No.: LTG/XIV/37/26-27/130 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of the street lighting system at N. S. Road Lane Bye Lane, Kazi Para surrounding areas in Ward No.-130.** Estimated Amount: ₹ **2,19,753.00.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **30 days.**

(10) NIT No.: LTG/XIV/38/26-27/131 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of the street lighting system at Panchanantala, U. B. Road Lane Bye Lane Ward No.-131.** Estimated Amount: ₹ **2,22,530.00.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **30 days.**

(11) NIT No.: LTG/XIV/40/26-27/131 (1st Call)
Name of the Work: **Supply of LED luminaries of the street lighting system at Kalimata Colony, RIC More and surrounding areas under Ward No.-131.** Estimated Amount: ₹ **2,14,384.12.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **30 days.**

(12) NIT No.: LTG/XIV/39/26-27/130 (1st Call)
Name of the Work: **Supply of LED luminaries of the street lighting system at Royad Park, Unique Park under Ward No.-130.** Estimated Amount: ₹ **2,23,063.00.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **12.10.2026 – 1 p.m.** (For Sl. No. 7 to 12). Bid opening date and time for Technical Proposal: **12.10.2026 – 3 p.m.** (For Sl. No. 7 to 12). The bid forms and other details are available on and from **29.09.2026** (For Sl. No. 7 to 12). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 12). **(553/26-27)**

মানুষ বনাম হিউম্যানয়েড রোবটের মুষ্টিযুদ্ধ! ৬ ফুটের ‘ সঙ্গে লড়লেন মার্কিন ইনফ্লুয়েন্সার, ভাইরাল ভিডিও

মানুষের তৈরি যন্ত্রমানব কি একদিন মানুষের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় নামবে? কল্পবিজ্ঞানের দুনিয়ায় এই প্রশ্ন বহুবার উঠে এসেছে। তবে এবার সেই কল্পনারই এক ঝলক দেখা গেল বাস্তবে। ছ'ফুটের এক হিউম্যানয়েড রোবটের সঙ্গে রীতিমতো মুষ্টিযুদ্ধে নামলেন এক মার্কিন ইনফ্লুয়েন্সার। সেই লড়াইয়ের ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। আমেরিকার রোবোটিক্স সংস্থা ‘ উদ্যোগে এই অভিনব লড়াইয়ের আয়োজন করা হয় বলে জানা গিয়েছে। সংস্থাটির প্রকাশ করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, একটি ফাইটিং কেজের মধ্যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছেন মার্কিন ইনফ্লুয়েন্সার ফ্র্যাঙ্কি লাপেনা এবং একটি প্রায় ছ'ফুট উচ্চতার হিউম্যানয়েড রোবট। লড়াই শুরুর আগে রোবটটিকে রিংয়ের ভিতর ওয়ার্ম-আপ করতেও দেখা যায়। এরপর শুরু হয় মুষ্টিযুদ্ধ। প্রথমে লাপেনাই রোবটটিকে লক্ষ্য করে একের পর এক ঘুষি ছোড়েন।

পাল্টা আক্রমণে রোবটটিও হাতের ঘুষির পাশাপাশি পা দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করে। ভিডিওর একটি দৃশ্যে দেখা যায়, রোবটের আঘাতে লাপেনা পিছনে ছিটকে পড়ছেন। মানুষের সঙ্গে যন্ত্রমানবের এমন সরাসরি লড়াইয়ের দৃশ্যই নজর কেড়েছে নেটিজেনদের। তবে এটি কোনও প্রচলিত বক্সিং প্রতিযোগিতা নয়। জানা গিয়েছে, পরীক্ষামূলক এই আয়োজনটি একটি ভার্চুয়াল রিয়ালিটি কমব্যাট গেম তৈরির প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। ভবিষ্যতে এমন প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ দূর থেকে হিউম্যানয়েড রোবট নিয়ন্ত্রণ করে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবেন-এমনই ধারণা নিয়ে কাজ করছে সংস্থাটি। ‘ সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে এই ঘটনাকে মানুষ বনাম ‘ রোবটের প্রথম লড়াই হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। সংস্থার দাবি, এই পরীক্ষার মাধ্যমে নতুন ধরনের রোবোটিক্স-ভিত্তিক বিনোদনের সম্ভাবনা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। লাপেনার লড়াইয়ের প্রশংসাও করা হয়েছে ওই পোস্টে। ভিডিওটি সামনে আসতেই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে-এ কি ভবিষ্যতের নতুন ধরনের খেলার সূচনা? মানুষের সঙ্গে রোবটের সরাসরি প্রতিযোগিতা কি একদিন বক্সিং, ফুটবল কিংবা অন্য খেলাতেও দেখা যেতে পারে? নেটপাড়ায় অবশ্য মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। কেউ প্রযুক্তির এই নতুন প্রদর্শনী দেখে বিস্মিত, কেউ আবার রোবটের ক্ষমতা নিয়ে কৌতূহলী। এক নেটিজেনের মন্তব্য, পেশাদার বক্সারের সামনে এমন রোবটকে দাঁড় করানো হলে ফলাফল কী হবে, সেটাই দেখার বিষয়। অবশ্য এই প্রদর্শনীকে মানুষের সঙ্গে রোবটের প্রকৃত ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হিসেবে দেখার আগে প্রযুক্তিটির নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, নিরাপত্তা এবং পরীক্ষাটির প্রকৃতি সম্পর্কে আরও তথ্য জানা প্রয়োজন। আপাতত ভাইরাল ভিডিওটিই আলোচনার কেন্দ্রে- যেখানে প্রথমবারের মতো মানুষকে রীতিমতো ফাইটিং কেজে একটি হিউম্যানয়েড রোবটের মুখোমুখি হতে দেখা যাচ্ছে।

৬টি মামলায় অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন কংগ্রেস প্রার্থী

১-র পাতার পর- অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। তবে পরবর্তী সময়ে ছ'টি মামলার মধ্যে চারটির শুনানি হলেও বাকি দু'টির শুনানি না হওয়ায় চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া যায়নি। সোমবার সেই শুনানিও পিছিয়ে যায়। মিলনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ২০০৭ সালের নন্দীগ্রাম জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনের সময় দায়ের হওয়া মামলায়। তাতে খুন, খুনের চেষ্টা, বেআইনি জমায়েত, লুটপাট-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থেকে ২৩ তারিখ গ্রেফতার করে পুলিশ। এর আগে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা আরও কয়েকটি পুরনো মামলা নিয়েও হাইকোর্টে শুনানি হয়। রাজ্যের তরফে আদালতকে জানানো হয়েছিল, ছ'টি মামলার মধ্যে পাঁচটি আগের সরকারের সময় প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং একটি মামলার এফআইআরে মিলনের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিলই না। ওই মামলাগুলিতে তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে পদক্ষেপ না করার বিষয়টি নিয়েও আদালতে শুনানি হয়েছিল। এদিকে মিলনের গ্রেফতারিকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতর তুঙ্গে। বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, রাজনৈতিক স্বার্থেই পুরনো মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একই অভিযোগ তুলেছিলেন, তাঁর মেয়েও। জেল জি পরিয়ে দিয়ে, তিনি একাধিক প্রশ্ন তুলেছিলেন বাবার গ্রেফতারি প্রসঙ্গে। অন্যদিকে, পুলিশ ও রাজ্যের বক্তব্য ছিল, পুরনো মামলায় আদালতের জারি করা পরোয়ানার ভিত্তিতেই আইনি পদক্ষেপ। সেই বিতর্কের মধ্যেই এবার অন্তর্বর্তী জামিন একটু হলেও স্বস্তি দিল প্রার্থীকে। স্বস্তি পেল কংগ্রেস ও তাকে সাপোর্ট করা কালীঘাট তৃণমূলও। আপাতত জেল থেকে বেরিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশ নেওয়ার সুযোগ তৈরি হল মিলনের সামনে।

জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ সুপ্রিম কোর্টের

১-র পাতার পর-মামলায় গত অক্টোবর থেকে আজ পর্যন্ত নেওয়া কমিশনের সমস্ত ফাইল এবং রেকর্ড তলব করার আবেদন জানানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে সত্যতা মিললে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে সিট বা বিশেষ তদন্তকারী কমিটি গঠনের দাবিও তোলা হয়েছে। সম্প্রতি এক সর্বভারতীয় সংবাদপত্রের রিপোর্টে সামনে আসে যে, বিগত ১০ মাসে ভোটার তালিকায় সংযোজন, নাম বাদ দেওয়া এবং ‘এসআইআর’ প্রক্রিয়া নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্তত ১৪ বার লিখিত আপত্তি নথিবদ্ধ করেছিলেন অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক জোশী। এক্ষেত্রেই দাবি, এমনটা হলে নির্বাচন কমিশনের নেওয়া যাবতীয় সিদ্ধান্ত অবৈধ হয়ে যায়। মামলায় বলা হয়েছে, যদি সাংবিধানিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে একজন মাত্র ব্যক্তি পুরো ভোটার তালিকা নিয়ন্ত্রণ করেন, তবে স্বাধীন দেশে গণতন্ত্র ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই মৌলিক প্রশ্ন উঠে যায়। আবেদনকারীদের দাবি, অন্তর্বর্তী সময়কালে কেবল বাকি দুই নির্বাচন কমিশনারের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তেই কমিশনের যাবতীয় কাজকর্ম চালনা করা হোক।

মঙ্গলকোট থেকে নরেন্দ্রপুর, ধৃত ৪ সন্দেহভাজন জঙ্গি

১-র পাতার পর-২৪ পরগনার বজবজের মিঠাপুকুরের বাসিন্দা, পেশায় দর্জি। (৩) শাহরুল পুরকায়ত- বজবজের পাশের গ্রাম বলরামপুরের ১৫ বছরের বাসিন্দা হলেও মূলত কুলপির লোক। পেশায় অ্যাপ-বাইক চালক শাহরুলকে কুলপিতে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে পাকড়াও করা হয়। (৪) আবদুল রফিক- নরেন্দ্রপুরের কুসুম্বা এলাকা থেকে ধৃত এই ব্যক্তির মূল বাড়ি অসমের বরপেটায়। গোয়েন্দাদের দাবি, তিনি ‘পূর্ব আকাশ’ নামের এক চরমপন্থী মৌলবাদী হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। অন্যদিকে দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারিতে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট তরুণ মুজিবর রহমানের বাড়িতে হানা দিলেও তাঁর হদিশ পাওয়া যায়নি। বিগত বছরের ২ জানুয়ারি থেকে ফেরার থাকা মুজিবর অনলাইন কোচিংয়ের আড়ালে জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ। তদন্তে উঠে এসেছে, আল কায়েদার শাখা সংগঠন জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ-এর শীর্ষ নেতা জুয়েল আলি নতুন জঙ্গি সংগঠন ‘ইমাম মাহমুদের কাফেলা’ তৈরি করে। আল কায়েদার শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে বাংলাদেশ, অসম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে নেটওয়ার্ক ছড়াতে একের পর এক স্লিপার সেল তৈরি করা হচ্ছিল। এমনকী বাংলাদেশের মৌলবীবাজারের পাহাড়ি এলাকায় গোপন সশস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবিরও চালু করে তারা, যেখানে ভারতের ধৃতদের কয়েকজন সরাসরি গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছিল। যদিও ২০২৩ সালে মৌলবীবাজার থেকে জুয়েলসহ বহু জঙ্গি গ্রেফতার হয়েছিল, তবে জুলাই আন্দোলনের সময় সে দেশের জেল থেকে অধিকাংশ জঙ্গিই মুক্তি পেয়ে আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে বলে গোয়েন্দাদের দাবি। ধৃত চারজনকে ট্রানজিট রিমান্ডে অসমে নিয়ে গিয়ে মূল মামলার মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এনআইএ।

বুধে ইন্ডিয়া ব্লকের বৈঠকে থাকছেন না অখিলেশও

১-র পাতার পর-সিদ্ধান্তে সায় দিয়েছেন। বুধবারের বৈঠক সম্পর্কে ডিএমকে মুখপাত্র টিকেএস এলাঙ্গোভান বলেছেন যে অখিলেশ যাদবের অনুপস্থিতি জোটের উপর কোনও বড় প্রভাব ফেলবে না। তিনি বলেন, অনেক দলই সরাসরি কংগ্রেসের সঙ্গে পাশে দাঁড়াতে চায় না। কিছু দল কংগ্রেসের সঙ্গে যেতে দ্বিধা বোধ করছে। কিন্তু তাদের সবার ভাবনা একই। সবার লক্ষ্যই বিজেপির বিরোধিতা করা। তাই, ব্যক্তিগতভাবে সভায় উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই। এলাঙ্গোভানের মতে, বৈঠকে কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে তা প্রতিটি দলই আগে থেকে জানে। আলোচ্যসূচিও স্পষ্ট। তাই, বৈঠকে যোগদান করাটা এখন নিছক একটি আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। মূল বিষয় হল বিজেপির বিরুদ্ধে আদর্শ এবং ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতা, শুধু বৈঠকে যোগদান করা নয়।

‘দিমাগি নকশালদের মূল মন্ত্রণাদাতা মমতা,

১-র পাতার পর-আত্মবলিদান দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘১৯৪৭ সালের ২০ জুন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও স্বামী প্রণবানন্দের প্রচেষ্টায় আমরা মাতা ভারতীর কোলে পশ্চিমবঙ্গ হিসেবে আশ্রয় পেয়েছিলাম। ২০৪৭-এর বিকশিত ভারতের কণ্ডারীদের এই ইতিহাস জানা জরুরি।’’ স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শনের কথা উল্লেখ করে তিনি শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শেখার পাশাপাশি বাংলা ভাষার মাধুর্য বজায় রাখা, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, ড্রয়িং এবং খঞ্জনি, মৃদঙ্গ, তবলা ও গিটারের মতো সাংস্কৃতিক চর্চায় যুক্ত হওয়ার পরামর্শ দেন। আগামী দিনে আরও বেশি স্কুলে এনসিসি চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লি যাত্রা নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আজ, মঙ্গলবার ইন্ডি জোটের বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি গেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংঃদ্যোপাধ্যায়। আর এই বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলে এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর গোয়েন্দাদের নজর রাখার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মমতাকে নিশানা করে তুললেন বিস্ফোরক অভিযোগও। ইন্ডি জোটের বৈঠক প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘দিল্লিতে কী করতে যাচ্ছেন? দিমাগি নকশালদের সঙ্গে বৈঠক করতে যাচ্ছেন। আজাদি স্লোগান যিনি দেন, তিনি কী করতে পারেন সবাই জানেন। পুলিশকে বলব ও গোয়েন্দাকে বলব ভালো করে নজর রাখবেন। এর সঙ্গে দেশবিরোধী শক্তির যেন বৈঠক না হয়। দিমাগি নকশালদের মূল মন্ত্রণাদাতা হয়েছেন উনি। এক হাতে জামাত, আরেক হাতে দিমাগি নকশাল, দুইজনকে নিয়ে চলছেন।’’ আজাদি স্লোগান নিয়ে এর আগেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দিন কয়েক আগে শ্রীরামপুরের সভা থেকে মমতা বলেছিলেন, শনিবার শ্রীরামপুরে সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস নাম ও ফুটবলার প্রতীক পাওয়ার পর শনিবারই ছিল প্রথম জনসভা। সেই সভামঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বলেন, ‘‘কেন আজাদি বলবে না, ১০০ বার বলবে। আজাদি মানে তো স্বাধীনতা। তা কেন বলা যাবে না?’’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের জবাবে শুভেন্দু বলেন, ‘‘যারা দেশের ভিতরে থেকে আজাদি বলছে, তাদের সতর্ক থাকতে হবে। গতকাল ১৫০ জন লোককে নিয়ে সভা করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেছেন আজাদি। আজাদি মানে স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা ১৯৪৭-এ মিলেছে। এই ধরনের কথা যারা বলবে, রাষ্ট্রবাদী জনতা তাদের উপড়ে ফেলে দেবে।’’ উল্লেখ্য, ইন্ডি জোটের বৈঠক উপলক্ষে আজ দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিমানবন্দরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মমতা বলেন, ‘‘নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ইন্ডি জোটের বৈঠক রয়েছে, সেজন্যই দিল্লি যাচ্ছি।’’

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-

১-র পাতার পর-করিয়ে দেন যে, শিক্ষক ও পুর নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক মূল মামলার শুনানির উপর সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ বহাল রয়েছে। এই প্রেক্ষিতেই আদালত স্পষ্ট করে, ‘‘সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ রয়েছে। তাই এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে একক বেঞ্চ কীভাবে কোনও নির্দেশ দিতে পারে? হাইকোর্ট এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। সিবিআই যদি গঠিত সিট ভেঙে ফেলতে চায়, তবে তারা সুপ্রিম কোর্টেই গিয়ে আবেদন জানাক।’’ বিচারপতির এই নির্দেশের পর সিবিআই-এর আবেদনটি হাইকোর্টের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। ফলে নিয়োগ দুর্নীতির জট খুলতে গঠিত সিটের ভবিষ্যৎ এবং সিবিআই-এর পরবর্তী পদক্ষেপ এখন সম্পূর্ণরূপে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করছে।

কলকাতা হাইকোর্টে পুলিশ

১-র পাতার পর-দমনমূলক পদক্ষেপ। আইন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ‘সার্চ ওয়ারেন্ট’ এবং নিরপেক্ষ ভিডিওগ্রাফির উপস্থিতিতেই কেবল তল্লাশি চালানো যেত। তৎকালীন রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ‘‘ভাইপোর নির্দেশে প্রশাসনকে ব্যবহার করে আমার বৃদ্ধ বাবা-মাকেও হেনস্থা করা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার আমি।’’ পুলিশের ওই বেআইনি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে হাইকোর্টে গেছিলেন শুভেন্দু। তাঁর মূল আবেদনেও অভিযোগ তোলা হয়েছিল যে, পুলিশি অভিযানের আড়ালে তৃণমূলের তৎকালীন ভোটকুশলী সংস্থা ‘আই-প্যাক’-এর প্রতিনিধিরাও ওই দলে উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ দিন পর অবশেষে রাজ্য পুলিশ নিজেই আদালতে লিখিতভাবে স্বীকার করে নিল যে, শুভেন্দুর কার্যালয় থেকে কোনও আপত্তিকর নথি বা সামগ্রী উদ্ধার হয়নি।

সোনারপুরে গরু চুরি তদন্তে চক্রের হদিস, মগরাহাট থেকে গ্রেফতার এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, সোনারপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ জয়নগরের পর এবার সোনারপুরে গোশালা থেকে গরু চুরির অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে গরু চুরি ও পাচারের একটি বড় চক্রের হদিস পেল পুলিশ। এই ঘটনায় মগরাহাট এলাকা থেকে আজগার ফকির নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয় গরু চুরি ও পাচার চক্রের অন্যতম মূল ব্যক্তি এই আজগার।তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, চক্রটির সদস্যরা জেলার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। অভিযোগ, নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করে সুযোগ বুঝে গরু চুরি করা হত। এরপর সাধারণ যাত্রীবাহী গাড়িকেই কাজে লাগিয়ে চুরি করা গরু অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হত।পুলিশের দাবি, ইনোভা বা জাইলোর মতো বড় গাড়ির পিছনের আসন খুলে ফেলা হত। এরপর গাড়ির ভিতরে গরু তুলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হত। যাত্রী পরিবহনের গাড়ি হওয়ায় বাইরে থেকে দেখলে গাড়ির ভিতরে কী রয়েছে, তা সহজে বোঝার সুযোগ থাকত না। এভাবেই পুলিশের নজর এড়িয়ে গরু সরানোর চেষ্টা করা হত বলে তদন্তকারীদের দাবি।পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আজগারের বিরুদ্ধে অতীতে বাংলাদেশে গরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগও রয়েছে। পরবর্তীতে সীমান্ত পেরিয়ে পাচারের ক্ষেত্রে সমস্যা বাড়ায় চক্রটি নিজেদের পদ্ধতি বদলায় বলে তদন্তকারীদের দাবি। বিভিন্ন এলাকা থেকে গরু সংগ্রহ করে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে সেগুলি কেটে মাংস বিক্রি করা হত বলেও পুলিশের অভিযোগ।সম্প্রতি সোনারপুরের ইসকনের গোশালা থেকে গরু চুরির অভিযোগ সামনে আসে। ঘটনার পরই সোনারপুর থানার পুলিশ তদন্তে নামে। গোশালা থেকে গরু উধাও হওয়ার ঘটনার সঙ্গে কারা যুক্ত, তা জানতে বিভিন্ন সূত্র ধরে তদন্ত শুরু হয়।আর সেই তদন্তেই আজগার ফকিরের নাম উঠে আসে বলে পুলিশ সূত্রের দাবি। এরপর মগরাহাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।তবে এক জনকে গ্রেফতার করেই তদন্তে ইতি টানতে চাইছে না পুলিশ। আজগারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের বাকি সদস্যদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। কোথা থেকে গরু চুরি করা হত, কীভাবে সেগুলি পরিবহণ করা হত এবং চুরি করা গরুগুলির শেষ গন্তব্য কোথায় ছিলএই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।পুলিশের দাবি সত্যি হলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা এই চক্রের জাল আরও বড় হতে পারে। ফলে আজগারের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে তদন্তে নতুন কী তথ্য উঠে আসে এবং চক্রের আর কারা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, এখন সেদিকেই নজর তদন্তকারীদের।

১৭ সেপ্টেম্বর-২ অক্টোবর পর্যন্ত ভারতীয় রেল জুড়ে স্বচ্ছতা হি সেবা-২০২৬ অভিযান

গোরখপুর, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ ২০২৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত ভারতীয় রেল জুড়ে স্বচ্ছতা হি সেবা-২০২৬ অভিযানটি আয়োজিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে, ২০২৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর, স্বচ্ছতা সে সমৃদ্ধি থিমের অধীনে, গোরখপুরে উত্তর পূর্ব রেল সদর দফতরে এবং তিনটি বিভাগেই রেল কর্মচারী ও প্রশিক্ষণার্থীদের রেলের স্ক্র্যাপ, যার মধ্যে পুরানো সিগন্যালিং সরঞ্জাম, কোচের যন্ত্রাংশ এবং স্ক্র্যাপ ধাতু অন্তর্ভুক্ত, সেগুলোকে দরকারী বস্তু ও শিল্পকর্মে রূপান্তরিত করার বিষয়ে সংবেদনশীল করা হয়েছিল। একটি বিমান, একটি হাঁস, একটি জলহস্তী, একটি প্রজাপতি দোলনা এবং একটি জিরাফ সহ বিভিন্ন শিল্পকর্মের মডেল তৈরি করা হয়েছিল।গোরখপুরের কোচিং ডিপোর কর্মচারীরা স্ক্র্যাপ (লোহার টুকরো, পুরানো নাট-বোল্ট, শিট এবং বর্জ্য পদার্থ) সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করে একটি বিমান এবং একটি হাঁসের সুন্দর ও আকর্ষণীয় শিল্পকর্ম তৈরি করেছেন। এই উদ্যোগটি 'বর্জ্য থেকে সম্পদ' (জুগাড় এবং বাতিল জিনিস দিয়ে শিল্প) ধারণার একটি প্রধান উদাহরণ। লখনউ ডিভিশন জুড়ে বিভিন্ন রেল স্টেশন এবং রেল চত্বরে পরিচ্ছন্নতা, জনসচেতনতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং জন অংশগ্রহণ সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করা হচ্ছে। যাত্রী, রেল কর্মচারী এবং সাধারণ জনগণকে বর্জ্যের পুনঃব্যবহার, পুনর্ব্যবহার এবং পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।ইজ্জতনগর ডিভিশন বিভিন্ন রেল স্টেশন এবং রেল চত্বরে পরিচ্ছন্নতা, জনসচেতনতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং জন অংশগ্রহণ সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করছে। 'বাজে জিনিস থেকে জুগাড়বাজে জিনিস দিয়ে শিল্প' থিমের অধীনে, ইজ্জতনগরের মেকানিক্যাল ফ্যাক্টরির বেসিক ট্রেনিং সেন্টারের আইটিআই অ্যাক্ট শিক্ষানবিশরা বাতিল রেলের স্ক্র্যাপ সামগ্রী ব্যবহার করে জলহস্তী, প্রজাপতির দোলনা এবং জিরাফের মতো বিভিন্ন সৃজনশীল ও পরিবেশবান্ধব শিল্পকর্ম তৈরি করেছেন। এই শিল্পকর্মগুলি প্রযুক্তিগত দক্ষতা, উদ্ভাবন এবং 'বর্জ্য থেকে সম্পদ' পদ্ধতির একটি চমকার উদাহরণ। একইভাবে, কাসগঞ্জ ডিপো, তানাকপুর ডিপো, কাঠগোদাম ডিপো এবং রামনগর ডিপোতে, বিভিন্ন ধরণের অব্যবহারযোগ্য ও বাতিল ধাতব বর্জ্যকে সৃজনশীল এবং দরকারী সামগ্রীতে রূপান্তরিত করা হযেছিল।বারাণসী বিভাগে ‘স্বচ্ছতা হি সেবা-২০২৬’ অভিযানের অধীনে, স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড, ইয়ার্ড, রেলওয়ে কলোনি এবং ট্র্যাকের ধারে আবর্জনাপ্রবণ ‘ঝুঁকিপূর্ণ স্থান’ চিহ্নিত করে একটি বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করা হয়েছিল। এই চিহ্নিত এলাকাগুলো থেকে আবর্জনা অপসারণ করে সেগুলোকে পরিষ্কার, সু ন্দর এবং আবর্জনামুক্ত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। একইভাবে, ‘বেস্ট ফ্রম ওয়েস্ট / আর্ট ফ্রম ওয়েস্ট’ উদ্যোগের অধীনে, রেলওয়ের বর্জ্যকে দরকারী সামগ্রীতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

কলকাতার কোয়েস্টমলে পূর্ণশপিং মল উদ্বোধন বুলগারির

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ রোমের বিখ্যাত বিলাসবহুল গয়না প্রস্তুতকারক ব্র্যান্ড 'বুলগারি কলকাতার কোয়েস্টমল এ তাদের প্রথম বুটিক উদ্বোধন করেছে। ১১৫ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই নতুন বুটিকটি ভারতে ব্র্যান্ডটির যাত্রা পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, এর মাধ্যমে শিল্প, কারুকার্য ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত এই শহরে তাদের আইকনিক গয়না, ঘড়ি অ্যাক্সেসরিজ এবং চামড়াজাত পণ্য নিয়ে আসা হয়েছে। কোয়েস্ট মলের গ্রাউন্ডফ্লোরে অবস্থিত এই বুটিকটি ইতালীয় কাক শিল্পের সাথে শহরের সমৃদ্ধ শিল্পও স্থাপত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে আধুনিক রোমের আবহকে কলকাতায় নিয়ে এসেছে।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Raksana Sultana (Old Name) W/O–Md Mahbubur Rahman residing at Vill-Bhabta Uttarpara , PO-Bhabta , PS-Beldanga , Dist-Murshidabad, West Bengal 742134 do hereby declared that I have changed my name from Raksana Sultana to Ruksana Sultana and henceforth I shall be known as Ruksana Sultana (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 28/09/2026 . My name Ruksana Sultana & Raksana Sultana both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jul fikkar Sekh (Old Name) S/O–Megha Sekh residing at Vill-Chupipota Dakshinpara , PO-Tatla , PS-Dhubulia , Dist-Nadia, West Bengal 741125 do hereby declared that I have changed my name from Jul fikkar Sekh to Julfikar Sekh and henceforth I shall be known as Julfikar Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 28/09/2026 . My name Julfikar Sekh & Jul fikkar Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Goutam Das s/o Sushil Kumar Das residing at M/262,Baishnabghata Patuli Township, P.O.- Panchasayar, P.S.- Patuli, Kolkata-700 094 do hereby solemnly affirm & declare that my father's actual name is SUSHIL KUMAR DAS instead of S DAS which is wrongly recorded in driving license no. WB 2020150110740 vide an affidavit sworn before the LD. First Class Judicial Magistrate, Alipore no. 85603 dates on 28.09.2026. SUSHIL KUMAR DAS and S DAS both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Goutam Saha, S/O. Late Shashadhar Saha, Residing at New Town , P.S. Tufanganj, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736160. That my father's full, good and correct name is Shashadhar Saha, Which is recorded in my Voter Id Card and my PAN Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 20010903234, Wherein my father's name has been recorded as Lt. Sashadhar Saha . That Said Shashadhar Saha and Lt. Sashadhar Saha, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 08. Date . 29/09/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I, ANJRA KHATUN(old name) W/o-Md. Hossain resident of 19/22, Canal Circular Road, Kankurgachi, P.S.-Manicktala, Kolkata-700054 West Bengal, do here by declare that I have changed my name from ANJRA KHATUN (old name) to ANJURA KHATUN (New name) and henceforth I shall be known as ANJURA KHATUN (New Name) in all purpose, vide affidavit No. 20211 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah on 28/09/2026. ANJRA KHATUN (old name) and ANJURA KHATUN (New name) both are same and one identical person .

NAME CHANGE

I, DOLY SARKAR alias SARKAR DOLLY (old name) W/o-Ganesh Chandra Sarkar alias Ganesh(old Name) resident of Vill.-Saktigarh, P.O.-Bongaon, P.S.-Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, PIN-743235 West Bengal, do here by declare that I have changed my & my husband's name from DOLY SARKAR alias SARKAR DOLLY (old name) W/o-Ganesh Chandra Sarkar alias Ganesh(old Name) to DOLLY SARKAR (New name) W/o Ganesh Sarkar(New Name) and henceforth we shall be known as DOLLY SARKAR W/o Ganesh Sarkar in all purpose, vide affidavit No 15279 sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas on 23/09/2026. DOLY SARKAR alias SARKAR DOLLY (old name) W/o-Ganesh Chandra Sarkar alias Ganesh(old Name) and DOLLY SARKAR (New name) W/o Ganesh Sarkar(New Name)all are same and one identical person .

নাম পরিবর্তন

আমি Sajahan Sekh, S/O Md. Sadali, গ্রামঃ হাজীপুর, পোঃ বেগুনিয়া, থানাঃ মল্লারপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার সঠিক নাম Sajahan Sekh, S/O Md. Sadali. কিন্তু ভোটার কার্ডে Sajahan Sekh, S/O Sadaaali Sekh লিপিবদ্ধ রয়েছে। আবার আধার কার্ডে আমার নাম Sahajan Sekh, S/O Md. Sadali লিপিবদ্ধ রয়েছে। ৩১.০৭.২০২৬ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৪৮৮১ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Sajahan Sekh, S/O Sadaaali Sekh and Sahajan Sekh, S/O Md. Sadali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Mahfuj Ahammed(old name) S/o-Kazi Mowlana Ahamed resident of Sithipara Road, South Kazipara, Barasat-I, P.O. Kazipara, Dist.-North 24 Pgs, Pin-700125 West Bengal, do here by declare that I have changed my name from Mahfuj Ahammed (old name) to Mohafuz Ahamed (New name) and henceforth I shall be known as Mohafuz Ahamed(New Name) in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29/09/2026. Mahfuj Ahammed (old name) and Mohafuz Ahamed(New Name) both are same and one identical person .

NAME CHANGE

I, Amena Khatun(old name) W/o-Mahafuz Ahamed resident of Sithipara Road, South Kazipara, Barasat-I, P.O. Kazipara, Dist.-North 24 Pgs, Pin-700125 West Bengal, do here by declare that I have changed my name from Amena Khatun (old name) to Amina Khatoon (New name) and henceforth I shall be known as Amina Khatoon (New Name) in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29/09/2026. Amena Khatun (old name) and Amina Khatoon(New Name) both are same and one identical person .

NAME CHANGE

I, MONOWARA KHATUN(old name) W/o- SK SALAM ALI, resident of Palpakuria, Barasat-I, P.O. Kazipara, P.S - Barasat, Dist.-North 24 Pgs, Pin-700125 West Bengal, do here by declare that I have changed my name from MONOWARA KHATUN(old name) to MONOWARA BIBI (New name) and henceforth I shall be known as MONOWARA BIBI (New Name) in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 05/03/2026. MONOWARA KHATUN (old name) and MONOWARA BIBI (New Name) both are same and one identical person .

NAME CHANGE

I, Najru Mondal, Najrul Mondal (Old Name) S/o Jalal Mondal Residing at Paltapara, P.o - Shyamnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743127, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Najru Mondal, Najrul Mondal (Old Name) to Nazrul Mondal (New Name) and henceforth I shall be known as Nazrul Mondal (New Name) in all purpose, vide affidavit no. 15 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 29-09-2026. Nazrul Mondal (New Name) and Najru Mondal, Najrul Mondal (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ujjwal Biswas my father's (Old Name) Subodh Biswas resident of Vill-Khanjipur , PO-Gopalpur , PS-Tehatta , Dist-Nadia, West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my father's name from Subodh Biswas to Subodh Chandra Biswas and henceforth my father's name shall be known as Subodh Chandra Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 21/09/2026 . My father's name Subodh Chandra Biswas & Subodh Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Indrani Mukhopadhyay (Old Name) W/o Manishi Mukhopadhyay Residing at Fortune City, 155 Old Jessore Road, Madhyamgram, District - North 24 Parganas, Pin - 700132, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Indrani Mukhopadhyay (Old Name) to Indrani Mukherjee (New Name) and henceforth I shall be known as Indrani Mukherjee (New Name) in all purpose, vide affidavit no. 16 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 29-09-2026. Indrani Mukherjee (New Name) and Indrani Mukhopadhyay (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Razzak Ali Biswas (Old Name) S/O–Md Reajuddin Biswas resident of Vill -Bhatgachhi , Po-Ranabanda, Ps-Chapra, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741123 do hereby declared that I have changed my name from Md Razzak Ali Biswas to Razzak Ali Biswas and henceforth I shall be known as Razzak Ali Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 22/09/2026 . My name Razzak Ali Biswas & Md Razzak Ali Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Bainoddin Sekh & Mohammad Bainoddin (Old Name) S/O–Abdul Maid resident of Vill –Chingnipara Velian , Po- Kalithi, Ps-Nalhati, Dist-Birbhun , West Bengal, Pin-731220 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Bainoddin Sekh & Mohammad Bainoddin to Md Bainoddin Sekh and henceforth I shall be known as Md Bainoddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 25/09/2026. My name Md Bainoddin Sekh & Mohammad Bainoddin Sekh & Mohammad Bainoddin both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Abed Sekh, son of Jabed Sekh, residing at Chandkhali, P.O.- Kumarhat, P.S.- Baruipur, Dist.- South 24 Parganas, Pin - 743387, do hereby declare that in my Voter ID Card (No. WB/15/101/510283), my name and my father's name have been inadvertently recorded as Abed Laskar and Jabed Laskar respectively. My true, correct, and legal name is Abed Sekh, and my father's correct name is Jabed Sekh, as correctly recorded in my Aadhaar Card bearing No. 9036 4998 9703. I have executed an affidavit before the Executive Magistrate at Alipore, Kol-27 on 29th September 2026 declaring that Abed Laskar and Abed Sekh are one and the same person. Henceforth, I shall be known only as Abed Sekh for all official, legal, and personal purposes.

NAME CHANGE

I, Mst Bebinas Khatun (Old Name) D/O–Md Safiulla Munsi residing at Vill & PO-Mirzapur , PS-Beldanga , Dist-Murshidabad, West Bengal 742176 do hereby declared that I have changed my name from Mst Bebinas Khatun to Mst Bebinaj Begum and henceforth I shall be known as Mst Bebinaj Begum (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 28/09/2026 . My name Mst Bebinaj Begum & Mst Bebinas Khatun both are same and one identical person.My actual date of birth 01/01/1974.

NAME CHANGE

I, Sankar Mondal (Old Name) S/O–Khagendra Nath Mondal residing at Muragacha Colony , Baglua , Hanskhali , Dist-Nadia, West Bengal 741502 do hereby declared that I have changed my name from Sankar Mondal to Sankar Chandra Mondal and henceforth I shall be known as Sankar Chandra Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 28/09/2026 . My name Sankar Chandra Mondal & Sankar Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Alla Uddin (Old Name) S/O–Sekh Halim residing at Vill & PO-Sanakpur , PS-Mollarpur , Dist-Birbhum, West Bengal 731245 do hereby declared that I have changed my name from Alla Uddin to Alauddin Sekh and henceforth I shall be known as Alauddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 28/09/2026 . My name Alauddin Sekh & Alla Uddin both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Aslem Ali (Old Name) S/O–Insan Ali residing at Vill-Narayanpur , PO-Amdahara , PS-Ranitala , Dist-Murshidabad, West Bengal 742123 do hereby declared that I have changed my name from Md Aslem Ali to Aslem Ali and henceforth I shall be known as Aslem Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 28/09/2026 . My name Aslem Ali & Md Aslem Ali both are same and one identical person.

PUBLIC NOTICE – CHANGE OF NAME & DATE OF BIRTH

I, Mostak Laskar, son of Mosaraf Laskar, resident of Chatrakhali, P.O. Fulmalancha, P.S. Basanti, District South 24 Parganas, PIN – 743329, do hereby declare that my correct name is Mostak Laskar and my correct Date of Birth is 14/10/2002, as recorded in my Birth Certificate vide Registration No. 350/2002, dated 29/10/2002. In my Aadhaar Card being no. 902049366115, my name has been erroneously recorded as Mostafa Laskar, S/O Mosaraf Laskar, instead of Mostak Laskar, and my Date of Birth has been erroneously recorded as 19/02/2002 instead of 14/10/2002. I have abandoned the name Mostafa Laskar and have assumed the name Mostak Laskar. I have also abandoned the Date of Birth 19/02/2002 and have adopted my correct Date of Birth as 14/10/2002.By virtue of an Affidavit sworn before the 1 st Class Judicial Magistrate at Alipore, South 24 Parganas, I have formally corrected these details and shall henceforth be known exclusively as Mostak Laskar with Date of Birth 14/10/2002 for all legal, official, and personal purposes. Both names refer to one and the same person.

NAME CHANGE

I, Khosh Mohammad Sk (Old Name) S/O–Inamul Sk residing at Vill-Darapnagar , PO-Haribhanga , PS-Murshidabad , Dist-Murshidabad, West Bengal 742302 do hereby declared that I have changed my name from Khosh Mohammad Sk to Khos Mohammad Sk and henceforth I shall be known as Khos Mohammad Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 28/09/2026 . My name Khos Mohammad Sk & Khosh Mohammad Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Safiqul Sk (Old Name) S/O–Najrul Sekh residing at Vill-Amarpur , PO-Dadpur , PS-Rejinagar , Dist-Murshidabad, West Bengal 742189 do hereby declared that I have changed my name from Md Safiqul Sk to Safiqul Sk and henceforth I shall be known as Safiqul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 28/09/2026 . My name Safiqul Sk & Md Safiqul Sk both are same and one identical person.

রাজ্যজুড়ে গেরুয়া-সাদা সাইকেল বিতরণ শুরু করলেন মুখ্যমন্ত্রী

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য রাজনীতির পটপরিবর্তনের পর বদলে গেল গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সামাজিক প্রকল্পের রূপ ও নাম। এতদিন যা ছিল 'সবুজ সাথী'র চেনা নীল- সাদা সাইকেল, তা এবার নতুন নাম 'সারথী' নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল গেরুয়া- সাদা রঙে। মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই নতুন সাইকেল বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাতায়াত সহজতর করতে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে এই বৃহৎ উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। নতুন রূপরেখায় গোটা রাজ্যজুড়ে মোট ৫০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ লক্ষ ৫৯ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর হাতে এই সাইকেল তুলে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, সরকারি ও সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার্থীরা এই সুবিধার আওতায় আসছে। মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের পরপরই প্রতিটি জেলায় পুরোদমে শুরু হয়েছে সাইকেল বিতরণ কর্মসূচি। মঙ্গলবার পুরুলিয়া জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নতুন ডিজাইনের এই সাইকেল তুলে দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়ার জেলাশাসক সুধীর কোন্টাম সহ জেলার অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিক ও বিশিষ্টজনেরা। পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের আমলে চালু হওয়া জনপ্রিয় 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের পাশাপাশি সাইকেলের রঙ ও বাহ্যিক গঠনেও আনা হয়েছে দৃশ্যমান পরিবর্তন। নতুন সরকারের এই পদক্ষেপে প্রকল্পের নাম ও রঙের পরিবর্তন নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও কৌতূহল লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কৃষকের বাড়িতে এনআইএ-র তল্লাশি চাঞ্চল্য বংশীহারিতে, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ বংশীহারি সাতসকালে কৃষকের বাড়িতে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এনআইএ) তল্লাশিকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারি থানার কুশকারী এলাকায়। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ মিজানুর রহমানের বাড়িতে পৌঁছায় এনআইএ-র চার সদস্যের একটি দল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। তবে কী কারণে মিজানুরের বাড়িতে এই তল্লাশি কিংবা তল্লাশিতে কোনও নথি বা সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে কি না সেই বিষয়ে এখনও বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মিজানুরের এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁর ছেলে দীর্ঘদিন ধরে বাড়ির বাইরে থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য পড়াশোনা করছেন। তিনি ইউপিএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন বলে জানা গেছে। এলাকার বাসিন্দা সামসেদুল আহমেদ বলেন মিজানুর রহমানকে আমরা ভাল মানুষ হিসেবেই জানি। এলাকার সকলের সঙ্গেই তাঁর ভাল সম্পর্ক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। তাঁর বাড়িতে এনআইএ-র তল্লাশির খবর শুনে আমরা অবাক হয়েছি। এনআইএ-র তরফে তল্লাশির কারণ বা অভিযানের বিষয়ে এখনও কোনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি।

জেএমবি-যোগের সন্দেহে মঙ্গলকোটে মসজিদের ইমামকে গ্রেফতার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর সঙ্গে যোগসূত্র থাকার সন্দেহে পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের পালিশ গ্রামের একটি মসজিদের ইমাম পিয়ার মোহাম্মদকে গ্রেফতার করল এনআইএ। মঙ্গলবার ভোরে এনআইএ ও মঙ্গলকোট থানার যৌথ বাহিনী পালিশ গ্রামের পূর্বপাড়া মসজিদে অভিযান চালায়। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ইমামকে আটক করা হয়। পরে তাকে মঙ্গলকোট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তদন্তকারীদের দাবি, জেএমবির সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পিয়ার মোহাম্মদের বাড়ি মন্তেশ্বর থানার কুলুট গ্রামে। গত তিন-চার বছর ধরে তিনি পালিশ গ্রামের পূর্বপাড়া মসজিদে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তদন্তে তার পাসপোর্টে বাংলাদেশ সফরের তথ্যও মিলেছে বলে জানা যাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তাবলিগ জামাতের কাজে বৈধভাবে প্রায় ৪০ দিন বাংলাদেশে ছিলেন তিনি। তবে ওই সফরের সময় জেএমবির কোনও সদস্যের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছিল কি না বা কোনও বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পিয়ার মোহম্মদের সঙ্গে আরও কারও যোগাযোগ রয়েছে কি না, কিংবা কোনও বৃহত্তর নেটওয়ার্কের যোগসূত্র রয়েছে কি না, সেদিকেও নজর তদন্তকারীদের। পালিশ গ্রামটি পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের তৃণমূলের সভাধিপতির গ্রামের হিসেবেও পরিচিত। তবে গ্রামটির ওই রাজনৈতিক পরিচয়ের সঙ্গে ইমাম গ্রেফতারের ঘটনার কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, এমন কোনও তথ্য তদন্তকারীদের তরফে জানানো হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, পিয়ার মোহাম্মদকে তারা শান্ত ও সাধারণ স্বভাবের মানুষ হিসেবেই জানতেন। তার গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

সেবা সংকল্প অভিযানে গঙ্গারামপুরে বিজেপির স্বচ্ছতা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

রতন দে, বালুরঘাট, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ এক হাতে ঝাঁটা, অন্য হাতে গাছের চারা। কোথাও ময়লা সাফ, কোথাও মাটিতে পোঁতা হচ্ছে চারা। মঙ্গলবার গঙ্গারামপুরের যাদববাটি চড়কতলা ও শিবতলা এলাকায় সেবা সংকল্প অভিযানে ধরা পড়ল এমনই ছবি। স্বচ্ছতার পথে সাফাই অভিযান তারই পাশে সবুজের বার্তা নিয়ে বৃক্ষরোপণ-দুই কর্মসূচিকে একসঙ্গে সামনে রাখল বিজেপি। গঙ্গারামপুর বিধানসভার ১ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মসূচিতে এলাকার বিভিন্ন অংশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করা হয়। পাশাপাশি একাধিক জায়গায় বৃক্ষরোপণ করা হয়। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা এবং পরিবেশ রক্ষায় সাধারণ মানুষকে সচেতন করার বার্তাও দেওয়া হয় দলের তরফে। কর্মসূচিতে ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী জেলা সহ-সভাপতি অশোক বর্ধন এবং ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি লালন দেবশর্মা। উপস্থিত ছিলেন জেলা ও মণ্ডলের অন্যান্য নেতৃত্বও। সেবা সংকল্প অভিযানের মাধ্যমে সামাজিক কর্মকাণ্ডে দলের অংশগ্রহণের বার্তাই তুলে ধরা হয়।

পূজোর ভিড় সামাল দিতে অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুজোর আগে ভিড় সামাল দিতে মেট্রোরেল আগামী মাসের প্রথম দুটি শনি ও রবিবার অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী শনিবার ও দশ তারিখে ব্লু লাইন করিডরে আপ ও ডাউনে দিনে ২৫২টির পরিবর্তে ২৭২ টি, গ্রীন লাইনে ২১২টির পরিবর্তে ২৩৬ টি, ইয়েলো লাইনে ৯২ টির পরিবর্তে ১২০ টি ট্রেন চালানো হবে বলে আজ মেট্রোর তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে আগামী রবিবার ও ১১ অক্টোবর ব্লু লাইনে ১৮৮ টি, গ্রীন লাইনে ১২৫টি ও ইয়েলো লাইনে ৭৮ টি ট্রেন চালানো হবে। তবে এই দুদিন পার্পেল এবং অরেঞ্জ লাইনে কোন মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে না বলে জানানো হয়েছে।

জ্ঞানেশ কুমারের হয়ে বিজেপি কেন জবাব দিচ্ছে? জ্ঞানেশ কি বিজেপির লোক? প্রশ্ন তুললেন অধীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের হয়ে বিজেপি কেন জবাব দিচ্ছে? তিনি কি বিজেপির লোক? মঙ্গলবার বহরমপুরের সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই প্রশ্নই তুললেন লোকসভায় কংগ্রেসের প্রাক্তন দলনেতা তথা বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী। প্রসঙ্গত জ্ঞানেশ কুমারকে যখন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে মনোয়ন করা হয় সেই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন অধীর চৌধুরী। সেই সময় কংগ্রেস সাংসদ জ্ঞানেশ কুমারের মনোনয়নের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন এবং তাঁর 'নোট অফ ডিসেন্ট' নথিভুক্তও করিয়েছিলেন। সম্প্রতি একটি সর্বভারত ইংরেজি সংবাদ মাধ্যমের একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয় এসআইআর প্রক্রিয়া চলার সময় গত দশ মাসে কমপক্ষে ১৪ টি বিষয় নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বাকি দুই নির্বাচন কমিশনারের মতবিরোধ হয়েছিল। আর এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পরই জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ চেয়ে দেশজুড়ে বিক্ষোভে নেমেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। অধীর চৌধুরী আজ প্রশ্ন তোলেন, জ্ঞানেশ কুমারের হয়ে বিজেপি কেন জবাব দিচ্ছে ? সে তো কারও নির্দেশেই এই কাজগুলো করেছিল। নির্বাচন কমিশন একটি নিরপেক্ষ সংস্থা, তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে। এই ক্ষমতা ভারতের সংবিধান তাদের দিয়েছে, এটা কোনও রাজনৈতিক দল দেয়নি। কিন্তু জ্ঞানেশ কুমারের পক্ষে যখন বিজেপি সংবাদ মাধ্যমে সওয়াল করছে তা থেকে এটা প্রমাণিত তিনি নিজের ইচ্ছায় এই কাজ করেনি, কারও ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। অধীর চৌধুরী আরও বলেন, আমরা আগেই আশঙ্কা করেছিলাম পেছন থেকে কারও অঙ্গুলি হেলনে জ্ঞানেশ কুমার এই কাজ রূপায়িত করেছিলেন। না হলে বিজেপি হঠাৎ কেন ময়দানে নামবে? ভারতে এত রাজনৈতিক দল রয়েছে কারও মাথাব্যথা নেই, বিজেপির কেন মাথাব্যথা হচ্ছে জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়ে?তাহলে কি উনি বিজেপির কোনও লোক ? অধীর চৌধুরী অভিযোগ করেন, কিছুদিন আগে এক প্রাক্তন আমলা অভিযোগ করেছিলেন জ্ঞানেশ কুমার তাঁকে বলেছিলেন মোদী খুব ভালো লোক , তাঁর দলের টিকিট নাও ক্যাবিনেটে মন্ত্রী আমি করে দেবো। তাই জ্ঞানেশ কুমার প্রকৃত অর্থেই বিজেপির লোক। এতদিন আমরা জানতাম সরকার ঠিক করার জন্য মানুষ ভোট দেয় কিন্তু এখন সরকার ঠিক করে দিচ্ছে কে ভোট দেবে, আর দেবে না ! এটা হয়েছে জ্ঞানেশ কুমারের দৌলতে। লোকসভার কংগ্রেস দলের প্রাক্তন দলনেতা অধীর চৌধুরী আরও বলেন, আমি প্রথম দিনই তাঁর নিয়োগের বিরোধিতা করেছিলাম। এই লোকটা পাক্কা বিজেপির লোক। স্বাভাবিকভাবেই বিজেপির মাথাব্যথা তো হবেই। তাই বিজেপি তাঁর হয়ে সাওয়াল করছে। কিন্তু ভারতের মানুষের কাছে এসব পরিস্কার হয়ে গেছে। অন্যদিকে জ্ঞানেশ কুমার ইস্যুতে বুধবার দিল্লিতে বৈঠকে বসতে চলেছে ইন্ডিয়া জোটের শরিকেরা। এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই মমতা ব্যানার্জি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন। এপ্রসঙ্গে অধীর চৌধুরী বলেন, নির্বাচনে হেরেছেন বলে তাঁকে দিল্লি যেতে হচ্ছে। ইন্ডিয়া জোটের বিরোধিতা না করে প্রথম থেকে যদি সমর্থন করতেন তাহলে ভারতের এই অবস্থা নাও হতে পারতো। অধীর চৌধুরী বলেন, রাহুল গান্ধীকে নেতা মানতে কারও আপত্তি থাকতেই পারে। কিন্তু এটাই বাস্তব তাঁকে সামনে রেখে সকলের ভাবনা চিন্তা করা উচিত।

জলের গুণমান পর্যবেক্ষণ ও খাবার জলের সুবিধা মজবুত করছে উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২৯ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সম্প্রতি পান্ডু-তে অবস্থিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের পরিদর্শন করেছে। যার উদ্দেশ্য ছিল জল শোধন এবং জলের গুণমান তদারকি সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি পর্যালোচনা করা এবং রেলওয়ে কর্মচারী ও যাত্রীদের জন্য সুরক্ষিত ও উন্নত মানের পানীয় জলের প্রাপ্যতা আরও সুনিশ্চিত করা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ মেডিকেল ডিরেক্টর (পিসিএমডি) ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কার্যকারিতা এবং শোধিত জলের গুণমান তদারকির ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য প্ল্যান্টটি পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনের সময় টার্বিডিটি ও রেসিডুয়াল ক্লোরিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপকগুলি যাচাই করা হয় এবং সেগুলি সন্তোষজনক পাওয়া যায়। পরিদর্শনের সময় শোধিত জলে রেসিডুয়াল ক্লোরিনের মাত্রা ২ পিপিএম রেকর্ড করা হয়। সুরক্ষিত ও পর্যাপ্ত খাবার জল সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জলের গুণমান নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং জল শোধনাগারটির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ওপরও এই পরিদর্শনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্ল্যান্টটিতে নেওয়া পদক্ষেপগুলি পানীর গুণমান স্থিতিশীল রাখতে এবং রেলওয়ে কর্মচারী ও যাত্রীদের জন্য সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার পরিবেশ শক্তিশালী করতে সহায়তা করে। পরিদর্শনের সময় মালিগাঁও ও পান্ডুর চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। সুরক্ষিত ও উন্নতমানের পানীয় জলের ধারাবাহিক সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের জলের গুণমান নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং জল শোধন ব্যবস্থার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই পরিদর্শনটি স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার উচ্চমান বজায় রাখা এবং রেলওয়ে কর্মচারী ও যাত্রীদের জন্য সুরক্ষিত পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকেই তুলে ধরে।

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিসিপিএম-জিএস-ইএনজি-এসডিএএইচ-০৪-২৬-২৭ **(সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন টেন্ডার), তারিখঃ** ২৪.০৯.২০২৬। ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার, গতিশক্তি ইউনিট/ ইঞ্জিনিয়ারিং, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৪র্থ তল, ডিআরএম ভবন, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং- এর জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** কেপিএডব্লুঃ টিআর লাইনে রেলওয়ে ট্র্যাককে জিরো-লেভেল ট্র্যাকে রূপান্তর। **আনুমানিক মূল্য (টাকা)ঃ** ₹ ৮,৫২,৭১,৯৮৩.০৫; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য; **বায়না অর্থঃ** ₹ ১৭,০৫,৪০০.০০; **কাজ শেষ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস; **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৩.১০.২০২৬, দুপুর ৩টায়। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। টেন্ডারের জন্য বিডিং উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এই টেন্ডারের জন্য কোনও ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং যদি কোনও ম্যানুয়াল অফার প্রাপ্ত হয় তবে তা গৃহীত হবেনা এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। SDAH-242/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-৪৪সি-২৫ তারিখ ২৩.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক **টেন্ডার নং.ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-৪৪সি-২৫** - এর জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **স্থানসহ কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনের অধীনে আইসোলেটেড শাখায় প্রবেশকারী ট্রেনের সুরক্ষার জন্য স্টপ সিগন্যাল-এর পরবর্তী 'ইনসুলেটেড ওভারল্যাপ' স্থানান্তরের সাথে সম্পর্কিত ২৫কেভি ওএইচই সংক্রান্ত কাজ। **কাজের আনুমানিক খরচঃ** ₹ ১,৮৯,০৭,৪১১.৭০। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ/ বিড সিকিউরিটি জমা দিতে হবেঃ** ₹ ৩,৭৮,১০০.০০; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদঃ** এলওএ ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। **টেন্ডারের শেষ তারিখ ও সময়ঃ** ২২.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়। **টেন্ডার খোলা হবেঃ** টেন্ডার জমা শেষ হওয়ার পর যে কোনো সময় টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিস্তারিত/ বিবরণ/ স্পেসিফিকেশন জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং যদি তা প্রাপ্ত হয় তবে কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না এবং সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে। HWH-356/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Hooghly-Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092

Notice for invitation e-Tender

e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/Eng/NIT10/9e/26 (2nd Call)
Memo No-: 3031/Eng/S.D Dated: 29.09.2026

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for Civil works under this Municipality. **Vide e-Tender ID No. 2026_MAD_1043632_01-02**
Closing date of Bid submission is 07.10.2026 up to 12.00 hours. Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website- **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Administrator/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 342 Tender Notice Date: 29/9/2026

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 342/9/2026-2027 (Pwd-GovtCell)** dated 29/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: 7/10/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 346 Tender Notice Date: 29/9/2026

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 346/9/2026-2027 (Pwd-GovtCell)** dated 29/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: 7/10/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 341 Tender Notice Date: 29/9/2026

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 341/9/2026-2027 (Pwd-GovtCell)** dated 29/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: 14/10/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 340 Tender Notice Date: 29/9/2026

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 340/9/2026-2027 (Pwd-GovtCell)** dated 29/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: 14/10/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 344 Tender Notice Date: 29/9/2026

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 344/9/2026-2027 (Pwd-GovtCell)** dated 29/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: 7/10/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 345 Tender Notice Date: 29/9/2026

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 345/9/2026-2027 (Pwd-GovtCell)** dated 29/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: 7/10/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 343 Tender Notice Date: 29/9/2026

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 343/9/2026-2027 (Pwd-GovtCell)** dated 29/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: 14/10/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 339 Tender Notice Date: 29/9/2026

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 339/9/2026-2027** dated 29/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 05/10/2026, at 2.00 PM).
Last date of E-Submission: 14/10/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officer
South Dum Dum Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-IV, KMC** invite e-tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No. : KMC/EE(C)/IV/22/003/2026-2027/R
Name of work : **Repairing of collapsed pit, catch pit, S.W pipe at Nawab Lane, Jagannath Ghat Road and others places in Ward No.-22**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 2,96,309.31.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **12.10.2026 - 11 a.m.** The tender will be opened on: **14.10.2026 - 11 a.m.**

2. NIT No. : KMC/BR-IV/21/14/26-27/R
Name of work : **Repairing of asphaltum road at Katgola Lane, Ramseth Road, 14, Cross Road and other places in Ward No.-21**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 2,95,477.93.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **25 Days**. Last date and time of submission of bid: **09.10.2026 - 11 a.m.** The tender will be opened on: **12.10.2026 - 11 a.m.**

3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/E158/26-27/R
Name of work : **Repairing of IP, concrete passage at Ramdulal Sarkar St, Umesh Dutta Lane and other places in Ward No.-26 under Borough-IV**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 2,89,363.94.** Earnest Money : **Rs. 5,800.00**. Period of Completion : **30 Days**.

4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/027/07/26-27/R
Name of work : **Repairs to collapsed sewer line, inspection pits, catch pits at 5, Azad Hind Bag, 26, 29A Ram Mohan Saha Lane, 14B, D.L. Roy St and other places in Ward No.-027**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 4,45,664.99.** Earnest Money : **Rs. 9,000.00**. Period of Completion : **120 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.10.2026 - 11 a.m.** (for Sl. No. 3 & 4). The tender will be opened on: **09.10.2026 - 11 a.m.** (for Sl. No. 3 & 4). The bid forms and other details are available on and from **30.09.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1) and **29.09.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 2 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **Executive Engineer (C)/Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No. : KMC/IX/082/010/2026-2027/R
Name of work : **Urgent restoration of paverblock passage from 32, Joinuddin Mistry Lane to 77, Alipore Road etc disturbed by Rat in Ward-82**. Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,99,564.61.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.10.2026 - 2 p.m.** Tender will be opened on: **09.10.2026 - 2 p.m.**

2. NIT No. : KMC/IX/082/013/2026-2027/R
Name of work : **Maintenance of guard rail by painting at Chetla Central Road, Peary Mohan Roy Road, Gobinda Auddy Road etc in Ward-82**. Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,90,251.78.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **90 Days**.

3. NIT No. : KMC/IX/073/014/2026-2027
Name of work : **Repairing of damaged passages (paverblock & I.P.S) at Basanta Bose Road, Rajeswar Dasgupta Road, A T M Road, S P M Road and etc in Ward No.-73**. Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,93,015.81.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **05.10.2026 - 12 noon** (for Sl. No. 2 & 3). Tender will be opened on: **07.10.2026 - 12 noon** (for Sl. No. 2 & 3).

4. NIT No. : KMC/IX/073/010/2026-2027
Name of work : **Maintenance of road side kerb by painting at Harish Chatterjee St., Hazra Road, Kalighat Road, Harish Mukherjee Road, A T M Road, S P M Road & Basanta Bose Road in Ward No.-73**. Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 3,88,112.93.** Earnest Money : **Rs. 8,000.00**. Period of Completion : **45 Days**.

5. NIT No. : KMC/IX/082/012/2026-2027/R
Name of work : **Maintenance of kerb stone of Chetla Central Road, Peary Mohan Roy Road, Gobinda Auddy Road etc in Ward-82**. Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,15,264.53.** Earnest Money : **Rs. 8,310.00**. Period of Completion : **45 Days**.

6. NIT No. : KMC/IX/082/011/2026-2027/R
Name of work : **Raising of L.H/M.H/G.P covers and frames at Alipore Road (Low Level), Peary Mohan Roy Road, P.G. Lane, Paramhangsha Dev Road, Mohesh Ch. Dutta Lane etc in Ward-82**. Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,99,262.41.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **09.10.2026 - 2 p.m.** (for Sl. No. 4 to 6). Tender will be opened on: **12.10.2026 - 2 p.m.** (for Sl. No. 4 to 6). The bid forms and other details are available on and from **28.09.2026 (2 p.m.)** (for Sl. No. 1), **26.09.2026 (12 noon)** (for Sl. No. 2 to 3) and **29.09.2026 (2 p.m.)** (for Sl. No. 4 to 6). The website **http://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 3). **https://etender.wb.gov.in** (for Sl. No. 4 to 6).

7. NIT No. : KMC/IX/078/008/2026-2027
Name of work : **Maintenance of paver block footpath, passage near 57, 66, D.H Road and relaying kerb - channel stone in some stretches and ancillary works in Ward No.-078**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,98,254.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **21 Days**.

8. NIT No. : KMC/IX/078/018/2026-2027
Name of work : **Improvement I.P.S footpath and relaying of kerb & channel stone at 22A, to 7, Ekbalpore Lane, Nawab Ali Lane, etc in Ward No.-078**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,98,927.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **21 Days**.

9. NIT No. : KMC/IX/078/022/2026-2027
Name of work : **Restoration of IPS passages at Ibrahim Road & Ekbalpore Road Jn. 24, Ekbalpore Road etc in Ward No.-78**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,47,598.00.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **21 Days**.

10. NIT No. : KMC/IX/078/026/2026-2027
Name of work : **Restoration of I.P. passages at 8/H/23 B.K. Road 23 Rajab Ali Lane uttaran and different uttaran place in Ward No.-78**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,91,663.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.

11. NIT No. : KMC/IX/078/027/2026-2027
Name of work : **Repairing of uttaran latrine at 8, 12/1 Mayurbhanj Road, 13D Rajab Ali Lane, 2/H/7, 21/A Nawab Ali Lane, 21, Ekbalpore Lane and etc in Ward No.-078**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,98,078.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.

12. NIT No. : KMC/IX/078/035/2026-2027/UTTARAN
Name of work : **Maintenance of uttaran sewer line by desilting work along Ekbalpore Lane, Mominpore Road, Shah Aman Lane etc in Ward No.-078**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,99,900.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.

13. NIT No. : KMC/IX/078/023/2026-2027
Name of work : **Improvement of I.P.S footpath and relaying of kerb, channel stone from 13/H/18 to 13/H/7/1 Mayurbhanj Road in Ward No.-078**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,92,484.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

14. NIT No. : KMC/IX/075/017/2026-2027
Name of work : **Demarcation with bamboo piling at Takta Ghat for ensuing Chhath Puja in Ward No.-075 (IX/075/017/2026-2027)**. Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,91,238.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **21 Days**.

15. NIT No. : KMC/IX/078/033/2026-2027
Name of work : **Restoration of asphaltum road surface at Meher Ali Mandal Street and Bindu Bashini Street in Ward No.-78 Br-IX**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,71,661.00.** Earnest Money : **Rs. 3,500.00**. Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **09.10.2026 - 12 noon** (for Sl. No. 7 to 15). Tender will be opened on: **12.10.2026 - 12 noon** (for Sl. No. 7 to 15). The bid forms and other details are available on and from **29.09.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 7 to 15). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 7 to 15).

16. NIT No. : KMC/IX/071/030/2026-2027/DESILTING
Name of work : **Maintenance of sewerline by desilting at 28/1, 28, 31, Sambhunath Pandit Street and others areas in Ward-71**. Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 1,99,233.44.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.

17. NIT No. : KMC/IX/071/015/2026-2027
Name of work : **Maintenance of kerb channel by painting at both side of Debendra Lal Khan Road and Sambhunath Pandit Street in Ward No.-071**. Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,20,520.37.** Earnest Money : **Rs. 4,500.00**. Period of Completion : **30 Days**.

18. NIT No. : KMC/IX/071/019/2026-2027/R
Name of work : **Restoration of road surface and allied works at School Row and surrounding areas in Ward No.-071**. Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,81,699.78.** Earnest Money : **Rs. 5,700.00**. Period of Completion : **60 Days**.

19. NIT No. : KMC/IX/071/017/2026-2027
Name of work : **Maintenance of guard rail by painting along Debendra Lal Khan Road, Harish Mukherjee Road, Ashutosh Mukherjee Road in Ward No.-071**. Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,29,750.96.** Earnest Money : **Rs. 8,600.00**. Period of Completion : **60 Days**.

20. NIT No. : KMC/IX/071/016/2026-2027
Name of work : **Maintenance of kerb channel by painting at Harish Mukherjee Road and Ashutosh Mukherjee Road in Ward No.-071**. Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 1,99,949.24.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

21. NIT No. : KMC/IX/074/031/2026-2027
Name of work : **Construction of road surface in front of Premises No. 11/1, Burdawan Road, on land gifted to KMC by the owner, in Ward No.-074**. Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,99,644.97.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.

22. NIT No. : KMC/IX/074/022/2026-2027
Name of work : **Maintenance of drainage system by erecting new catch pit with connection and associated works at Junction of Alipore & Burdawan Road in Ward No.-74**. Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,51,750.41.** Earnest Money : **Rs. 5,100.00**. Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **09.10.2026 - 12 noon** (for Sl. No. 16 to 22). Tender will be opened on: **12.10.2026 - 12 noon** (for Sl. No. 16 to 22). The bid forms and other details are available on and from **29.09.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 16 to 20) and **30.09.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 21 & 22). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 16 to 22).

551/26-27

শুটিংয়ে সোনা জিতে অসাধ্যসাধন নীরুর

সংবাদ সংস্থা, আইচি-নাগেয়া, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়ান গেমস শুরু হওয়ার ঠিক দশ দিন আগে হাসপাতালের বিছানায় কেটেছে দিন। মারাত্মক অসুস্থতা, টানা পাঁচ দিন কিছু খেতে না পারা-সবকিছু মিলিয়ে জাপানের নাগোয়ায় তাঁর অংশগ্রহণ নিয়েই ছিল বড় প্রশ্নচিহ্ন। কিন্তু যাবতীয় প্রতিকূলতা উড়িয়ে শ্যুটিং রেঞ্জে নেমে ইতিহাস গড়ে ফেললেন নীরু ঢান্ডা। প্রথম ভারতীয় মহিলা শুটার হিসেবে ট্র্যাপের ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জিতে নিলেন তিনি। প্রতিযোগিতার মাত্র দশ দিন আগে ভোপালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ২৬ বছরের এই শুটার। প্রবল জ্বরের জেরে সোয়াইন ফ্লু বা এইচওয়ানএনওয়ান সংক্রমণের আশঙ্কায় হাসপাতালে কাটাতে হয় তাঁকে। একটানা পাঁচ দিন মুখে খাবার তোলার জো ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই এশিয়াডে তাঁর ফর্ম ও খেলা নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে অনিশ্চয়তা। কিন্তু ভোপাল শুটিং একাডেমির এই লড়াকু কন্যা হার মানেননি। সব বাধা পেরিয়ে যোগ্যতা অর্জন পর্বে যৌথভাবে শীর্ষে থেকে ১১৮ স্কোর করে গেমস রেকর্ড গড়েন নীরু। মানসিক জোর বজায় থাকে ফাইনালেও। অত্যন্ত ঠান্ডা

মাথায় শুটিং চালিয়ে যান। ফাইনালে মোট ২৮টি নিখুঁত শটে ভেঙে দেন আগের এশিয়ান রেকর্ড। চিনের সুন ইউনাং ২৬ পয়েন্ট নিয়ে রুপো এবং কুয়েতের আব্দুলমালিক হাজার ২১ পয়েন্ট নিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন। চলতি বছরেই জুলাই মাসে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে আইএসএসএফ বিশ্বকাপে সোনা জিতেছিলেন নীরু। এশিয়াডের এই সাফল্য তাঁর কেরিয়ারের মুকুটে জুড়ে দিল সবচেয়ে উজ্জ্বল পালক। জয়ের পর নিজের কঠিন লড়াইয়ের কথা স্মরণ করে নীরু জানান, ব্যক্তিগত কোচ মনশের সিং তাঁকে মানসিকভাবে চাঙ্গা রেখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ''মনশের স্যার শুধু বলেছিলেন যা হয়ে গেছে ভুলে যাও এবং লক্ষ্যের দিকে ফোকাস করো, সেটাই আমি করেছি।'' ঐতিহাসিক পদক উৎসর্গ করেছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানদের এবং প্রয়াত রাজা রণধীর সিংকে। উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালের এশিয়ান গেমসে ভারতের প্রথম ট্র্যাপ সোনা জেতেন রাজা রণধীর সিং। আর এবার প্রথম মহিলা হিসেবে সেই সোনা জিতলেন নীরু ঢান্ডা। শুটিং নীরুর আসার নেপথ্যে রয়েছে পারিবারিক প্রণোদনা। তাঁর তুতো ভাই লক্ষ্য শেওরন, যিনি ২০১৮ সালের এশিয়ান গেমসে রুপো জিতেছিলেন, তিনিই নীরুকে এই খেলায় আসার উৎসাহ দেন। নিজের বন্দুক দিয়ে শুরুটা করিয়েছিলেন লক্ষ্য। চলতি গেমসে এর আগে আশিমা আহলাওয়াত এবং মনীষা কিয়েরকে সঙ্গে নিয়ে দলগত ট্র্যাপ শুটিং রুপোও জিতেছেন নীরু। এবার ব্যক্তিগত সোনা! যার সুবাদে ভারতীয় ক্রীড়া ইতিহাসের পাতায় নীরুর নাম পাকাপাকিভাবে খোদাই হয়ে গেল।

ফাইনালে উঠলেন পারভিন ও অঙ্কুশ, ব্রোঞ্জ জিতে এশিয়াডের রিংয়ে নতুন নজির নরেন্দ্রর

সংবাদ সংস্থা, আইচি-নাগেয়া, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়ান গেমসের রিংয়ে ভারতের জয়জয়কার। লড়াকু মানসিকতা দেখিয়ে মহিলা পুরুষদের বক্সিংয়ের ফাইনালে জায়গা করে নিলেন যথাক্রমে পারভিন হুডা এবং অঙ্কুশ পাঙ্গাল। সোনা জয়ের লক্ষ্য নিয়ে আগামী

দিনে রিংয়ে নামবেন তাঁরা। অন্যদিকে, সেমিফাইনালে দুরন্ত লড়েও হার মানতে হল অভিজ্ঞ বক্সার নরেন্দ্রকে। ব্রোঞ্জ পদক জিতেই সন্তুষ্ট থাকলেন তিনি। মহিলাদের ৬৫ কেজি বিভাগের সেমিফাইনালে চিনের লি শুর বিরুদ্ধে একপেশে ও দাপুটে জয় ছিনিয়ে নেন পারভিন হুডা। প্রথম রাউন্ডে লড়াই কিছুটা কঠিন হলেও পরের দুটি রাউন্ডে প্রতিপক্ষকে মাথা তোলার সুযোগই দেননি। ৫-০ ব্যবধানে সর্বসম্মত রায়ে লড়াই জিতে ফাইনালের টিকিট পাকা করেন পারভিন। এই জয়ের ফলে রুপো নিশ্চিত। সোনা জয়ের লড়াইয়ে তিনি মুখোমুখি হবেন চাইনিজ তাইপের চেন নিয়েন-চিনের। এমসি মেরি কম এবং লভলিনা বরগোঁহাইয়ের পর মাত্র তৃতীয় ভারতীয় মহিলা বক্সার হিসেবে এশিয়ান গেমসের ফাইনালে পৌঁছানোর নজির গড়লেন পারভিন। পুরুষদের ৮০ কেজি বিভাগের সেমিফাইনালে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন তরুণ বক্সার অঙ্কুশ পাঙ্গালের! প্রতিপক্ষ ছিলেন বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তথা শক্তিশালী উজবেকিস্তানের বক্সার ফজলিদ্দিন এরকিনবোয়েভ। প্রথম রাউন্ডে ১-৪ ব্যবধানে পিছিয়ে প।ার পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ান অঙ্কুশ। পরের দুটি রাউন্ডে পাঞ্চ ও ট্যাকটিক্যাল গেমে প্রতিপক্ষকে চুপ করিয়ে দেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৪-১ ব্যবধানে স্প্লিট ডিসিশনে ম্যাচ জিততেই ফাইনালে জায়গা পাকা। ইতিহাস বলছে, ২০১৮ সালের জাকার্তা গেমসে অমিত পাঙ্গালের স্বর্ণপদক জয়ের পর এই প্রথম কোনও ভারতীয় পুরুষ বক্সার এশিয়ান গেমসের ফাইনালে উঠলেন। পুরুষদের প্লাস ৯০ কেজি বিভাগের সেমিফাইনালে কাজাখস্তানের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আইবেক ওরালবের মুখোমুখি হন নরেন্দ্র। বিশ্বচ্যাম্পিয়নের শক্তিশালী পাঞ্চ এবং নিখুঁত ডিফেন্সের সামনে নিজের সেরাটা দিতে পারেননি ভারতীয় বক্সার। ৫-০ ব্যবধানে সর্বসম্মত রায়ে হেরে যাওয়ায় ব্রোঞ্জ পদক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাঁকে। এর আগে ২০২২ সালের হাংঝৌ এশিয়ান গেমসেও ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন নরেন্দ্র। টানা দ্বিতীয়বার পোডিয়ামে জায়গা পেলেন তিনি। চলতি এশিয়ান গেমসে ভারতীয় বক্সারদের পারফরম্যান্স অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। সেমিফাইনাল লড়াইয়ের সুবাদে ভারত ইতিমধ্যে মোট ছটি বক্সিং পদক নিশ্চিত করেছে, যা গত আসরের পাঁচটির রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেল। এখন দেখার, ফাইনালে পারভিন ও অঙ্কুশ দেশের ঝুলিতে কতগুলি সোনা এনে দিতে পারেন।

কবে প্রকাশ পাবে ওয়ানডে বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি? দিনক্ষণ জানাল আইসিসি

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ ২০২৩ সালের ঘরের মাঠে ফাইনাল হারের ক্ষত এখনও টাটকা। রোহিত-কোহলিদের ১৬ বছরের খরা কাটানোর মিশন এবার মহাদেশীয় লড়াইয়ে। আগামী ওয়ানডে বিশ্বকাপ নিয়ে বিশ্বজুড়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের কৌতূহলের শেষ নেই। ঠিক কবে প্রকাশ পাবে এই মেগা টুর্নামেন্টের পূর্ণাঙ্গ সূচি? সেই দিনক্ষণ আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল। ক্রিকেট বোর্ডের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী ১ অক্টোবর অর্থাৎ বৃহস্পতিবার কেপ টাউনে বসবে এই টুর্নামেন্টের সূচি প্রকাশের আসর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল এবং ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা যৌথভাবে ২০২৭ বিশ্বকাপের দিনক্ষণ সামনে আনবে। একই দিনে ভক্তদের জন্য টিকিট সংক্রান্ত প্রক্রিয়াও শুরু হবে। যদিও এখনই সরাসরি টিকিট বিক্রি শুরু হচ্ছে না, তবে ১ অক্টোবর থেকে টিকিট ব্যালটের জন্য নাম রেজিস্ট্রি করতে পারবেন আগ্রহীরা। টুর্নামেন্টটি নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী আগামী বছরের ১ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত চলার কথা। এবারের ওয়ানডে বিশ্বকাপ যৌথভাবে আয়োজন করছে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে এবং নামিবিয়া। ১৪ দলের এই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার লড়াই ইতিমধ্যে জমে উঠেছে। যোগ্যতা অর্জনের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর। আয়োজক হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবোয়ে সরাসরি জায়গা পাকা করে ফেলেছে। আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের ওপর ভিত্তি করে বাকি দলগুলোর ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে। চলমান সমীকরণ অনুযায়ী, ভারত, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ র‍্যাঙ্কিংয়ের সুবাদে সরাসরি বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়ার পথে এগিয়ে। বাংলাদেশ নবম স্থানে থাকলেও দক্ষিণ আফ্রিকা আয়োজক হিসেবে সরাসরি কোয়ালিফাই করায় সুবিধা পাচ্ছে। তবে দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে মূল পর্বে পৌঁছাতে আগামী বছর বাছাইপর্বের বৈতরণী পার করতে হবে। এ ছাড়া বাছাইপর্ব থেকে উঠে আসবে আরও চার দল। গত সংস্করণে অপরাজিত থেকেও ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে ট্রফি হাতছাড়া হয়েছিল ভারতের। ফলে ২০২৭ সালের এই টুর্নামেন্টে নিজেদের ভুল শুধরে ফের শিরোপা জয়ের জন্য ঝাঁপাবে টিম ইন্ডিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই হাইভোল্টেজ টুর্নামেন্টের পূর্ণাঙ্গ সূচি সামনে আসার পরই পরিষ্কার হয়ে যাবে কোন দল কার বিরুদ্ধে কবে মাঠে নামছে।

সদস্য দেশগুলোকে মোটা অঙ্কের অর্থ দিতে চান ফিফা সভাপতি

সদস্য সংস্থাগুলোকে লাল লাখ মার্কিন ডলার বিতরণের বিষয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। 'দ্য অ্যাথলেটিক' এবং 'ইএসপিএন'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ছয়টি কনফেডারেশনের প্রধানদের কাছে পাঠানো চিঠিতে ফিফা প্রধান জানিয়েছেন যে, প্রতিটি দেশকে কত টাকা দেওয়া হবে, তা ফিফা কাউন্সিলে আগামী ১৫ অক্টোবরের বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে থাকবে।

জুরিখ, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ 'দ্য অ্যাথলেটিক'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইনফান্তিনো লিখেছেন, যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে এই তহবিল দেওয়া হবে। ''টাকার পরিমাণ নিয়ে আগে থেকে কোনো মন্তব্য করব না। সর্বোচ্চ পরিমাণ অতিরিক্ত তহবিলকে সমর্থন করব আমি, যা ফিফার যথাযথ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার

মাধ্যমে দায়িত্বের সঙ্গে প্রদান করা সম্ভব, ন্যায্যভাবে প্রয়োগ করা হবে এবং স্বচ্ছ ও নিরীক্ষণযোগ্য ব্যবস্থার দ্বারা সমর্থিত হবে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রশংসার যোগ্য। এখন আর্থিক প্রমাণ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং বাস্তবায়নকে অবশ্যই একে সমর্থন করতে হবে। একটি একক অঙ্ক আলোচনার সূচনা করতে পারে, কিন্তু তা একটি বৈশ্বিক নীতিকে সম্পূর্ণ করতে পারে না। তাই আমি সমস্ত প্রস্তাবনা একত্রিত করে একটি সমন্বিত মূল্যায়ন তৈরি করতে মহাসচিবকে নির্দেশ দিয়েছি আমি, যা ফিফা কাউন্সিলের বিবেচনার জন্য পেশ করা হবে।'' ইনফান্তিনো যে ধরনের অর্থ প্রদানের কথা বলেছেন, সম্প্রতি ফিফাকে চিঠি লিখে সোমবার সেরকম অর্থ প্রদানের দাবি জানিয়েছেন উয়েফা সভাপতি আলেকজান্দার চেফেরিন এবং কনক্যাকাফের ভিক্টর মন্টাগ্লিয়ানি। দা অ্যাথলেটিকের তথ্য অনুযায়ী, এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের প্রধান শেখ সালমান বিন ইব্রাহিম আল খলিফাও একই ধরনের অনুরোধ করেছেন। বিশ্বকাপ এবং অন্যান্য ফিফা টুর্নামেন্টের বাণিজ্যিক ও পরিচালনগত দিকগুলোর জন্য প্রস্তাবিত নতুন সংস্থা, ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ (এফএফই)-এর প্রায় ২০ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করার পরিকল্পনার জের ধরে ইনফান্তিনোকে পদত্যাগের আহ্বান জানানোর প্রেক্ষাপটে উয়েফা, কনক্যাকাফ এবং এএফসি এই আর্থিক আলোচনাটি সামনে এসেছে। এফএফই-এর বিনিয়োগকারীদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনারের ভাই জোশুয়া কুশনারও ছিলেন। ট্রাম্প ইনফান্তিনোর একজন ঘনিষ্ঠ মিত্র। ইনফান্তিনো পরবর্তীতে এই পরিকল্পনা বাতিল করেন। কিন্তু তার ওপর প্রবল চাপ চলছে সেই সময় থেকেই। তিনি যদিও পদত্যাগ করতে অস্বীকার করেছেন এবং মার্চ মাসে পুনর্নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরিকল্পনা করছেন। প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দেওয়ার জন্য সাত সপ্তাহ বাকি আছে। ইনফান্তিনোর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী এখনও প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। ইনফান্তিনোর এফএফই পরিকল্পনাটি যদি বাস্তবায়িত হতো, তাহলে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র অন্তত ২ কোটি ডলার পেত। ইএসপিএন-এর তথ্যমতে, উয়েফা এবং কনক্যাকাফের চিঠিতে প্রতিটি সদস্য সংস্থাকে ফিফার রিজার্ভ থেকে ন্যূনতম ১ কোটি ডলার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

দুর্দান্ত গোলে ফ্রান্সকে জেতালেন ওলিসে

ম্যাচ জুড়ে আক্রমণে দাপট দেখাল ফ্রান্স। কিন্তু গোলরক্ষকের দেয়াল ভাঙতে পারছিল না তারা, বাঁধ সাধে ক্রসবারও। অবশেষে বদলি নেমে চমৎকার এক গোল করলেন মাইকেল ওলিসে। বেলজিয়ামকে হারিয়ে নেশন্স লিগে জয়ের ধারা ধরে রাখল জিনেদিন জিদানের দল। দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে আছে দলটি।

সংবাদ সংস্থা, ব্রাসেলস, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ ব্রাসেলসে সোমবার রাতে 'এ' লিগের এক নম্বর গ্রুপের ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতেছে দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। নতুন কোচ জিদানের হাত ধরে প্রথম দুই ম্যাচেই জিতল ফরাসিরা। দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে আছে দলটি। ৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে বেলজিয়াম। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে ইতালি তিনে আছে। তুরস্ক এখনও পয়েন্ট পায়নি। ম্যাচে প্রায় ৬৫ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ১৮ শটের সাতটি লক্ষ্যে রাখতে পারে ফ্রান্স। বেলজিয়ামের ১২ শটের কেবল দুটি লক্ষ্যে ছিল, সেগুলোও ৭০ মিনিটের পর। তুরস্ককে ১-০ গোলে হারানো ম্যাচ থেকে শুরুর একাদশে ৯টি পরিবর্তন আনেন জিদান। অভিষেক হয় আঁদি দিউফ, জেহেমি জ্যাকে ও লুকা দা কুইয়ার। ২০১০ সালের আগস্টের পর এই প্রথম কোনো ম্যাচে ফ্রান্সের হয়ে তিন বা এর বেশি খেলোয়াড়ের অভিষেক হলো। প্রথম ম্যাচে একমাত্র গোলটি করার পর চোট পেয়ে বাকি ম্যাচগুলো থেকে ছিটে পড়েন কিলিয়ান এমবাপে। মূল অধিনায়ককে ছাড়া মাঠে নেমে ষষ্ঠ মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় ফ্রান্স। কিন্তু বক্সের ভেতর থেকে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি এস্তেবান লাপোল। ভাগ্য সহায় থাকলে দ্বাদশ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত ফ্রান্স। বক্সে ঢুকে চমৎকারভাবে ড্রিবলিং করে প্রতিপক্ষের তিন খেলোয়াড়ের মাঝ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে শট নেন দেজিরে

দুয়ে, কিন্তু বল ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। ১৭তম মিনিটে তাদের সামনে সুযোগ আসে আরেকটি। এবার গোলরক্ষক বরাবর শট করেন লাপোল। দুই মিনিট পর সুযোগ পায় বেলজিয়াম। বাঁ দিক থেকে কেভিন ডে ব্রুইনের পাস বক্সে পেয়ে পা ছোঁয়াতে পারেননি শার্লে ডে কেটলারে। পরের মিনিটে বেলজিয়ামের এক ডিফেন্ডারের ধাক্কায় বাহডলে বাহকোলা বক্সে পড়ে গেলে পেনাল্টির আবেদন করে ফ্রান্স, কিন্তু রেফারির সাড়া মেলেনি। ধারাভাষ্যকার বলেন, পেনাল্টি দেওয়া উচিত ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের ষষ্ঠ মিনিটে দুয়ের নিচু শট পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে যায়। একটু পর তার আরেকটি শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান গোলরক্ষক সানা লমেন্স। ৭৩তম মিনিটে প্রথম শট লক্ষ্যে রাখতে পারে বেলজিয়াম। দদি লুকেবাকিওর গোলরক্ষক মাইক মিয়াঁ। পাঁচ মিনিট পর আরেকটি সুযোগ পেয়ে গোলরক্ষক বরাবর দুর্বল শট করেন তিনি। ৭৭তম মিনিটে বাহকোলার বদলি নামানো হয় ওলিসেকে। নির্ধারিত সময়ের দুই মিনিট বাকি থাকতে ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটি করেন তিনি। তার সঙ্গেই বদলি নামা রায়ান শের্কির ক্রস নিজেদের অর্ধে বুক দিয়ে নামিয়ে, সঙ্গে লেগে থাকা প্রতিপক্ষের একজনকে ছিটকে ফেলে ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে যান ওলিসে। সামনে ছিল বেলজিয়ামের আরও দুই খেলোয়াড়। বক্সে ঢুকে তাদের কোনো সুযোগ না দিয়ে বাঁ পায়ের জোরাল নিচু শটে ঠিকানা খুঁজে নেন বায়ার্ন মিউনিখ উইঙ্গার। যাকে খুব একটা প্রতিক্রিয়া দেখাতে দেখা যায় না, সেই জিদানও ওই গোলের পর খেলোয়াড়দের মতো বাধভাঙা উদযাপনে মাতেন। টাচলাইনে ছুটে গিয়ে একটি বলে সজোরে শট করেন এই কিংবদন্তি।

তুরস্কের মাঠে জয়ে ফিরল মানচিনির ইতালি

সংবাদ সংস্থা,বুর্সা, ২৯ সেপ্টেম্বরঃ প্রতিপক্ষের মাঠে সোমবার রাতে উয়েফা নেশন্স লিগে ৪-১ গোলে জিতেছে রবের্তো মানচিনির দল। আলেস্সান্দ্রো বাস্তোনির গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর, ব্যবধান বাড়ান দাভিদে ফ্রাত্তেসি। একটু পরই তৃতীয় গোলটি করেন কায়োদে। এরপর তুরস্ক ব্যবধান কমানোর পর, বিজয়ীদের চতুর্থ গোলটি করেন পিও এস্পোজিতো। ম্যাচের প্রায় পুরোটা সময়ই বৃষ্টি হলো। তাতে মাঠের অনেক জায়গা হয়ে গেল এবড়ো-খেবড়ো। তবে লড়াইয়ে এর প্রভাব খুব বেশি পড়ল না। কোণঠাসা অবস্থা থেকেও দ্বিতীয়ার্ধে দারুণ খেলল তুরস্ক, যদিও স্কোরলাইনে তার প্রতিফলন ফেলতে পারল না তারা। পজেশন রাখায় একটু এগিয়ে থেকে গোলের জন্য ১৫টি শট নিয়ে কেবল তিনটিই লক্ষ্যে রাখতে পারে তুরস্ক। ইতালির ১৪ শটের পাঁচটি ছিল লক্ষ্যে। এই দুই দলই তেতো স্বাদ নিয়ে এবারের নেশন্স লিগ শুরু করে। গত সপ্তাহে ফ্রান্সের বিপক্ষে ১-০ গোলে তুরস্ক এবং বেলজিয়ামের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে ইতালি হেরে যায়। জয়ে ফেরার অভিযানে তুর্কিরা তেমন সম্ভাবনাই জাগাতে পারল না, নতুন কোচের হাত ধরে নতুন যুগে পথচলায় দ্বিতীয় ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পেল ইতালিয়ানরা। একই সময়ে শুরু অন্য ম্যাচে বেলজিয়ামকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ফ্রান্স। দুই ম্যাচে একটি করে জয়ে সমান ৩ পয়েন্ট বেলজিয়াম ও ইতালির। দুই জয়ে ৬

পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফরাসিরা। তুরস্ক এখনও পয়েন্ট পায়নি। আক্রমণাত্মক ফুটবলে প্রথম আধা ঘণ্টার মধ্যেই তিনবার প্রতিপক্ষের জালে বল পাঠায় মানচিনির দল, কোণঠাসা হয়ে পড়ে আয়োজকরা। তাদের গোল উৎসবের শুরু হয় নবম মিনিটে। আগের মিনিটে পিও এস্পোজিতোর দারুণ শট ঝাঁপিয়ে কোনোমতে এক হাতে বাইরে পাঠান গোলরক্ষক। ওই কর্নারে তুরস্ক বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হলে, ১০ গজ দূর থেকে দারুণ শটে ক্রসবার ঘেঁষে গোলটি করেন বাস্তোনি। ২২তম মিনিটে কায়োদের শট গোলরক্ষক ফেরালেও, বিপদমুক্ত করতে পারেননি। বল চলে যায় দূরের পোস্টে গোলমুখে, ছুটে গিয়ে টোকায় ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মিডফিল্ডার ফ্রাত্তেসি। চাপ ধরে রেখে পাঁচ মিনিট পর, দারুণ এক পাসিং ফুটবলে শাণানো আক্রমণে ব্যবধান আরও বাড়ায় ইতালি। বাঁ দিক থেকে কয়েকজন সতীর্থের পা ঘুরে ডি-বক্সে ডান দিকে বল পেয়ে জোরাল শট নেন ব্রেন্টফোর্ডের রাইট-ব্যাক কায়োদে, বল গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে জালে জড়ায়। তিন গোলের লিড নেওয়ার পর, ইতালির খেলায় গতি কমে আসে কিছুটা। বাকি সময়ে আর প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগকে সেভাবে ভাবাতে পারেনি তারা। বিরতির পর ৯০ সেকেন্ডের মধ্যে গোলও হজম করে দলটি। প্রথমার্ধে গোলের জন্য কেবল দুটি শট নিয়ে একটি লক্ষ্যে রাখতে পারা তুরস্কের ব্যবধান কমানো গোলে দায় আছে ইতালিয়ান রক্ষণের। আইদিনের ডান দিক থেকে বাড়ানো পাস ডি-বক্সের মাঝামাঝি একদম ফাঁকায় পেয়ে যান ইলমাজ, তার আশেপাশে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো ছিল না কেউ। অনায়াস শটে বল জালে পাঠান বারিস ইলমাজ। তুরস্কের সেই স্বস্তি অবশ্য তিন মিনিটের বেশি স্থায়ী হয়নি। সান্দ্রো তোনালির জোরাল শট পোস্টে প্রতিহত হলে, ফিরতি বল হেডে জালে জড়ান ২১ বছর বয়সী ইন্টার মিলান স্ট্রাইকার পিও এস্পোজিতো। কিছুক্ষণ পর দারুণ শটে ইলমাজ আবারও ঠিকানা খুঁজে নেন। তবে এবার সঙ্গে সঙ্গেই অফসাইডের বাঁশি বাজান রেফারি। এই অর্ধে তুলনামূলক ভালো ফুটবল খেলে তুরস্ক। শেষ আধা ঘণ্টার বেশিরভাগ সময়ই খেলা হয় ইতালির সীমানায়। ৮০তম মিনিটে খুব ভালো একটা সুযোগও পায় উত্তর আমেরিকা বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেওয়া দলটি কিন্তু ছয় গজ বক্সের বাইরে ফাঁকায় বল পেয়েও উড়িয়ে মারেন কেরেম আকতের্কোল। প্রতিপক্ষ একের পর এক আক্রমণ শাণালেও, ঠাণ্ডা মাথায় রক্ষণ জমাট রেখে বড় জয়ের আনন্দে মাঠ ছাড়ে টানা তিনটি বিশ্বকাপ খেলতে না পারা ইতালি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com